উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

২৪ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 8 May 2025 Thursday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 347

সিঁদুরেই প্রতিশোধ

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন, বার্তা রাজনাথের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ মে : মেরেকেটে মাত্র ২৫ মিনিটের অভিযানে কার্যত সর্ষেফুল দেখল পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিরা। সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি বুধবার বলেন, 'যে জঙ্গি সংগঠনগুলি সীমান্তপাড়ে সন্ত্রাসে জড়িত, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শুধু তাদের ওপরই হামলা চালানো হয়েছে।' বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংয়ের কথায়, 'প্রত্যাঘাতের যথাসম্ভব সংযমের পরিচয় দিয়েছে ভারত। তবে পাকিস্তান বাড়াবাড়ি করলে পরিস্থিতি আরও সঙ্গিন হলে জবাব দেওয়ার জন্য ভারতীয় বাহিনী পুরোপুরি তৈরি।'

পহলগামে হামলার জবাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রত্যাঘাত সরকারের তো বটেই, বিরোধীদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেল। সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে। পাকিস্তান 'অপারেশন সিঁদুর'-কে ভারতের তরফে যুদ্ধে উসকানি বলে দাবি করায় গোটা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে ব্যস্ত নয়াদিল্লি।

ইসলামাবাদের দাবি, ভারতের হামলায় অন্তত ২৬ জন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। পালটা নিয়ন্ত্রণরেখা ও আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাকিস্তান সেনার হামলায় অন্তত ১৫ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত ও ৪৩ জন আহত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে অপারেশন সিঁদুরের ব্যাপারে অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অভিযানের বিভিন্ন দিক, উদ্দেশ্য এবং ফলাফলের বিষয়ে বিস্তারিত জানান।

নির্ধারিত লক্ষ্য সুনির্দিষ্টভাবে ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'পহলগামে ভারতের মাটিতে নৃশংস সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাব দেওয়ার পূর্ণ অধিকার ভারত যথাযথভাবে ও সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করেছে।' তাঁর ভাষায়, 'ভারতীয় সেনা হনুমানের মতো হামলা করেছে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কোনও নাগরিকের বাড়িতে হামলা হয়নি। সতর্কতা ও মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে ভারতীয় সেনা।'

এরপর দশের পাতায়

পাকিস্তানের পালটা হামলায় ক্ষতবিক্ষত বাড়ি। রাজৌরি জেলায়।

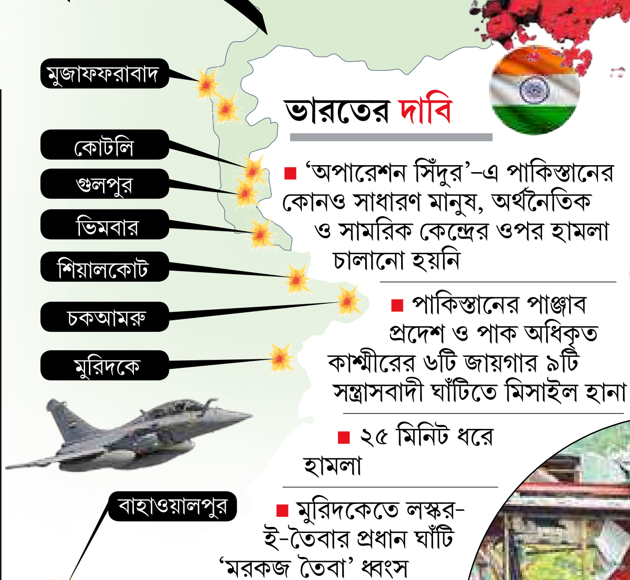

ভারতের দাবি

- 'অপারেশন সিঁদুর'-এ পাকিস্তানের কোনও সাধারণ মানুষ, অর্থনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রের ওপর হামলা চালানো হয়নি
- পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৬টি জায়গার ৯টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে মিসাইল হানা
- ২৫ মিনিট ধরে হামলা
- মুরিদকেতে লস্কর-ই-তৈবার প্রধান ঘাঁটি 'মরকজ তৈবা' ধ্বংস
- মরকজ তৈবাতেই ২৬/১১ মুম্বই হামলার ছক কষা হয়েছিল
- নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাকিস্তানের হামলায় ভারতের ১০ নাগরিকের মৃত্যু

হামলার পর পদক্ষেপ

- হামলার পরে আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে বিস্তারিত জানায় ভারত

২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহলগামে পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ২৬ জনের প্রাণহানির পর থেকেই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। পহলগামে হামলার ১৫ দিনের মাথায় মঙ্গলবার মধ্যরাতের পর পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে হামলা চালায় ভারত। ভারতের এই অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর'

পাকিস্তানের দাবি

- হামলা চালানো হয়েছে স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস, চিকিৎসাকেন্দ্র ও মসজিদ সহ অসামরিক ক্ষেত্রে
- এক মহিলা ও এক তিন বছরের শিশুকন্যা সহ ২৬ জনের মৃত্যু
- পাকিস্তানের জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালানো হয়েছে
- ভারতের মাটি থেকে হামলা। পাকিস্তানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেনি ভারত
- পাকিস্তান ভারতের আকাশসীমায় ঢুকে পাঁচটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ও ড্রোন ধ্বংস করেছে। যার মধ্যে ৩টি রাফাল জেট, একটি মিগ-২৯ ও একটি এসইউ-৩০ আছে

হামলার পর পদক্ষেপ

- সশস্ত্র বাহিনীকে 'প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পূর্ণ অনুমোদন'

প্রতিক্রিয়া

প্রতিশোধ নেওয়ার সব অধিকার আছে পাকিস্তানের

-**শাহবাজ শরিফ**, *পাক প্রধানমন্ত্রী*

ভারত ও পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে। তারা বহু বহু দশক ধরে লড়াই করছে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এই পরিস্থিতি শেষ হবে।

-**ডোনাল্ড ট্রাম্প**, *আমেরিকার প্রেসিডেন্ট*

ভারত-পাকিস্তান দু'পক্ষকেই শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে সংযত থাকতে হবে।

-**গাও জিয়াকুন**, *মুখপাত্র, চিনের বিদেশমন্ত্রক*

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পুরো অপারেশন নিয়ে অবহিত করলেও এক্স হ্যান্ডেলে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি।

মাসুদের ডেরা ধ্বংস, হত আত্মীয় সহ ১৪

লাহোর, ৭ মে : শক্ত ঘাঁটিটা আর নেই। ভারতীয় বায়ুসেনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে মাসুদ আজহারের ঘাঁটি। সেই আজহার, আড়াই দশক আগে যাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল ভারত সরকার। যার নেতৃত্বাধীন জইশ-ই-মহম্মদের আত্মঘাতী হামলায় ৬ বছর আগে পুলওয়ামায় প্রাণ গিয়েছিল ৪০ ভারতীয় জওয়ানের। এতদিনে তার বদলা নিল ভারত।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

মঙ্গলবার রাতের আক্রমণে মাসুদ নিজে বেঁচেছে বটে, কিন্তু ধ্বংস হয়েছে তার জঙ্গিঘাঁটি। হারাতে হয়েছে ১০ আত্মীয় ও ৪ ঘনিষ্ঠকে। এতে কতটা হীনবল হয়েছে ও মনোবল হারিয়েছে, তা স্পষ্ট জইশের এই শীর্ষ জঙ্গির বয়ানে। আজহার নাকি বলেছে, 'এর চেয়ে আমার মৃত্যু হলে ভালো হত।' ভারতের হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া তার ঘাঁটিটি ছিল পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর শহরে।

নিহত হয়েছেন মাসুদের ১০ জন আত্মীয়।

এরপর দশের পাতায়

ইতিহাসে দুই নারীর সাফল্যগাথা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ মে : নির্ভুল, নিঃশব্দ অথচ বজ্রগম্ভীর প্রত্যাঘাতের নাম 'অপারেশন সিঁদুর।' পহলগামে জঙ্গি হামলার ঠিক ১৫ দিন পর যে অভিযানের ইতিহাসে জড়িয়ে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই সাহসিনী- কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংয়ের নাম।

'অপারেশন সিঁদুর' এমন এক সামরিক অভিযান, যাতে প্রতিক্রিয়া নয়, দায়িত্বই মুখ্য। সেই দায়িত্বের কণ্ঠ হয়ে উঠেলেন কর্নেল সোফিয়া এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা। পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিতে সফল অপারেশনের পর বুধবার সকালে নয়াদিল্লিতে সেনাবাহিনীর ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার জন্য এই দুই নারীকে এগিয়ে দিয়েছিলেন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি।

নিশানা করে জঙ্গিঘাঁটিতে আঘাতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন এই দুজন। তার আগে বিদেশসচিব বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের কোনও সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে যারা সন্ত্রাসে যুক্ত, তাদের অবস্থান নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে হামলা চালানো হয়েছে।'

তারপর কর্নেল সোফিয়ার উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত সংহত, পেশাদার এবং কৌশলগত দিক থেকে পরিপূর্ণ। তিনি স্পষ্ট জানান, এই অভিযান ছিল পূর্বপরিকল্পিত সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ, যার লক্ষ্য ছিল নিয়ন্ত্রণরেখা পারের জঙ্গি লঞ্চপ্যাডগুলি। তাঁর গলার স্বরে প্রতিশোধ নয়, ছিল প্রতিজ্ঞা। ভঙ্গিতে ছিল দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস। অতিরঞ্জন নয়, কেবল তথ্য এবং বাস্তবতার নিরপেক্ষ বিবরণ দিয়ে যেন নিঃশব্দে জানিয়ে দিলেন, সেনার নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে যোগ্যতার মাপকাঠিতে।

সোফিয়া কুরেশি

ব্যোমিকা সিং

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোর অফ সিগন্যালস-এর এই শীর্ষ আধিকারিক ২০১৬ সালেই ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ওই বছর তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে নেতৃত্ব দেন ১৮টি দেশের যৌথ সামরিক মহড়ায়। তাঁর নেতৃত্ব প্রমাণ করে, সামরিক ক্ষমতা আর নেতৃত্বগুণ লিঙ্গ বা ধর্মে বাঁধা থাকে না। ২০০৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কঙ্গোয় সামরিক পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন সোফিয়া। সেনা পরিবারেরই মেয়ে তিনি। পরে আরেক সেনা পরিবারের বধূ হন।

অন্যদিকে, ভারতীয় বায়ুসেনার ফাইটার কন্ট্রোলার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা প্রযুক্তিতে দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। আকাশসীমা লঙ্ঘন করে যেখানে প্রতিনিয়ত হুমকি ছুটে

এরপর দশের পাতায়

হেরে গেল দারিদ্র্য, উঠে এল তারা...

নাম	স্কুল
তুষার দেবনাথ	বক্সিরহাট হাইস্কুল, কোচবিহার
ঐশিকী দাস	মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল, কোচবিহার
অনুষ্কা শর্মা	আলিপুরদুয়ার নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার
প্রিয়াংকা বর্মন	নগর ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুল, কোচবিহার
কোয়েল গোস্বামী	কচুয়া বোয়ালমারি হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি
জ্যোর্তিময় দত্ত	ফালাকাটা হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার
লীনা দাস	মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল, কোচবিহার
কৃষ্টি সরকার	মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল, কোচবিহার
সত্যম বণিক	কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুল, কোচবিহার
মৌসুমি পাল	মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল (উঃ মাঃ), দার্জিলিং
মৌমিতা মণ্ডল	আড়াইডাঙা ডিবিএম অ্যাকাডেমি, মালদহ
কৌরব বর্মন	বালাপুর হাইস্কুল, দক্ষিণ দিনাজপুর

মেধাতালিকায় উত্তরের ১২

নিউজ ব্যুরো

৭ মে : পরীক্ষা শেষের ৫০ দিনের মাথায় বুধবার প্রকাশিত হল ২০২৫-এর উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল। মেধাতালিকায় থাকা ৭২ জনের মধ্যে ১২ জন উত্তরবঙ্গের। উত্তর দিনাজপুর ও কালিম্পং বাদে উত্তরবঙ্গের সব জেলাই উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় রয়েছে। কোচবিহারের ৬ জন, আলিপুরদুয়ারের ২ জন এবং দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও মালদা জেলা থেকে ১ জন করে পরীক্ষার্থী মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের ১২ জন মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।

এবারও সার্বিক ফলাফলে একেবারে শেষের সারিতে জলপাইগুড়ি। আরও অবাক করার মতো বিষয় হল, এবার গড় পাশের হার (৯০.৭৯ শতাংশ)-এর তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের কালিম্পং (৯২.৭১ শতাংশ) ছাড়া সব জেলা।

মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে পূর্ব বর্ধমানের রূপায়ণ পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৭। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে কোচবিহারের বক্সিরহাট হাইস্কুলের তুষার দেবনাথ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে হুগলির আরামবাগ হাইস্কুলের রাজর্ষি অধিকারী (৪৯৫)। মেধাতালিকায় চতুর্থ স্থানে জায়গা করে নিয়েছে বাঁকুড়ার সোনামুখী গার্লস হাইস্কুলের সৃজিতা গোস্বামী (৪৯৪)। মেয়েদের মধ্যে রাজ্যে সৃজিতাই প্রথম। ৪৯৩ নম্বর পেয়ে পঞ্চম স্থানাধিকারী হয়েছে ৬ জন। তাদের মধ্যে উত্তরবঙ্গ থেকে রয়েছে কোচবিহারের ঐশিকী দাস। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ৮ জন। ৪৯১ পেয়ে সপ্তম স্থানে আলিপুরদুয়ারের অনুষ্কা শর্মা, কোচবিহারের প্রিয়াংকা বর্মন ও জলপাইগুড়ির কোয়েল গোস্বামী ছাড়াও আরও ৮ জন। অষ্টম স্থানেও নজর কেড়েছে উত্তরবঙ্গ। সেখানে আলিপুরদুয়ারের জ্যোতির্ময় দত্ত, কোচবিহারের লীনা দাস ও কোচবিহারের কৃষ্টি সরকার ছাড়াও আরও ১৩ জন।

সাফল্যের লাফ কোচবিহারের একই স্কুলের তিন কন্যার।

এরপর দশের পাতায়

সবজি বিক্রেতার ছেলে দ্বিতীয়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৭ মে : এ যেন দুঃখের সংসারে, সুখের আলো। জরাজীর্ণ একটি টিনের ঘর। তাও টিনের ছাউনিতে অজস্র ফুটো। বুধবার সেই ঘরে জ্বলে উঠল হাজার ওয়াটের আলো। সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে নেতা-মন্ত্রীরা পরপর ভিড় বাড়ালেন সেই বাড়িতে। সকলেরই লক্ষ্য সেই বাড়ির ছেলে তুষার দেবনাথকে একবার চোখে দেখার। কারণ অভাবকে হারিয়ে সবজি বিক্রেতার ছেলে তুষার এবার উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছে। তবে এই প্রথমবার যে সবার মুখ উজ্জ্বল করল তুষার এমনটা নয়, মাধ্যমিকেও সে রাজ্যে নবম স্থান দখল করেছিল। প্রতিভা থাকলেই যে সাফল্য আনা সম্ভব তা আরও একবার প্রমাণ করল বক্সিরহাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুষার। ওর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬ নম্বর। বাংলায় ৯৭, ইংরেজিতে ৯৯, কেমিস্ট্রিতে ১০০, অঙ্কে ১০০, ফিজিক্সে ১০০।

এদিন সকালে টিভিতে সেই খবর চাউর হতেই খুশির বন্যা বইছে গোটা বক্সিরহাটজুড়ে। সকাল থেকেই সংবর্ধনা দিতে কৃতীর বাড়িতে ভিড় জমান রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। শুরু হয় সংবর্ধনা দেওয়া ও মিষ্টি খাওয়ানোর পালা।

জরাজীর্ণ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রাজ্যে দ্বিতীয় তুষার দেবনাথ।

ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষপল্লি লিচুতলা এলাকার বাসিন্দা তুষার। তবে তার যাত্রাপথ অতটা সহজ ছিল না। পরিবারে আর্থিক অনটন থাকলেও অবশ্য সেই চিন্তাকে মাথার ওপর চেপে বসতে দেয়নি তুষার। ছেলের চমকপ্রদ সাফল্যে চোখের জল ধরে রাখতে পারছিলেন না তুষারের মা। মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ইচ্ছে থাকলেও আর্থিক প্রতিকূলতাই এখন তার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুষারের বাবা তপন দেবনাথ বক্সিরহাট বাজারের সবজি বিক্রেতা। ছেলের স্বপ্নপূরণ করতে মরিয়া তিনি।

এরপর দশের পাতায়

রসিকবিলে চালু হোক বোটিং, দাবি পর্যটকদের

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৭ মে : কোচবিহার জেলার রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রের ঝিলে ফের বোটিং চালুর দাবি জোরালো করলেন পর্যটকরা। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সেখানে বোটিং বন্ধ রয়েছে। ফলে রসিকবিলে বেড়াতে আসা পর্যটকদের মনে ক্ষোভ থেকে যায়। এদিকে কী কারণে বোটিং বন্ধ রয়েছে বা তা কবে চালু হবে, এই বিষয়ে মিনি জু কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। ফলে সেই বিষয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। তাই রসিকবিলে বেড়াতে আসা পর্যটকরা ফের বোটিং চালুর দাবি জোরালো করেছেন। এক পর্যটক তরুণ মৌলিকের কথায়, 'সুযোগ পেলেই রসিকবিলে বেড়াতে আসি। এতদিন মূল আকর্ষণ ছিল বোটিং। তবে এখন এখানে এলেই প্রতিবার হতাশ হয়ে ফিরি।' যদিও বোটিং বন্ধ হওয়া নিয়ে কোচবিহার বন বিভাগের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'ব্যবহার না করার ফলে বোটগুলি নষ্ট হয়েছে। তবে রসিকবিলে বোটিং চালুর বিষয়টি উপর মহলে জানানো হয়েছে।'

অন্যদিকে বোটিং বন্ধ হওয়াকে ঘিরে বন দপ্তরের দিকেই তোপ দেগেছে বিরোধী শিবির। এবিষয়ে তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায় বলেন, 'রসিকবিলে বোটিং সহ অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে আমি বিধানসভায় সরব হয়েছিলাম। তবে রাজ্য সরকারের তরফে কোনও সদুত্তর মেলেনি।' একই সুরে সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য ইউসুফ আলি জানান, বাম আমলে বোটিং, শিশু উদ্যান তৈরির পাশাপাশি রসিকবিলকে সৌন্দর্যে ভরিয়ে তোলা হয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকারের অবহেলার কারণে সব বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বুধবার ছেলেকে নিয়ে রসিকবিলে বেড়াতে এসেছিলেন মামনি সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে একসময় বোটিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু অজানা কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে তা বন্ধ। চালু করলে তা সকলের কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।'

কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল মিনি জু খুবই জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ছাড়াও রয়েছে চিতাবাঘ, চিতল হরিণ, ময়ূর, ঘড়িয়াল ইত্যাদি। প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পর্যটকদের জন্য বন দপ্তরের তরফে রসিকবিল জলাশয়ে বোটিংয়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। আগে প্রায় ১০ থেকে ১৫টি বোট চলত। তবে যত্নের অভাবে একটি-দুটি করে বোট খারাপ হতে থাকে। খারাপ হয়ে যাওয়া বোটগুলিকে আর ঠিক করা হয়নি। এরপর ধীরে ধীরে রসিকবিলে বোটিং ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে পড়ে।

একসময় রসিকবিল জলাশয়ে প্রায় ১০ থেকে ১৫টি বোট চলত। - সংবাদচিত্র

স্বস্তির স্নান। জলপাইগুড়িতে বুধবার ছবিটি তুলেছেন মানসী দেব সরকার।

মহানন্দা, জলদাপাড়া ও বক্সায় প্রস্তাব

এবার পশু হাসপাতাল গড়ার ভাবনা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৭ মে : বন্যপ্রাণীদের চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গে মহানন্দা, জলদাপাড়া ও বক্সায় অত্যাধুনিক পশু হাসপাতাল তৈরির প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে পাঠানো হয়েছে। এব্যাপারে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের বনকর্তারা বনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। হাসপাতালে ট্রেন বা গাড়ির ধাক্কায় পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জখম বন্যপ্রাণীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া গর্ভবতী কুনকি হাতিদেরও সেখানে পর্যবেক্ষণে রাখা যাবে। এমনকি হাতি, গন্ডার, বাইসনের ইউএসজির ব্যবস্থাও থাকবে। সমস্ত বিষয় ঠিক থাকলে আগামী বছরের মধ্যেই এই অত্যাধুনিক বন্যপ্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্রের কাজ শুরুর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি। তিনি বলেন, 'বক্সা, মহানন্দা ও জলদাপাড়ায় অত্যাধুনিক পশু হাসপাতাল তৈরির জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ওই হাসপাতালে অপারেশন টেবিল, অ্যানাস্থিশিয়া ইউনিট ছাড়াও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রাখার কথাও বলা হবে।'

পাশাপাশি সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী পশুদের জন্য আলাদা বিভাগ তৈরির প্রস্তাবও দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। এছাড়া তাঁর মতে, এবিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও জরুরি। রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এব্যাপারে জানিয়েছেন, প্রস্তাব মিললেই এই বিষয়ে অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণপ্রেমীরা দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গে বন্যপ্রাণীদের জন্য একটি অত্যাধুনিক হাসপাতালের দাবি জানিয়ে এসেছেন। এছাড়া অনেক সময় আহত বন্যপ্রাণী নিয়ে অত্যাধুনিক চিকিৎসার জন্য বন দপ্তরকেও হিমসিম খেতে হয়। অভিযোগ ছিল বিভিন্ন কারণে আহত হওয়া বন্যপ্রাণীদের শুধুমাত্র উন্নত চিকিৎসার অভাবে বারবার মৃত্যুমুখে পড়তে হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে কোথাও রেলপথ আবার কোথাও একাধিক সড়কপথ চলে গিয়েছে। কখনও ট্রেনের ধাক্কায় হাতি আবার কখনও গাড়ির ধাক্কায় চিতাবাঘ, সম্বর থেকে বাইসন ও হরিণ আহত হয়। দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যুও ঘটে। আহত বন্যপ্রাণীদের সারিয়ে তুলতে বন দপ্তর নামমাত্র চিকিৎসা পরিষেবা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। তেমন পরিকাঠামোও নেই। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদের জঙ্গল থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতি বেরিয়ে পড়েছিল। হাতিটিকে আর্থমুভার দিয়ে উত্ত্যক্ত করা হলে সে বিরক্ত হয়ে আর্থমুভার ও একটি নজরমিনারে ধাক্কা মারে। ফলে হাতিটি ব্যাপকভাবে আহত হয়। অভিযোগ, সঠিক পরিকাঠামো না থাকায় বন দপ্তর হাতিটির কোনও চিকিৎসা করাতে পারেনি।

এর আগেও ডুয়ার্সে ট্রেনের ধাক্কায় বেশ কয়েকটি হাতিকে আহত অবস্থায় চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে বন বিভাগ। তবে সেগুলিকেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মাস কয়েক আগে বন দপ্তর গরুমারার কুনকি হাতি রামির দেহের গঠন দেখে বুঝতে পারে যে সে গর্ভবতী। তবে হাতিটি কত মাসের গর্ভবতী সেই ধারণা নেই। এবিষয়ে বন দপ্তরের এক কর্তা জানান, বন্যপ্রাণীদের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্র থাকলে রামির গর্ভাবস্থা প্রসঙ্গে জানা যেত। সম্বর, চিতাবাঘ বা বাইসন গাড়ির ধাক্কায় আহত হলে লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে আনা হয়। তবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় বেশিরভাগ সময়ই তাদের মৃত্যু হয়। তার জন্যই অত্যাধুনিক পশু হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর।

বন্যপ্রাণ বাঁচাতে

- উত্তরবঙ্গের বনকর্তারা পশু হাসপাতাল তৈরির জন্য বনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন
- অপারেশন টেবিল, অ্যানাস্থিশিয়া ইউনিট রাখার কথা বলা হবে
- সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের জন্য আলাদা বিভাগ থাকতে পারে
- হাসপাতাল হলে রেল ও গাড়ির ধাক্কায় আহত বুনোদের চিকিৎসা সহজ হবে
- এমনকি গর্ভবতী কুনকি হাতিদেরও পর্যবেক্ষণে রাখা যাবে

ডুয়ার্সে জখম হাতি।

পিএফ বকেয়ায় অভিযোগ দায়ের

জলপাইগুড়ি, ৭ মে : শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা না দেওয়ায় সীতারামপুর চা বাগানের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করল পিএফ কর্তৃপক্ষ। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার পবন বনসাল বলেন, 'জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সীতারামপুর চা-বাগান কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানানো হয়েছিল শ্রমিকদের পিএফের টাকা জমা করতে। গত সাড়ে তিন বছর বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পিএফ জমা দেয়নি। বাধ্য হয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ছোটা মাঙ্গোয়ায় এসে মৃত্যু ছাত্রীর

শিলিগুড়ি, ৭ মে : শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দার্জিলিংয়ের ছোটা মাঙ্গোয়াতে এসে মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। মৃতের নাম সৌমিলি মণ্ডল (২০), তাঁর বাড়ি বহরমপুরের কাশিমবাজারে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪ মে বহরমপুর থেকে দার্জিলিং জেলার ছোটা মাঙ্গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন সৌমিলি সহ ৩৭ জন। সেই দলে পড়ুয়াদের পাশাপাশি কলেজের শিক্ষিকারাও ছিলেন। পাহাড়ি রাস্তায় যাত্রাপথে বারবার বমি হচ্ছিল ওই পড়ুয়ার। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার ওই ছাত্রীকে রংলি রংলিয়টের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার তাঁকে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এদিন দুপুরে সেখানেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রীর। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দেহের ময়নাতদন্ত জন্য হয়েছে।

জিটিএ-র ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান বলেছেন, 'এ বিষয়ে আমার এখনও কিছু জানা নেই। খোঁজ নিতে হবে।' ডিসিপি ওয়েস্ট বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'মৃতের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। পরিবারের লোকেরা এসে দেহ নিয়ে গিয়েছেন।'

কর্মখালি

Courier Service-এর জন্য Delivery Boy চাই।Siliguri-9832061242. (C/116294)

•

হোটেল/রেস্টুরেন্টের প্যাকেজিং Item মার্কেটিং করার জন্য ইয়াং ছেলে চাই। বেতন- 10000/-, 8116743501. (C/116311)

•

NJP ভক্তিনগরে নিজস্ব গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। বেতন 13,000, Ph.-94348-74839 / 70015-88334/ 94743-79658. (C/116405)

•

হোটেল ও রেস্তোরাঁয় ওয়েটার চাই ও বিভিন্ন মল, ফ্যাক্টরিতে ও নার্সিংহোমে সিকিউরিটি গার্ড চাই। ছেলে/মেয়ে। বেতন-8500/-- 13500/-। থাকা +খাওয়া ব্যবস্থা, অফিস-বীরপাড়া। M-9749456650. (B/S)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন : ৯৬৭৮০৭২০৮৭

অ্যাফিডেভিট

আমি, অশোক তালুকদার, পিতা পবিত্র চন্দ্র তালুকদার, নিবাস- আশ্রমপাড়া, জলপাইগুড়ি জানাই যে-আমার কন্যার নামের সঠিক বানান 'Sramana Talukdar' ভুলবশত ওর জন্ম প্রমাণপত্রে বানান Sharamana হয়েছে। Sramana ও Sharamana একই ব্যক্তি। আমি এও জানাই যে, এটা গত ০৪/৮/১৬ তারিখে অ্যাফিডেভিট করেছি। (C/116310)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স, অন্যান্য প্রমাণপত্রে পিতা ও পুত্রের নাম ভুল থাকায় বুনিয়াদপুর J.M. কোর্টে 30/1/25 তারিখে অ্যাফিডেভিট করে Monsur Rahaman, S/o. Bitharee Mahammad থেকে Mansur Rahaman, Bitharee Mahammad হইল। ধনাইপুর দঃদিঃ।

•

আমি Biswajit Karmakar পিতা Late Santosh Karmakar Balmiki Sarani, Surya Sen Colony, Block-'A' নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্ট-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা Biswajit Karmakar নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No, 92 AB 973693 Dt. 7.5.25 (Old Name) Bishwajit Karmakar ও (New Name) Biswajit Karmakar একই ব্যক্তি। (C/116402)

•

আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে পদবি ভুল থাকায় গত 2/4/2025 EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Anushka Bhattacharyay এবং Anushka Bhattacharjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। ঝিমলি ভট্টাচার্য্য, জলপাইগুড়ি। (C/115844)

•

আমি Ugyan Waiba পিতা মৃত: Bhim Bahadur Waiba গ্রাম ত্রিবেণী টোল, 1 নং রাস্তা, পোস্ট ও থানা : জয়গাঁও, জেলা - আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক আলিপুরদুয়ার কোর্ট দ্বারা Ugyen Waiba Tamang নামে পরিচিত হলাম যার অ্যাফিডেভিট নং 37AA425351 ইং 17/04/2025. Ugyen Waiba Tamang ও Ugyan Waiba একই ব্যক্তি। (C/116312)

•

I Meheboba Aziz, D/O Mohammed Mohsin Ali, W/O Azizul Haque, Residing at Mahananda para Govt. Saw Mill Road, Ward No. IV S.M.C. P/O Siliguri Bazar, P/S Siliguri, Darjeeling, WB, India henceforth be known as Mehebuba Ali as declared before the Notary Public Regd No. 093/2024 Vide affidavit No. 92 AB911849 on 23 April 2025, old name Meheboba Aziz & new name Mehebuba Ali both are same & identical person. (C/116412)

কাটিহার মণ্ডলে পিপি/কাভার শেডের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/২৫ অফ ২০২৫ তারিখ: ০২-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এডিইএন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার-কুমেদপুর খণ্ডের ০৩ টি এলএইচএস/আরইউবি (কেকে-১৮, কেকে-৯ এবং কেকে-১১) পিপি/কাভার শেডের নির্মাণ। টেন্ডার রাশি: ৫,৬০,৭৩,১৭০.২৭/- টাকা। বায়না রাশি: ৪,৩০,৪০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার মণ্ডলের উচ্চ টিভিইউ থাকা (> ২০,০০০) পাঁচটি মানবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং। টেন্ডার রাশি: ১,৯৩,৬৬,৯৭২.৯৬/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৪৬,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. : ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৭৮ তারিখ : ০৫.০৫.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর, ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), কর্তৃক প্রথাগত, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৭৮, কাজের নাম: পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনে বিভিন্ন স্টেশন, এলসিগেটসমূহ, ব্রিজসমূহ, সুইচিং সাব-স্টেশন ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকশন বণ্ডগুলির প্রতিস্থাপনের কাজ; টেন্ডার মূল্য : ৬৪,৭৩,৫০০.০০ টাকা; বায়না অর্থ (টাকায়) : ১,২৯,৫০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্য: শূন্য; ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময়: ১৬.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ৩০.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিসবোর্ড: www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই (টিআরডি)/ পূর্ব-রেলওয়ে/ এমএলডিটি/অফিস। টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। (MLD-47/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ নং : ২৪-এমএলডিটি-২৫-২৬ তারিখ : ০৬.০৫.২০২৫, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং : ২৪-এমএলডিটি-২৫ -২৬; কাজের নাম : "মালদা ডিভিসনের সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার- III -এর অধীনে বিআর. ১৮৪ আপ, ১৮৬ ডাউন, ১৯৫ ডাউন, ১৪১, ১৩৩, ১৪৪, ৩৯৭ আপ, ১৯ আপ, ১৫৩, ২০০, ২০৪, ২৩০-এর পার্শ্ব পাথওয়ে, বিআর. নং. ১৯ আপ, ৩৮ ডাউন, ৪১, ৩৮৩ডি, ৩৯৭ ডাউন, ৩৬৮ ডাউন, ৩৪০এ আপ, ১৩১, ১৮৫, ১৩৩ আপ, ১৪১ আপ এবং ১৩০-এ ম্যান রিফিউজ এবং গ্যাংওয়ে চেকারড প্লেট, বিআর নং. ১৯, ৩৯৭, ৩৩৩ আপ, ৩৩৬ আপ, ৩৬৮ ডাউন, ২০০, ২০৪, ২৩০ -এ পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম এবং বিআর নং. ১৮৫, ১৩১-তে বেড প্লেট"-এর কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ৭,২১,২০,০৩৯.১১ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৭.০৫. ২০২৫ তারিখ বিকেল ৩.৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/মালদা। (MLD-46/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জুন/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

জুন/২০২৫ মাসের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের এখতিয়ারের অধীনে রেলওয়ের বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি... এতদ্বারা নিম্নরূপ স্থির করা হল।

ক্রম নং.	মাস	নির্দিষ্ট তারিখ
১	জুন/২০২৫	তিনসুকিয়া ডিভিশনের জন্য ০৫-০৬-২০২৫, ১৭-০৬-২০২৫ এবং ২৪-০৬-২০২৫ জিএসডি/ডিব্রুগড় টাউন -এর জন্য ১১-০৬-২০২৫, ২০-০৬-২০২৫ এবং ২৭-০৬-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in)-এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি সিএমএম/ডি, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice

DDP/N-3/2025-26 & DDP/N-4/2025-26

e-Tenders for 25 (Twenty Five) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-3/2025-26 & DDP/N-4/2025-26 is 21.05.2025 at 13.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice

NIT No. DDP/N-2/2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-2/2025-26 Serial No- 1 to 8 regarding technical Specification (Tank Specification) of the work stated in the NIT DDP/N-2/2025-26 Serial No-1 to 8 of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad Details of corrigendum may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR,
POST. K K BARI, DIST. COOCH BEHAR-736179 (WB)
SCHOOL WEBSITE : https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR
Admission Notice No. 2 for Class XII, Science
Date : 07/05/2025

All concerned are informed that some seats are vacant in **class 12th Science** only for the children studying in **CBSE board** of parents belonging to service **category 1 and 2 (Central Government Employees)**. Interested and eligible candidates can submit their applications in the office between **10.00 am to 11.00 am** (except holidays) from **09/05/2025 to 15/05/2025**.

For more information please visit the school website- **https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in**

Principal

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল কথা

স্বরমী ভট্টাচার্য রাঁধবেন কমলা ফুলকপি এবং মজাদার ইলিশ। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ মান মর্যাদা, ১০.০০ বন্ধু, দুপুর ১.০০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.১৫ গ্যাঁড়াকল, সন্ধে ৭.১৫ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.১৫ ফাইটার : মারবো নয় মরবো, ১.০০ চিত্রাঙ্গদা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৩০ আমি যে কে তোমার, সন্ধে ৭.১০ অন্ধবিচার, রাত ১০.১৫ বরবাদ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ এক চিলতে সিঁদুর, দুপুর ১.৩০ জীবন যুদ্ধ, বিকেল ৪.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, রাত ১০.৩০ অভিমন্যু, ১.০০ সাঁঝবাতি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অশনি সংকেত

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্নেহের প্রতিদান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তুমি কত সুন্দর

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.১৬ হাঁ ম্যাঁয়নে ভি প্যার কিয়া, বিকেল ৪.৫২ ভাই মেরা বিগ ব্রাদার, সন্ধে ৭.৫৫ সিম্বা, রাত ১১.০৪ জিগরওয়ালা নম্বর ওয়ান

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১.৪৬ ফুকরে রিটার্নস, বিকেল ৪.৪০ শিবম, সন্ধে ৭.৩০ ভামাকালাপম, রাত ১০.১৮

স্টেট অফ সিজ : টেম্পল অ্যাটাক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ১০.৪৯ উড়তা পঞ্জাব, দুপুর ১.১৮ গল্লি বয়, বিকেল ৪.০০ কহানি-টু, সন্ধে ৬.১১ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, রাত ৯.০০ বাওয়াল, ১১.১৮ গুডবাই

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৪০ নন-স্টপ, ২.২৫ ড্রাগনবল, বিকেল ৩.৪৫ সাংহাই নুন, ৫.৩৫ কুং ফু যোগা, সন্ধে ৭.২০ এজেন্ট কোডি ব্যাঙ্কস-টু, রাত ১০.২০ রকি ব্যালবোয়া

বাওয়াল রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

ক্রিড বিকেল ৫.২১ মুভিজ নাউ

বন্ধু সকাল ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে সমস্যায়। নিজের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই। বৃষ : দাদার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনায় সমস্যা মিটবে। নিকট আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মিথুন : রাজনীতিবিদদের জন্যে আজ ভালো দিন। প্রেমের সঙ্গীকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে ফেলবেন। কর্কট : সর্দি ও জ্বরে ভুগে সমস্যায়। হিংস্র জন্তু থেকে সাবধান। সিংহ : বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কন্যা : বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আনন্দ। অন্যায় কাজে প্রতিবাদ করে কিছু সমস্যা। তুলা : নতুন কোনও ব্যবসার উদ্যোগ নিতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। বৃশ্চিক : বাড়ির কোনও সদস্যের জন্যে আর্থিক ব্যয় বাড়বে। বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ধনু : বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য। মকর : পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে বড় কোনও কাজ বন্ধ রাখতে হবে। প্রেমে শুভ। কুম্ভ : ব্যবসা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আনন্দ। মীন : কাউকে অহেতুক উপদেশ দিতে যাবেন না। পথে চলতে গিয়ে পায়ে আঘাত লাগতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ বৈশাখ, ৮ মে, ২০২৫, ২৪ বহাগ, সংবৎ ১১ বৈশাখ সুদি, ৯ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।৪। বৃহস্পতিবার, একাদশী দিবা ১।৫৩। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ১০।২৩। হর্ষণযোগ রাত্রি ৩।১৮। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৫৩ গতে ববকরণ রাত্রি ২।৪১ গতে বালবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।২৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১।৫৩ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১০।২৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১।৫৩ যাতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।৪৯ গতে ৬।৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৪ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ১২।৪১ গতে ১।৫৩ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপণ, দিবা ১২। ৪১ গতে ২। ৪৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন দ্বিরাগমন পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ বৃক্ষাধিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রণ কারখানারম্ভ, দিবা ১।৫৩ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট এবং দ্বাদশীর সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। বিশ্ব রেডক্রশ দিবস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪০ গতে ২। ৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN
One Year, One Goal, Victory in NEET
ALLEN NEET (UG) 2024 Results validated by
Official result validator
EY
Shape the future with confidence
PRE-MEDICAL
13 AIR 1
In last 15 years in pre-medical entrance
AIIMS (MBBS)
660
ALLENites out of 2207 in AIIMS (2024)
GMCs (MBBS)
10450+
ALLENites secured their seat in Govt. Medical Colleges (2024)
ALLEN
ALLEN Made it Possible - ALLENites Now in Govt. Medical Colleges (NEET-UG 2024)
Peehu Agrawal 1-year classroom AIR 289 KGMU, Lucknow Nepal
Arindam Dey 2-year classroom AIR 1728 AIIMS, Patna Siliguri, West Bengal
Tiyasha Paul 1-year classroom AIR 3531 Medical College, Kolkata South Dinajpur, W.B.
Prabhat Chaurasia 1-year classroom AIR 6524 IPGMER, Kolkata Darjeeling, W. B.
Tamanna Khadanga 1-year classroom AIR 8630 MKCG, Behrampur Darjeeling, W. B.
Sukaynna Mitra 1-year classroom AIR 17028 NBMCH, Siliguri Bikaner, Rajasthan
Snehal Suman 2-year classroom AIR 20468 NBMCH, Siliguri Siliguri, West Bengal
Prathna Singh 1-year classroom AIR 20814 CNMC, Kolkata Siliguri, West Bengal
Sneha Saha 1-year classroom AIR 24365 NBMCH, Siliguri Siliguri, West Bengal
Md Soban Hasan 1-year classroom AIR 24391 NBMCH, Siliguri Siliguri, West Bengal
Diwash Sharma 1-year classroom AIR 26030 NEIGRIHMS, Shilong Gangtok, Sikkim
Aniruddha Poddar 1-year classroom AIR 26398 IPGMER, Kolkata Jaipur, Rajasthan
Rishek Aich 1-year classroom AIR 26464 NBMCH, Siliguri Siliguri, West Bengal
Anish Kr. Sah 1-year classroom AIR 29722 SCCGMCH, Howrah Siliguri, West Bengal
Sayan Sarkar 1-year classroom AIR 32901 RPHGMCH, Birbhum Siliguri, West Bengal
Arnesh Bhattacharya 2-year classroom AIR 32967 GMCH, Jalpaiguri Siliguri, West Bengal
Radhika Agarwal 2-year classroom AIR 33768 MC&H, Malda Siliguri, West Bengal
Shabd Sharma 1-year classroom AIR 43962 SMU, Gangtok East Sikkim
Srijan Singh 1-year classroom AIR 47536 SMCW, Pune Siliguri, West Bengal
Shreyash Rai 1-year classroom AIR 47903 RGMC&H, Raiganj Kurseong, W.B.
Saswata Ghosh 1-year classroom AIR 48758 RGKMCH, Kolkata Jalpaiguri, W.B.
Dishani Som 1-year classroom AIR 51575 SMC, Govindpur Siliguri, West Bengal
Paulomi Das 1-year classroom AIR 75098 RGKMCH, Kolkata Siliguri, West Bengal
Ifra Shams 1-year classroom AIR 77473 KPCMCH, Kolkata Siliguri, West Bengal
and many more...
ADMISSIONS OPEN AT SILIGURI
NEET (UG) | JEE (Main+Adv.) | Olympiads | Class 7th to 12th & 12th Pass
NEW BATCHES FROM 14 MAY ONWARDS
For test dates & course start dates visit website or nearest center.
SIGN-UP FOR
ASAT
(Scholarship Test)
TEST DATES:
11 & 18 MAY 2025
GET UP TO 90 % SCHOLARSHIP*
For direct admission — visit your nearest ALLEN center.
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
ALLEN Siliguri Center
95137 84242
allen.ac.in/siliguri
ALLEN Kota Center
0744-3556677
allen.ac.in
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation,

এনবিএসটিসি'র অধিকাংশ উদ্যোগ বিশবাঁও জলে, থমকে প্রকল্প

চেয়ারম্যানের আশ্বাসই সার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ মে : কর্মীসংকট সমস্যার সমাধানে বারবার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে, প্রতিবারই তাঁর কাছ থেকে মিলেছে প্রতিশ্রুতি। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে (এনবিএসটিসি) আর্থিকভাবে সচ্ছল করে তুলতে নানা উদ্যোগের কথাও তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে একাধিকবার। যার অধিকাংশই চলে গিয়েছে বিশবাঁও জলে। কয়েকটি প্রকল্প তো শুরু হয়েই থমকে গিয়েছে। ফলে এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এনবিএসটিসি'র বর্তমান অবস্থা নিয়ে তাই তাঁর এবং রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করছে বিরোধীরাও। শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলছেন, 'আসলে সরকারের কাছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম খরচার খাতায় রয়েছে।' এমন পরিস্থিতির জন্য অবশ্য সাধারণ মানুষের ওপর অনেকটা দায় চাপাচ্ছেন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম। তিনি বলছেন, 'নতুন কিছু উদ্যোগ পরীক্ষামূলকভাবে নেওয়া হয়েছিল। তবে সাধারণ মানুষের সাড়া পাইনি। সেকারণে উদ্যোগ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। সাধারণ মানুষকেও এব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।'

উঠছে প্রশ্ন

- প্রতিবার এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যানের কাছ থেকে মিলেছে প্রতিশ্রুতি
- এনবিএসটিসি-কে আর্থিকভাবে সচ্ছল করে তুলতে নানা উদ্যোগের কথাও তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে একাধিকবার
- যার অধিকাংশ চলে গিয়েছে বিশবাঁও জলে
- কয়েকটি প্রকল্প শুরু হয়ে থমকে গিয়েছে

আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি কর্মী নিয়োগ হবে এবং অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারব।

-পার্থপ্রতিম রায়
চেয়ারম্যান, এনবিএসটিসি

কিছুতেই যেন সময়ের সঙ্গে পথ চলতে পারছে না এনবিএসটিসি। তবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে নারাজ কর্তারা। যেমন চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার সিংহভাগই বাস্তবের মুখ দেখেনি। যেমন, তিনবাত্তি বাস টার্মিনাস। শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে বাস টার্মিনাসটি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু ছয় মাস হওয়ার আগেই এখন সেখানে তালা ঝুলছে। একইরকমভাবে কয়েক বছরের ব্যবধানে ঢাকঢোল পিটিয়ে চালু করা এনজেপি স্টেশন থেকে লোকাল রুটে বাস পরিষেবা এখন থমকে। তাঁর যুক্তি, 'এনজেপি থেকে লোকাল রুটের বাসগুলোতে যাত্রী হচ্ছিল না। কতদিন আর তেলের টাকা পুড়িয়ে বাস চালাব?' মাল্লাগুড়ির হিমুল ক্যাটেল ফিল্ডকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাসের পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। একাধিক সময় সেই পরিকল্পনার কথা সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু কিছুই হয়নি। শিলিগুড়ি-রাঁচি পরিষেবা নতুন করে চালুর পরিকল্পনা করা হলেও, ওই বাসের চাকা এখনও গড়ায়নি। একই কথা বলা যায়, শিলিগুড়ি-ঢাকা বাস পরিষেবা নিয়েও।

আরজি কর কাণ্ডের পর শিলিগুড়ি থেকেও লেডিজ স্পেশাল বাস চালানোর কথা ঘোষণা করেছিল পরিবহণ সংস্থাটি। কবে চালু হবে কেউ জানেন না। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে এই পরিষেবা যে রয়েছে, তা অবশ্য তুলে ধরছেন এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান। নতুন করে কর্মীসংকট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়ে পার্থপ্রতিম বলছেন, 'আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি কর্মী নিয়োগ হবে এবং অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারব।'

নাগরাকাটার খুনিয়া মোড় থেকে নকশাল পর্যন্ত রাস্তার উদ্বোধন হল। বুধবার।

রাস্তার উদ্বোধন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ মে : যুদ্ধের আবহে ভুটান সীমান্ত ও সম্ভাব্য সিকিমগামী রাস্তা খুলে গেল। বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের (বিআরও) তরফে নির্মিত রাস্তাটির কাজ শেষ। বুধবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নাগরাকাটার খুনিয়া মোড় থেকে নকশাল পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার রাস্তাটির উদ্বোধন করেন। এদিন বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের ৬৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় নির্মিত রাস্তা, সেতু সহ আরও নানা ধরনের ৫০টি পরিকাঠামো রাজনাথ দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। খুনিয়া মোড়ের রাস্তাটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ওই এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার গভীর রাতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমরা বেছে বেছে কেবল তাদের ওপর হামলা চালিয়েছি যারা বর্বরোচিতভাবে নিরীহ পর্যটকদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। পাকিস্তানের একজন সাধারণ মানুষ বা সেদেশের সেনার ওপর আমরা আঘাত করিনি। আমাদের সেনা যেভাবে শুধু লক্ষ্যকে নিশানা করে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও মানবিকতা দেখিয়েছে তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।'

বিআরও সূত্রে খবর, খুনিয়া মোড় থেকে বিন্দু ব্যারেজ পর্যন্ত মোট ৩৬ কিলোমিটার ঝাঁ চকচকে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। তার মধ্যে এদিন প্রথম পর্যায়ে কাজ শেষ হওয়া ১২ কিলোমিটার রাস্তার উদ্বোধন হল।

আমরা বেছে বেছে কেবল তাদের ওপর হামলা চালিয়েছি যারা বর্বরোচিতভাবে নিরীহ পর্যটকদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। পাকিস্তানের একজন সাধারণ মানুষ বা সেদেশের সেনার ওপর আমরা আঘাত করিনি। আমাদের সেনা যেভাবে শুধু লক্ষ্যকে নিশানা করে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও মানবিকতা দেখিয়েছে তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

-রাজনাথ সিং, *প্রতিরক্ষামন্ত্রী*

দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। সেটির ৯০ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। বাকি অংশের জন্য বন দপ্তরের এনওসি মিললেই কাজ শুরু হবে। পরে বিন্দু ব্যারেজে একটি সেতু তৈরি করে রাস্তাটিকে ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিআরও-র উত্তর-পূর্ব সিকিম ও উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সুনীল কুমারের বক্তব্য, 'প্রতিরক্ষামন্ত্রকের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে দেশের প্রতিটি প্রান্তের সঙ্গে উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর।' এছাড়া চিন সীমান্তে সিকিমের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে একটি ৬৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা বিআরও-র আছে। এজন্য ইতিমধ্যে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট প্রতিরক্ষামন্ত্রকের কাছে জমা পড়েছে। সিকিমের রংলি-হাতিচেরা-জলং হয়ে পরিকল্পিত রাস্তাটি এদিনের উদ্বোধন হওয়া রাস্তায় ঝালংয়ে এসে মিশবে। সেক্ষেত্রে সীমা সুরক্ষার পাশাপাশি সিকিম যাওয়ার একটি বিকল্প রুটও তৈরি হবে। ধসপ্রবণ ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর চাপ কমবে।

এদিন খুনিয়া মোড়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ বিআরও-র শীর্ষ আধিকারিকরা ফলক উন্মোচন করেন। মনোজের কথায়, 'শুধু প্রতিরক্ষার দিক থেকে নয়। সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে যাওয়ার পর এই পথ পর্যটনেও নয়া দিশা দেখাবে। কর্মসংস্থানের নানা উপায় তৈরি হবে।' এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বিআরও-র হলিবল্লভ ভট, আজিজ লস্কর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিধান মার্কেটে অবৈধ নির্মাণ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ মে : বিধান মার্কেটে ঢোকার মুখেই বিদ্যুতের খুঁটি ঘেঁষে অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছে রেস্তোরাঁ। ওই রেস্তোরাঁতে প্রকাশ্যেই রান্নার গ্যাস জ্বালিয়ে তৈরি হচ্ছে খাবার। পাশেই ঝুলছে কাপড়ের দোকানের সামগ্রী। আইনকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওই এলাকায় অবৈধভাবে জামাকাপড়ের দোকানকে রেস্তোরাঁয় রূপান্তরিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। দোকান মালিকের দাবি, 'কারও থেকে কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। মার্কেট কমিটিকেই আমি সব জানিয়েছি। আমার দোকানের বিষয়ে যা বলার মার্কেট কমিটি বলতে পারবে।'

এমনকি ওই এলাকা শিলিগুড়ি পুরনিগমের নয়, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্তর্গত সেটাও জানিয়েছেন দোকান মালিক। তাই পুরনিগমের অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই বলে দাবি করেছেন তিনি। এদিকে, ওই দোকান তৈরি হওয়ায় আশপাশের বেশ কিছু ব্যবসায়ী আতঙ্কে ভুগছেন। যে কোনওদিন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে আশপাশের অন্তত ১০টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। আবার বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে টিনের কাঠামো তৈরি করায় কোনও কারণে শর্টসার্কিট হলে বড় দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। কিন্তু সব কিছু নিয়েই 'ডোন্ট কেয়ার' মনোভাব দোকান মালিক শুভম চক্রবর্তীর। তাঁর বক্তব্য, 'আমার দোকান আমি বানিয়েছি। এতে কারও কোনও অনুমতি নিতে হয় বলে আমি মনে করি না। আর যা বলার ব্যবসায়ী সমিতি বলবে।' ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাপি সাহার কথায়, 'ওই দোকান আগে থেকেই ছিল। বিদ্যুতের খুঁটির নীচের তারে সংযোগ নেই। ওপরের দিকে তারে সংযোগ রয়েছে।' এই ব্যাপারে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে ঢোকার মুখেই ওই কাপড়ের দোকানে প্রথমে নীচের অংশ বদলে ফেলা হয়। দিনরাত কাজ করে নীচে রেস্তোরাঁ খোলা হয়। ওই জায়গা তৈরির জন্যে বিদ্যুতের খুঁটিকেও দখল করে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এর আগে একাধিকবার বিধান মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এরপরেও ব্যবসায়ীরা কেন শিক্ষা নিচ্ছেন না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশাসনই বা কেন পদক্ষেপ করছে না তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ

অপসারণ অবৈধ, থানায় অধ্যক্ষ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ মে : অধ্যক্ষের অপসারণ নিয়ে সরগরম শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ। মঙ্গলবার রাতে কলেজে পরিচালন সমিতির বৈঠকে অধ্যক্ষ শ্যামলচন্দ্র সরকারকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর সেই রাতেই অধ্যক্ষ কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শুক্লা ঘোষ ও সমিতির সরকার মনোনীত প্রতিনিধি বিপ্লব নার্জিনারির বিরুদ্ধে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

শ্যামলের অভিযোগ, পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সরকার মনোনীত সদস্য জোর করে তাঁর কাছ থেকে কলেজের আলমারির চাবি নিয়ে নেন। ওই আলমারিতে কলেজের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নথি ও বেশ কয়েকটি রেজোলিউশন রয়েছে। তাঁর আশঙ্কা, ওই নথি ও রেজোলিউশন নষ্ট করে দেওয়া হতে পারে। অভিযোগপত্রে তিনি আরও উল্লেখ করেন, এর আগেও তাঁকে পুরোনো কলেজে ফিরে যেতে বলা হয়েছে ও কলেজে ঢুকতে না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। শ্যামল বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে আমি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। নিজেকে অসুরক্ষিত মনে হচ্ছে।'

যদিও কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শুক্লা ঘোষের দাবি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁর কথায়, 'অধ্যক্ষের কাছ থেকে জোর করে চাবি নেওয়া হয়নি। কোনও হুমকিও দেওয়া হয়নি। তিনি পরিচালন সমিতিকে অন্ধকারে রেখে সব কাজ করতেন।'

মঙ্গলবার পরিচালন সমিতির বৈঠক থেকে যে নাটক শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত থাকে বুধবার সকালেও। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ শ্যামল কলেজে আসেন। ঢুকেই দেখেন, তাঁর ঘরের সামনে বেশ কয়েকজন পথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি আর নিজের ঘরে ঢোকেননি। সময় কাটিয়েছেন স্টাফ রুমেই। ঘণ্টা দুয়েক কলেজে থাকার পর চলে যান। তার মধ্যে ১১টা নাগাদ মেলে তাঁকে অপসারণের চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কলেজে এলেও নিজের ঘরে ঢুকতে পারলেন না অধ্যক্ষ। বুধবার।

অভিযোগ

- পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সরকার মনোনীত সদস্য জোর করে শ্যামলের কাছ থেকে কলেজের আলমারির চাবি নিয়ে নেন
- আলমারিতে কলেজের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নথি ও বেশ কয়েকটি রেজোলিউশন রয়েছে
- আশঙ্কা, ওই নথি ও রেজোলিউশন নষ্ট করে দেওয়া হতে পারে
- এর আগেও তাঁকে কলেজে ঢুকতে না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে

এদিন কলেজের আরেক অধ্যাপক স্মৃতিকান্ত বর্মনকে টিআইসি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। শ্যামল বলেন, 'এই পদ থেকে আমাকে গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট ও সরকার মনোনীত সদস্য অনৈতিকভাবে সরিয়েছে। আরও কয়েকজন অধ্যাপক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওই অধ্যাপকদের একাংশ নিজেদের কাজে ফাঁকি দিতেন। পরিচালন সমিতি আমার কাছে একগুচ্ছ প্রশ্ন রেখেছিলেন। তার লিখিত উত্তর দিয়েছি।' শ্যামলের প্রশ্ন, 'তা সত্ত্বেও কোনও আলোচনা ছাড়া আমাকে কলেজে অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে?'

আর মঙ্গলবারের বৈঠক নিয়ে শুক্লার দাবি, 'বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিচালন সমিতির সভাপতি জরুরি বৈঠক ডাকতে পারেন। অধ্যক্ষকে অপসারণের চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা তিনি গ্রহণ করতে রাজি হননি।' আবার অধ্যক্ষের পালটা দাবি, তাঁর মতামত (নোট অফ ডিসেন্ট) না নিয়েই জোর করে অপসারণের চিঠি দেওয়া হচ্ছিল। অপসারণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট নিয়মাবলি ও প্রথা মানা হয়নি।

শ্যামলের সমর্থনেই কথা বলছেন অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের আলিপুরদুয়ার জেলার সম্পাদক অমিতাভ রায়। তাঁর বক্তব্য, 'এদিন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে স্মারকলিপি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছি। এভাবে অপসারণ সম্পূর্ণ অবৈধ।'

কলেজের অধ্যাপকদের একটা বড় অংশ অধ্যক্ষের এই অপসারণ পদ্ধতি মেনে নিতে পারেননি। কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক অভিজিৎ সরকারের মন্তব্য, 'অধ্যাপকরা মিলে পরিচালন সমিতির কাছে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছিলাম। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করছি।'

গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার স্বপ্ন দেবৌষ্ণিকের

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৭ মে : শুরুটা আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাড়ির সন্তানের মতোই নিছক মনঃসংযোগ বাড়াতে। কিন্তু ধীরে ধীরে যে সেই খেলাকেই এভাবে ভালোবেসে ফেলবে সেটি হয়তো নিজেও বোঝেনি। কিন্তু এখন তার লক্ষ্য একদম স্থির, উত্তরবঙ্গের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়া। আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা দেবৌষ্ণিক দে। আর সে একেবারে সঠিক দিশায় চলছে তাঁর প্রমাণ আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁর সাম্প্রতিক ফলাফল।

গত এপ্রিল মাসের ৯ থেকে ১৫ এপ্রিল আইসল্যান্ডের রেইক্যাভিক শহরে রেইক্যাভিক ওপেন ২০২৫ চেস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশ নিয়ে ১০৬ প্লাস রেটিং পেয়েছে সে। এরপর ১৭-২১ এপ্রিল জার্মানির কার্লসরুহে অনুষ্ঠিত গ্রেনকে ওপেন চেস চ্যাম্পিয়নশিপে আরও ৬৩ রেটিং পাওয়ায় তার রেটিং হয় ১৬৯ প্লাস। এরপরেই ২৬ এপ্রিল- ৩ মে ইতালিতে ছিল সার্ডিনিয়া ওপেন চেস চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানেও অংশ নিয়ে আরও ৬৫ রেটিং পাওয়ায় সবমিলিয়ে সে রেটিং পায় ২৩৪। আর এই তিনটি প্রতিযোগিতার পর তাঁর ওয়ার্ল্ড রেটিং বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২২৭২-এ। যা আগে আগে ছিল ২০৩৮। এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আজই আলিপুরদুয়ারে ফিরেছে সে। দেবৌষ্ণিকের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া শহরে। দেবৌষ্ণিক জানায়, এই তিনটি টুর্নামেন্টের জন্য সে নিজেকে শারীরিক এবং মানসিক দু'ক্ষেত্রেই কঠিনভাবে প্রস্তুত করেছিল।

দাবা শেখা শুরু ২০১৭ সালে। ২০২২ সালে প্রথম পেশাদারি দাবা খেলা শুরু। এছাড়া এর আগে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও ২০২৪ সালে আবু ধাবি চেস ফেস্টিভালে অংশ নিয়ে সে দ্বিতীয় হয়েছিল। দেবৌষ্ণিক বর্তমানে ওপেন স্কুলে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া।

বাবা সবুজকান্তি এবং মা সঞ্চিতা ছেলের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি। সবুজকান্তি বলেন, 'ওর সাফল্যের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত, আমরা সবসময় ওঁর পাশে রয়েছি।' আলিপুরদুয়ার জেলা দাবা সংস্থার মেন্টর মৃণাল ঘোষের মতে, দেবৌষ্ণিক তাঁদের গর্ব। ওকে দেখে অনেকে দাবা খেলায় উদ্বুদ্ধ হবে বলে তিনি মনে করেন।

নেপালিমাধ্যমে রাজ্যসেরা গীতাঞ্জলি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৭ মে : উচ্চমাধ্যমিকে নেপালিমাধ্যমে রাজ্যে প্রথম হয়েও আক্ষেপ যেন মিটল না গীতাঞ্জলি ছেত্রীর। ৯৫ শতাংশ নম্বর পাওয়ার টার্গেট ছিল তার। পরীক্ষা শেষে নিজের ডায়েরিতে সেই নম্বর লিখেও রেখেছিল। কিন্তু ফল প্রকাশ হতেই দেখা যায়, ৯৩.৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। যদিও উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে নেপালিমাধ্যমে তার নম্বরই সর্বোচ্চ। তবু প্রথম হয়েও টার্গেট পূরণ না হওয়ায় মন খারাপ এই মেধাবী ছাত্রীর।

কালিম্পংয়ের ছয় মাইলের বাসিন্দা গীতাঞ্জলির সাফল্যে খুশি পরিবার থেকে স্কুল। গীতাঞ্জলি কালিম্পংয়ের স্কটিশ ইউনিভার্সিটিস মিশন ইনস্টিটিউশন (সুমি)-এর কমার্স বিভাগের ছাত্রী। সিইউইটি(ইউজি) পরীক্ষা দিয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে রয়েছে তার। গীতাঞ্জলির প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৯। নেপালিতে ৯৯, ইংরেজিতে ৯৫, অ্যাকাউন্টেন্সিতে ৮৮, অর্থনীতিতে ৯৫, কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশনে ৯২ নম্বর পেয়েছে সে।

গীতাঞ্জলি ছেত্রী

ছোট থেকেই পড়াশোনায় কোনও খামতি রাখতে চায়নি গীতাঞ্জলি। গীতাঞ্জলির কথায়, 'পড়াশোনার কোনও শর্টকাট উপায় নেই। ভালো ফল করতে হলে নিয়মিত পড়াশোনা করতেই হবে। তবে প্রথম হলেও মনের মতো নম্বর না পাওয়ায় আক্ষেপ থেকে গেল।' মেয়ের সাফল্যে খুশি গীতাঞ্জলির বাবা রামজি ছেত্রী ও মা দেবকুমারী ছেত্রী।

সামনেই সিইউইটি(ইউজি) পরীক্ষা। তাই এখন সেদিকেই মন দিতে চায় এই মেধাবী ছাত্রী। তার কথায়, 'আমার একটা টার্গেট পূরণ হয়নি। কিন্তু আমি ভেঙে পড়ব না। বরং সিইউইটি দিয়ে যাতে ভালো র‍্যাংক করে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্স নিয়ে পড়তে পারি, সেটাই এখন আমার লক্ষ্য। ভবিষ্যতে ব্যাংকে চাকরি করার ইচ্ছে রয়েছে।'

বুধবার উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতেই খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ে। চলতি বছর নেপালিমাধ্যমে ৭৮১২ জন পরীক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে। তার মধ্যে পাশ করেছে ৭২৮০ জন। গীতাঞ্জলির খবর শুনে সুমি-র প্রিন্সিপাল পলডেন লেপচা বলেন, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদের মাধ্যমেই প্রথম গীতাঞ্জলির সাফল্যের কথা জানতে পেরেছি। স্কুলের সার্বিক ফলাফল ভালো হয়েছে।'

'অপারেশন সিঁদুর'-এর উল্লাসের আঁচ অনুভূত হয়েছে কোচবিহারে। বেশ কিছু জায়গায় আতশবাজি পুড়িয়ে আনন্দে মাততে দেখা গিয়েছে। এদিকে, শত্রুপক্ষকে নিকেশ করতে পাক সীমান্তে যাঁরা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁদের পরিজনের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

অভিযানে খুশি বিপ্লবীদের পরিবার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ মে : পাকিস্তানি জঙ্গি ঘাঁটিতে ভারতীয় সেনার ক্ষেপণাস্ত্র হানার পর গোটা দেশই খুশিতে মেতেছে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর উল্লাসের আঁচ দেখা গিয়েছে কোচবিহারেও। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। বেশ কিছু জায়গায় আতশবাজি ফাটিয়ে আনন্দে মাততে দেখা গিয়েছে। পহলগামে নিহতদের আত্মা শান্তি পেল বলেই মত তাঁদের।

কোচবিহারে স্বাধীনতা সংগ্রামীর বেশ কিছু পরিবার রয়েছে। এমনই এক পরিবারের প্রবীণ সদস্য অলোক গুহ'র কথায়, 'ভারতীয় সেনার জন্য গর্ববোধ হচ্ছে। পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে ভালো বিষয় যে এই অভিযানে সাধারণ মানুষের কোনও ক্ষতি হয়নি। ভারতীয় সেনারা পারদর্শিতার নির্দশন রাখল। আমি ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী। তবে জঙ্গি নিধনে ভারতের এরকম অভিযান বারবার করা উচিত।'

কোচবিহারে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা নিয়ে উল্লাস।

অলোকের সুরে সুর মিলিয়েছেন আরও এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের সদস্য শুভাশিস দাস। দিনহাটার বাসিন্দা শুভাশিস উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'সকাল থেকেই মনটা বেশ উৎফুল্ল। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অভিযান খুব প্রয়োজন ছিল। জঙ্গিদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ায় ভারতীয় সেনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

বুধবার সকাল থেকেই সর্বত্র একই চর্চা। ভারতের প্রত্যাঘাত। চায়ের দোকান থেকে পাড়ার মোড়ের আড্ডা, সবেতেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ভারতীয় সেনারাই। দুপুরের দিকে কোচবিহার শহরের ব্যাংচাতরা রোডের পাশে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন দলীয় কর্মীরা। জাতীয় পতাকা নিয়ে উল্লাসের পাশাপাশি একে অপরকে আবিরে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। আতশবাজি ফাটানো হয়েছে। ভারতীয় সেনার সাফল্যে উল্লাস প্রকাশ করা হয়। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর বক্তব্য, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দিয়েছে। সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

সাধারণ মানুষের মধ্যেও ভারতীয় সেনার পাক জঙ্গি ঘাঁটিতে গভীর রাতের অভিযান নিয়ে চরম উদ্দীপনা লক্ষ করা গিয়েছে। পেশায় আইনজীবী রঞ্জিত ভট্টাচার্য বললেন, 'ভারতবাসী হিসেবে অত্যন্ত আনন্দিত। পাকিস্তান যে জঙ্গিদের মদত দেয় তা বারবার প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। আমি চাই পাকিস্তানে থাকা সমস্ত জঙ্গিঘাঁটি এভাবেই ধ্বংস করে দিক ভারতীয় বীর সেনারা।'

ভারতের প্রত্যাঘাতে শিক্ষা নিয়ে পাকিস্তান শুধরে যাবে, নাকি আগামীতে সত্যি সত্যিই যুদ্ধ শুরু হবে তা সময়ই বলবে। তবে ভারতীয় সেনাদের তরফে পাকিস্তানকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার রেশে উল্লসিত কোচবিহার।

স্বামী, ছেলের চিন্তায় পরিজন

শুভজিৎ দত্ত ও সপ্তর্ষি সরকার

নাগরাকাটা ও ধূপগুড়ি, ৭ মে : সিঁথির সিঁদুর যারা মুছেছিল পালটা আঘাতে তাঁদের খানখান করে দিয়েছে অদম্য ভারতীয় সেনা। যদিও শত্রুপক্ষকে নিকেশ করতে পাক সীমান্তে যাঁরা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁদের পরিজনের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

যেমন ধূপগুড়ি শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাপসী চৌধুরীর কথাই বলা যাক। স্বামী অমিত চৌধুরী বিএসএফের সাব-ইনস্পেকটর হিসেবে কর্মরত। বর্তমানে তিনি পঞ্জাবের অমৃতসরের কাছে ভারত-পাক সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত। যুদ্ধের সম্ভাবনায় তাপসী সিঁদুরে মেঘ দেখছেন।

দু'দেশের সাম্প্রতিক উত্তেজনায় স্বামীর সঙ্গে আগের মতো মোবাইলে নিয়মিত কথা হয় না। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর বুধবার ভোরে এক দফা কথা হয়েছে। উদ্বেগে দিন কাটানো তাপসীর কথায়, 'ওপার থেকে যখন-তখন বুলেট ছুটে আসছে। সবসময় বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও বিশেষ টুপি পরে ওঁদের ডিউটি করতে হচ্ছে। আমরা চাই সীমান্তে উত্তেজনা কমে স্থিতাবস্থা ফিরে আসুক।'

নিজে যখন যুদ্ধের ময়দানে থাকতাম তখন পরোয়া ছিল না। ছেলে তো! তাই হাজার দুশ্চিন্তা মাথাচাড়া দেয়। তবে অপারেশন সিঁদুর অত্যন্ত জরুরি ছিল। দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাস বলছে আমরা কোনওদিন প্রথম হামলা করিনি। যারা আমাদের বিপন্ন করে তুলতে চেয়েছে তাদের আমরা রেয়াত করি না।

অমরজিৎ সিং চৌহান
অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক

ধূপগুড়ির অলোক দাস ভারতীয় সেনার টেলিকমিউনিকেশন বিভাগে কর্মরত। বাবা অমিয়কুমার দাস টিভির পর্দায় নিয়মিত চোখ রাখছেন। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ছেন। ঘরের ছেলে এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছে তা তিনি জানেন না। সারাদিনে একবার কথা হবে এমন নিশ্চয়তা নেই।

যুদ্ধ সম্ভাবনার কথা শুনলে বছর বাষট্টির ওই প্রবীণের চোখেমুখে অস্বস্তি ফুটে উঠছে। তিনি বলেন, 'গত মার্চে এখান থেকে জম্মু গিয়েছিল। কয়েকদিন আগেও ওখানে পোস্টেড ছিল। এখন কোথায় আছে তা জানায়নি। খুব সামান্য সময়ের জন্য ফোন করছে। গলা শুনে বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতি ঠিক নেই।' তাঁর সংযোজন, 'আমিও চাই দেশের প্রতিটি শত্রুর নিকেশ হোক। তবে সন্তানস্নেহ ভুলি কী করে!'

একই রকম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন চালসার মঙ্গলবাড়ির মেজর অমরজিৎ সিং চৌহান। অবসরপ্রাপ্ত ওই সেনা আধিকারিকের পুত্রও মেজর পদে সেনাবাহিনীতে কর্মরত। কয়েক মাসের মধ্যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হবেন।

অমরজিতের বক্তব্য, 'নিজে যখন যুদ্ধের ময়দানে থাকতাম তখন পরোয়া ছিল না। ছেলে তো! তাই হাজার দুশ্চিন্তা মাথাচাড়া দেয়। তবে অপারেশন সিঁদুর অত্যন্ত জরুরি ছিল। দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাস বলছে আমরা কোনওদিন প্রথম হামলা করিনি। যারা আমাদের বিপন্ন করে তুলতে চেয়েছে তাদের আমরা রেয়াত করি না।'

১৯৭১-এর লাঙ্গেওয়ালার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি কালজয়ী সিনেমা বর্ডারের কাহিনী এখনও সবার মুখে মুখে। সেলুলয়েডের বাস্তবধর্মী ওই সব আখ্যানের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেটাও অনেকে মনে মনে চাইছেন।

বেহাল কালভার্টে বিপদ দুয়াইসুয়াইয়ে

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৭ মে : ছোট্ট নালার ওপর একটি বেহাল কালভার্ট। এই কালভার্ট পারাপারেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দুয়াইসুয়াই এলাকায়। কালভার্টের অবস্থা নিয়ে স্থানীয়দের আরও অনেকেই ক্ষুব্ধ। দ্রুত কালভার্টটি সংস্কারের দাবিও জোরালো হয়ে উঠছে।

বছর ৫০-এর ডালিম বর্মন গাদলেরকুঠির দিক থেকে ওই পথে সাইকেল চালিয়ে পরিচিত একজনের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কালভার্টের ভয়ানক পরিস্থিতি দেখে আঁতকে ওঠেন তিনি। কালভার্ট পেরোনোর সাহস পাননি ডালিম, বাধ্য হয়ে সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'এ তো কালভার্ট নয়, যেন মরণফাঁদ। কালভার্টের এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি এর আগে দেখিনি।' বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাধনা বর্মন মানছেন কালভার্টটির বেহাল অবস্থা নিয়ে এলাকাবাসীর ক্ষোভ রয়েছে, তিনি বলেন, 'বিষয়টি নজরে আছে। দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

অনেক আগেই ওপরের মাটি ধসে গিয়ে কালভার্টে বড় বড় গর্ত দেখা দিয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে কংক্রিটের পাইপ। স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে কয়েক মাস আগে কালভার্টের একপাশে পাইপের ওপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেই সাঁকোটির অবস্থাও ভালো নয়। সাইকেল, বাইক নিয়ে যাতায়াতও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবুও প্রতিদিন প্রচুর মানুষ ওই পথে যাতায়াত করেন।কালভার্ট সংস্কারে স্থানীয় প্রশাসনের কোনও হেলদোল না থাকায় এলাকায় ক্রমশ ক্ষোভের পারদ চড়ছে। তবে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা জগন্নাথ বর্মন বলেন, বর্ষায় নালার জল ফুলেফেঁপে উঠলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যাবে। তখন কেউ হেঁটেও কালভার্ট পারাপারের সাহস দেখান না। ক্ষিতীশ বর্মন সহ স্থানীয়দের আরও অনেকেরই দাবি, কালভার্টটি সংস্কার করা হলে প্রচুর মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। দ্রুত কালভার্টটি সংস্কার করা প্রশাসনের উচিত।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জলাভূমিতে মাখনা চাষ।। মালদা জেলার চেঁচাইচণ্ডী গ্রামে ছবিটি তুলেছেন দুর্জয় বর্মন।

নিয়মের জালে আটকে কৃষক সম্মান নিধি

জাকির হোসেন

কোচবিহার, ৭ মে : কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি যোজনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বহু কৃষক। কেন্দ্রের নিয়মের গেরোয় কোচবিহার জেলার অসংখ্য কৃষক প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি যোজনায় আবেদন জানাতে পারছেন না বলে জানা গিয়েছে। ফলে ওই প্রান্তিক কৃষকরা আর্থিক অনটনের শিকার।

কেন্দ্রীয় সরকারি যোজনা থেকে কোচবিহার জেলার বাসিন্দা বহু কৃষক বঞ্চিত হলেও রাজ্য সরকারের চালু করা কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন প্রায় ৪ লক্ষ ৩০ হাজার কৃষক। প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন প্রায় অর্ধেক সংখ্যক কৃষক। ২ লক্ষ ৫২ হাজার। অথচ রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চালু উভয় প্রকল্পের সুবিধা পেলে প্রান্তিক কৃষকরা উপকৃত হতেন। জেলা কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর অফ অ্যাগ্রিকালচার (প্রশাসন) অসিতবরণ মণ্ডল বললেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের ওই নির্দেশিকা মেনে চলতে গিয়ে আবেদনকারী সমস্ত কৃষককে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতাভুক্ত করতে পারছি না।'

কৃষি দপ্তরের কর্তাদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিমন্ত্রকের নির্দেশিকায় প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি যোজনার সুবিধা পেতে হলে কৃষকদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারির আগে যে সমস্ত কৃষকের খতিয়ান কম্পিউটারে রেকর্ড করা হয়েছে, অন্যান্য যোগ্যতামান পূরণ হলে এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন তাঁরা। ২০১৯ সালের পরে খতিয়ানভুক্ত কৃষকরা কেন্দ্রীয় সরকারি যোজনার সুবিধা পেতে আবেদন করতে পারবেন না।

বাধা যেখানে

প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি যোজনায় বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা পাবেন প্রান্তিক কৃষকরা

এর জন্য ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারির আগে কম্পিউটারে খতিয়ান রেকর্ড থাকতে হবে

২০১৯ সালের পরে খতিয়ানভুক্ত কৃষকরা এই যোজনার সুবিধা পাবেন না

কোচবিহারের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া কেন্দ্রের এই প্রকল্পকে ভাঁওতা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, 'রাজ্য সরকার প্রান্তিক কৃষকদের পাশে থাকলেও কেন্দ্রের চালু নিয়মকানুনের জটিলতার জেরে কৃষক সম্মান নিধি যোজনায় প্রান্তিক কৃষকরা সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন না।'

প্রান্তিক চাষিদের হাতে নগদ অর্থ পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি যোজনায় বাৎসরিক ৩ দফায় মোট ৬ হাজার টাকা প্রান্তিক কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেয়। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধু প্রকল্পে আর্থিক সুবিধা পেতে কৃষকরা আবেদন করতে পারবেন। এক একর অথবা তার চেয়ে বেশি চাষের জমি থাকলে রাজ্য সরকার বছরে দুটি কিস্তিতে মোট ১০ হাজার টাকা সহায়তা করছে। জমি এক একরের কম হলে দুটি কিস্তিতে মোট ৪ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করা হবে।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বাসিন্দা জমিলা বেওয়া নামে এক কৃষকের আক্ষেপ, 'কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছি। তবে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির টাকা পাইনি। পেলে সুবিধা হত।'

পাশের হারে পিছিয়ে কোচবিহার

রাজ্যে ২২তম জেলা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৭ মে : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বুধবার ঘোষণা করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবারের মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে কোচবিহার জেলার ছয়জন পরীক্ষার্থী। এদিকে, পাশের হারের দিক দিয়ে রাজ্যের অন্যান্য জেলার থেকে অনেকটাই পিছিয়ে কোচবিহার। রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার ৯০.৭৯ শতাংশ। সেখানে কোচবিহার জেলায় পাশের হার মাত্র ৮৬.৩০ শতাংশ।

গোটা রাজ্যের তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ পাশের হার কম কোচবিহার জেলায়। গত বছরের তুলনাতেও জেলায় এ বছর পাশের হার প্রায় ২ শতাংশ কমে গিয়েছে। গত বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলায় পাশের হার ছিল ৮৮.০৬ শতাংশ। সবমিলিয়ে রাজ্যে এবারের পাশের হার অনুযায়ী ২২তম জেলা কোচবিহার। জেলায় পাশের হার কেন ক্রমশ কমছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা।

রাজ্য মেধাতালিকার প্রথম দশে এবার রয়েছে ৭২ জন। তবে জেলা থেকে ছয়জন সেই তালিকায় স্থান পেলেও কোচবিহার জেলার সামগ্রিক ফলাফল একেবারেই আশানুরূপ নয়। জেলায় এবার ১৬ হাজার ৬০৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছিল ১৬ হাজার ১৮১ জন। এর মধ্যে পাশ করেছে ১৩ হাজার ৯৬৫ জন। ছাত্রের সংখ্যা ৬ হাজার ৬২৮ জন এবং ছাত্রী রয়েছে ৭ হাজার ৩৩৭ জন।

রামভোলা হাইস্কুলের সত্যম বণিককে সংবর্ধনা দিচ্ছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল।

পরিসংখ্যান

- রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার ৯০.৭৯ শতাংশ
- গত বছর কোচবিহার জেলায় পাশের হার ছিল ৮৮.০৬ শতাংশ
- কোচবিহার জেলায় এ বছর সেটা দাঁড়িয়েছে ৮৬.৩০ শতাংশে

লেখাপড়ার দিক দিয়ে বিশেষ করে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে বরাবরই রাজ্যে কোচবিহারের সুনাম ছিল। প্রশ্ন উঠছে, সেখানে গত দু'বছর ধরে কোচবিহারের এরকম ফলাফলের কারণ কী? পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সরকার এ বিষয়ে বললেন, 'এর মূল কারণ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষকের অভাব রয়েছে অনেকটাই। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরাও কাজের খোঁজে বাবা-মায়ের সঙ্গে বছরের বেশিরভাগ সময়টাই বাইরে কাটাচ্ছে। পরীক্ষা দিতে তারা শুধু স্কুলে যাচ্ছে। নিয়মিত স্কুলে ক্লাস না করাটা পাশ না করার অন্যতম কারণ।'

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কোচবিহার জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক মানস ভট্টাচার্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'জেলায় পাশের হার আরও ভালো করতে হবে। পাশের হারের দিক দিয়ে জেলা এতটা পিছিয়ে থাকছে কেন, সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে হবে।'

পাশের হারের দিক থেকে সবথেকে পিছিয়ে জলপাইগুড়ি। তার পেছনে রয়েছে কোচবিহার। উত্তর দিনাজপুর থেকে কালিম্পংও এগিয়ে এই জেলার থেকে। মাধ্যমিকের মতো উচ্চমাধ্যমিকেও রাজ্য মেধাতালিকায় কোচবিহারের সুনীতি অ্যাকাডেমি এবং জেনকিন্স স্কুলের কোনও জায়গা হয়নি।

ফল প্রকাশ হতেই ফাঁকা মিষ্টির ট্রে

বক্সিরহাট, ৭ মে : মিষ্টির দোকানে গিয়ে রসগোল্লার খোঁজ করতেই দোকানদারের অকপট স্বীকারোক্তি, 'রসগোল্লা দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। শুকনো মিষ্টি আর সন্দেশ পড়ে আছে শুধু।'

বুধবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাট বাজারে প্রায় সবক'টি মিষ্টির দোকানে একই ছবি দেখা গেল। হঠাৎ মিষ্টির এত চাহিদার কারণ কী? এদিন দুপুরে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাতে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে বক্সিরহাট হাইস্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়া তুষার দেবনাথ। তার বাড়ি বক্সিরহাট বাজার সংলগ্ন সুভাষপল্লি এলাকায়। ফলাফল ঘোষণা হতেই তুষারের বাড়িতে ভিড় জমান প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় নেতা-মন্ত্রী, শিক্ষক সহ পাড়াপ্রতিবেশীরা। মেধাবী তুষারকে অভিনন্দন জানাতে সবার হাতেই ছিল রকমারি মিষ্টির প্যাকেট। সারাদিনে কয়টা মিষ্টি খেয়েছ? প্রশ্ন করতেই মুচকি হেসে তুষারের জবাব, 'তার কোনও হিসেব নেই।' স্থানীয় মিষ্টি ব্যবসায়ী স্বপন ঘোষের কথায়, 'এদিন খুব ভালো ব্যবসা হয়েছে। সাধারণত পয়লা বৈশাখ ও অক্ষয়া তৃতীয়ায় মিষ্টির এমন চাহিদা থাকে। আগে জানলে আরও বেশি করে বানাতাম।'

> এদিন খুব ভালো ব্যবসা হয়েছে। সাধারণত পয়লা বৈশাখ ও অক্ষয় তৃতীয়ায় মিষ্টির এমন চাহিদা থাকে। আগে জানলে আরও বেশি করে বানাতাম।
>
> **স্বপন ঘোষ**
> *মিষ্টি ব্যবসায়ী*

এই প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কোনও পড়ুয়া মেধাতালিকায় স্থান পাবে, তা কেউ আঁচ করতে পারেনি। তাই খবর জানার পরই উচ্ছ্বাস ছিল বাঁধনছাড়া। এদিন বেলা বাড়তেই ক্রমশ ফাঁকা হতে থাকে আশপাশের দোকানের মিষ্টির ট্রে। এলাকার একটি মিষ্টির দোকানের মালিক সুদীপ পাল বললেন, 'আমাদের দোকানে প্রায় ১৫ রকমের মিষ্টি ছিল। বুধবার দুপুর গড়াতেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে।' আরেক মিষ্টি ব্যবসায়ী মালিক মদন ঘোষের কথায়, 'এর কৃতিত্ব কিন্তু তুষারেরই প্রাপ্য।'

পরিকাঠামোর অভাব বাধা হয়নি সাফল্যে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৭ মে : উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে বক্সিরহাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুষার দেবনাথ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। বরাবরই এই স্কুলের আলাদা সুনাম রয়েছে অথচ স্কুলে নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। ল্যাবেরও পরিকাঠামো ঠিক নেই। সেই স্কুলের পড়ুয়ারা বারবার মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক নারায়ণ পোদ্দার জানালেন, চেষ্টা করলে যে সাফল্য মেলে, সেই বিশ্বাস গড়ে তোলা হয়েছে পড়ুয়াদের মধ্যে। এতেই বারবার বাজিমাত করছে স্কুলের পড়ুয়ারা।

১৯৫২ সালে বক্সিরহাটে স্থাপিত হয়েছিল এই স্কুলটি। স্কুলে বর্তমানে পড়ুয়া রয়েছে ১৬০০ জন। এদিকে, শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২৭ জন। পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন পাঁচজন। এখনও ১০-১১ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। স্কুলে বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞানের কোনও শিক্ষক নেই। ওই দুই বিষয়ের শিক্ষক অবসর নেওয়ার পর আর কেউ নিয়োগ না হওয়ায় সমস্যা।

স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক নারায়ণ পোদ্দার বললেন, 'মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণার পর নতুন শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু স্কুলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞানে কোনও শিক্ষক না থাকায় একটু চিন্তায় রয়েছি।'

নেপথ্যে

- প্রত্যেক পড়ুয়ার দিকে শিক্ষকদের সমান নজর
- পড়ুয়াদের থেকে নিয়মিত পড়া আদায়
- টেস্টের পর স্পেশাল ক্লাস নেওয়া
- পড়াশোনার একঘেয়েমি কাটাতে শিক্ষামূলক ভ্রমণ

স্কুলে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই, সমস্যা রয়েছে মাঠেরও। অল্প বৃষ্টিতে জল জমে যায় স্কুলের মাঠে। এই স্কুল থেকে একাধিকবার মেধাতালিকায় জায়গা পেয়েছে পড়ুয়ারা। যেমন এবারের উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী তুষার ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে ৬৮৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করেছিল। ২০০৩ সালে মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল দেবজিৎ সাহা। পরিকাঠামোর এত সমস্যা থাকলেও স্কুলের বারবার ভালো ফলাফলের কারণ কী?

নারায়ণ বললেন, 'স্কুলে অনেক সমস্যা রয়েছে, এটা সত্যি। কিন্তু নিয়মিতভাবে যেসব ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে এসেছে, ক্লাস করেছে, তাঁরা ভালো ফল করেছে। আসলে আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সফল হয়েছি। চেষ্টা করলে তাঁরাও ভালো ফল করতে পারবে, এই বিশ্বাস গড়ে তোলা হয়েছে।'

তিনি জানালেন, প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রত্যেক পড়ুয়ার দিকে সমান নজর দেন। পড়ুয়াদের থেকে নিয়মিত পড়া আদায় করে নেওয়া হয়। টেস্টের পর স্পেশাল ক্লাস নেওয়ার চল রয়েছে স্কুলে। স্কুল কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আগামীতে ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করা এবং প্র্যাকটিকালের ওপরে জোর দেওয়া। ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের মান ভালো করতে শিক্ষার উপকরণ ব্যবহারের ওপর জোর দিতে চাইছেন তাঁরা। এছাড়া, পড়াশোনার একঘেয়েমি কাটাতে শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয় পড়ুয়াদের।

পোস্ট অফিসের গাফিলতি

পুড়ল আধার কার্ড

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ৭ মে : আধার কার্ড না পেয়ে হয়রানির শেষ নেই সাধারণ মানুষের। আবেদন করার পর কয়েক মাস কেটে গেলেও পোস্ট অফিস থেকে আধার কার্ড মেলে না বলে অভিযোগ উঠেছে বেশ কয়েকবার। অভিযোগ, পোস্ট অফিসের গাফিলতিতে সেই আধার কার্ডের জায়গা হল জঞ্জালে। তারপর সেগুলোকে পুড়িয়েও ফেলা হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মাটিয়ারকুঠি পোস্ট অফিসে। সেদিনই বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দা সহ পোস্ট অফিস সংলগ্ন বিডিও অফিসে কাজে আসা বাসিন্দাদের। তাঁরাই বিষয়টি ব্লক প্রশাসন সহ মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মনকে জানান। বুধবার সাবলু সংশ্লিষ্ট পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসবের কারণ জানতে চান।

পোস্ট মাস্টার ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর সাফাই, 'অফিস পরিষ্কার করতে গিয়ে আমার অলক্ষ্যে এক সাফাইকর্মী ভুলবশত এমনটা ঘটিয়েছে।' কিন্তু এভাবে সরকারি নথি উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছে না দিয়ে কি পুড়িয়ে ফেলা যায়? এর দায় কার? প্রশ্ন করতেই এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'ভুল হয়েছে। বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

মাটিয়ারকুঠিতে পোস্ট অফিস চত্বরে আধার কার্ডে আগুন।

আধার কার্ডের জন্য আবেদন করলে তা পোস্ট অফিস মারফত উপভোক্তার কাছে পৌঁছায়। এতগুলো আধার কার্ড পোস্ট অফিসে এতদিন ধরে জমে ছিল কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বিমল দাসের গলায় ক্ষোভের সুর স্পষ্ট। তিনি বললেন, 'অনলাইনে আধার কার্ডের জন্য আবেদন করার পর বেশ কয়েকমাস কেটে গিয়েছে। এখনও আধার কার্ড হাতে পাইনি। এখন শুনছি, পোস্ট অফিস চত্বরে আধার কার্ডে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' একই অভিযোগ আয়ুষ দে, হিমাদ্রিতা সাহাদের।

এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, অনেকসময় প্রয়োজনীয় নথিপত্রও গ্রাহকদের কাছে সময়মতো পৌঁছে দেওয়া হয় না। এর খেসারত দিতে হচ্ছে তাঁদের। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কেন আধার কার্ড বিলি না করে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা খতিয়ে দেখা হবে।'

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার দুই

নয়ারহাট ও দিনহাটা, ৭ মে : বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বেঙ্গলদই মোড়ে মঙ্গলবার ২০ কেজি গাঁজা সহ ধরা পড়ল দুজন। ধৃতদের নাম গোকুল সরকার এবং সুব্রত সরকার। তারা দুজনেই কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুঁটিমারি ফুলেশ্বরীর বাসিন্দা। সেদিন সন্ধ্যায় বেঙ্গলদই মোড়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ নাকা চেকিং চালায়। সেইসময় সন্দেহ হওয়ায় দুই স্কুটার আরোহীকে আটকে তল্লাশি চালিয়ে স্কুটির ভেতর থেকে বাজেয়াপ্ত হয় ২০ কেজি গাঁজা। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানান, কোচবিহার থেকে স্কুটারে করে ধৃতরা শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। অন্যদিকে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে গোসানিমারির নিখিল রায়ের বাড়িতে অভিযান চালায় দিনহাটা থানার পুলিশ। অভিযানে ২১০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়। যদিও নিখিল পালিয়ে যাওয়ায় ধরতে পারেনি পুলিশ।

চক্ষু পরীক্ষা

পারডুবি, ৭ মে : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হিন্দুস্তান মোড়ে এসএসবি'র ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারের উদ্যোগে বুধবার চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। কমান্ডান্ট মনোজকুমার চাঁদের কথায়, 'এদিন ৯৩ জন জওয়ান শিবিরে তাঁদের চোখ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।'

নয়ারহাট পুলিশ ক্যাম্পের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ। বুধবার।

অধরা খুনি, বিক্ষোভ পুঁটিমারিতে

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৭ মে : খুনের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজও ইতিমধ্যে সামনে এসেছে। সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, জ্যাকেট পরা, মুখে কাপড় বাঁধা এক ব্যক্তি নয়ারহাট বাজারে ফুটপাথে ঘুমিয়ে থাকা এক ঝালমুড়ি বিক্রেতার মাথায় ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তবে এখনও ওই দুষ্কৃতীকে ধরতে পারেনি পুলিশ। এতে ক্ষুব্ধ পুঁটিমারির বাসিন্দাদের একাংশ। বুধবার সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটল। পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে এদিন নয়ারহাট পুলিশ ক্যাম্পের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন বাসিন্দারা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারী দীপু বর্মনের কথায়, 'ঝালমুড়ি বিক্রেতার মতো একজন নিরীহ মানুষ খুন হয়ে গেলেন। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এল। অথচ পুলিশ খুনিকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না। আমরা চাই দ্রুত খুনিকে ধরা হোক।'

অবশেষে পুলিশ অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন বাসিন্দারা।

এ ব্যাপারে মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াইকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তদন্ত চলছে।'

নয়ারহাট বাজারে একটি মদের দোকানের কাছে পুঁটিমারির বাসিন্দা সুভাষ বর্মনের রক্তাক্ত দেহ নজরে পড়ে নয়ারহাট ক্যাম্পের পুলিশের। তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুঁটিমারি থেকে প্রায় দুশোজন মিছিল করে নয়ারহাট বাজার পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশ নিয়েছিল এলাকার মহিলারাও। হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে স্লোগান দিচ্ছিলেন তাঁরা। এরপর নয়ারহাট পুলিশ ক্যাম্পের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভকারী চিরঞ্জিত বর্মন বলেন, '২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও পুলিশ এখনও খুনিকে গ্রেপ্তার করতে পারল না। তাই বাধ্য হয়ে সবাই মিলে আন্দোলনে নেমেছি।'

খুনিকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা না হলে আন্দোলন চলবে, জানালেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয়কুমার বর্মন।

রাস্তায় ধান শুকোনোয় বিপদ

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৭ মে : ভাংনি এলাকায় গ্রামের রাস্তা দিয়ে বিভাস রায় বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্ত্রী তাঁর পেছনে বসে ছিলেন। রাস্তার মাঝে ধান শুকোতে দেওয়া ছিল। সেখানে বাইকের চাকা পিছলে যেতেই দুজনেই বাইক সহ রাস্তায় গড়িয়ে পড়লেন। শুধুমাত্র ভাংনি এলাকাতেই নয়, দিনহাটা শহর থেকে একটু দূরে গ্রামের রাস্তায় গেলেই চোখে পড়বে রাস্তায় ধান শুকোতে দেওয়ার দৃশ্য। গিতালদহ, ওকরাবাড়ি, নয়ারহাটের বিভিন্ন গ্রামে একই ছবি। ধান বিছানো রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রুমা খাসনবিশ সমস্যার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। তিনি বললেন, 'রাস্তায় ধান শুকোতে দেওয়ার বিষয়টি নজরে এলে আমরা বাসিন্দাদের বারণ করি। বাসিন্দাদের একাংশের অসচেতনতার কারণে সমস্যা বাড়ছে।'

যেভাবে এলাকায় সমস্যা বাড়ছে তাতে বাসিন্দাদের অনেকেও উদ্বিগ্ন। ওকরাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রহিম খান বলেন, 'মোটরবাইকের গতি এমনিতেই বেশি থাকে, ধানের ওপর চাকা পড়ে পিছলে গেলে এমারজেন্সি ব্রেক ব্যবহার করেও অনেক সময় বিপদ এড়ানো যায় না।' ভাংনি এলাকার বাসিন্দা সুকু বর্মন বলেন, 'রাস্তায় ধান শুকোতে দিলে অনেক সময় খড় রাস্তাতেই জমে পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায়।' গ্রামবাসীদের একাংশ মনে করছেন, রাস্তায় ধান শুকোতে দেওয়ার ফলে ধানের গুণগত মানও খারাপ হচ্ছে। রাস্তার পরিবর্তে বাড়ির উঠোন বা খোলা মাঠে ধান শুকোতে দিলে সমস্যা মিটবে বলে বাসিন্দাদের ধারণা।

সুটুঙ্গায় সেতুর দাবি খাগরিবাড়িতে

রাজেশ দাশ

গোপালপুর, ৭ মে : তিন দশকেও পূরণ হয়নি সেতুর দাবি। ফের বর্ষার আগে বাঁশের সাঁকো ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খাগরিবাড়ি এলাকার। সুটুঙ্গা নদীর একপ্রান্তে খাগরিবাড়ি ও ডাকুয়ারবারি গ্রাম, অপরদিকে নদী পেরোলেই লক্ষ্মীরহাট গ্রাম। এলাকার কয়েকশো মানুষ নির্ভরশীল বাঁশের সাঁকোর উপর।

স্থানীয় বাসিন্দা বলাই বর্মনের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা সেতুর দাবি করে আসছি। সেই দাবি আজও পূরণ হয়নি। প্রতিবছর বর্ষায় বাঁশের সাঁকো ভেঙে যায়। সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় নদীর দুই প্রান্তের সাধারণ মানুষকে পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হয়। এরফলে একদিকে যেমন সময় বেশি লাগে, অন্যদিকে তেমনি অর্থ বেশি ব্যয় হয়। আমরা বর্ষার আগে দ্রুত সেতু তৈরির দাবি করছি।' একই বক্তব্য অপর গ্রামবাসী কানাই বর্মনেরও। তাঁর অভিযোগ, 'গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এবং বাজারে যেতে খুবই সমস্যায় পড়তে হত। তাই তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে সাঁকো তৈরি করেছেন। প্রশাসন যদি সেতু করে তাহলে আমাদের অনেক উপকার হবে।'

সুটুঙ্গায় এই সাঁকোর বদলে সেতু চাইছেন বাসিন্দারা।

মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

> গ্রামবাসীরা মিলিত হয়ে বাঁশ সংগ্রহ করে সাঁকো তৈরি করেছি। সাঁকো থাকায় ঘুরপথে আর যাতায়াত করতে হয় না। তবে ফের বর্ষায় সাঁকো ভেঙে যেতে পারে। তাই প্রশাসনের কাছে সেতুর দাবি করছি।
>
> **– তরুণ বর্মন**
> *গ্রামবাসী*

এবিষয়ে জেলা পরিষদ সদস্য সুজাতা বর্মনের প্রতিক্রিয়া, 'গ্রামবাসীদের দাবি মেনে ইতিমধ্যেই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' একই কথা বললেন গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান লক্ষ্মীকান্ত বর্মন।

গত বর্ষায় বাঁশের সাঁকো ভেঙে যায়। এরপর গ্রামবাসীরা যাতায়াতের সুবিধার্থে ৬ মাস আগে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে বাঁশের সাঁকো তৈরি করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, গতবছর বর্ষায় বাঁশের সাঁকো ভেঙে যাওয়ার পর আর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সাঁকো তৈরি করা হয়নি। স্থানীয় প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। এরফলে প্রায় ৬ কিলোমিটার ঘুরপথে যেতে হত গ্রামবাসীদের।

গ্রামবাসী তরুণ বর্মনের কথায়, 'গ্রামবাসীরা মিলিত হয়ে বাঁশ সংগ্রহ করে সাঁকো তৈরি করেছি। সাঁকো থাকায় ঘুরপথে আর যাতায়াত করতে হয় না। তবে ফের বর্ষায় সাঁকো ভেঙে যেতে পারে। তাই প্রশাসনের কাছে সেতুর দাবি করছি।'

এক বৃন্তে দুটি কুসুম

সোফিয়া কুরেশি

(সেনার কোর অফ সিগন্যালস আধিকারিক)

- ১৯৯৯ সালে সেনায় অন্তর্ভুক্তি
- বহুজাতিক সামরিক মহড়ায় ভারতীয় সেনার কন্টিনজেন্টকে নেতৃত্ব
- ৬ বছর রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্য
- কঙ্গোয় শান্তিরক্ষা বাহিনীর অবজার্ভার
- বায়ো কেমিস্ট্রির ছাত্রী
- দাদুও ছিলেন সেনাবাহিনীতে
- মেকানাইজড ইনফ্যান্ট্রির অফিসারকে বিয়ে

ব্যোমিকা সিং

(বায়ুসেনার উইং কমান্ডার)

- ২০০৪ সালে সেনায় অন্তর্ভুক্তি
- একাধিক ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনের অংশ
- উত্তর-পূর্ব ভারতের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা
- ২০১৭ সালে উইং কমান্ডার
- ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী থাকাকালীন এনসিসিতে যোগ
- পরিবারের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ

ঢোঁক গিলছে শাহবাজ সরকার

ইসলামাবাদ, ৭ মে : ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ থরহরিকম্প শুরু হয়েছে পাকিস্তানে। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকার এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারতকে পালটা জবাব দেওয়ার জন্য ফুঁসতে শুরু করেছে ঠিকই। তবে মঙ্গলবার ভারতের প্রত্যাঘাতের পর পাকিস্তান প্রশাসনের একাংশ যে ঢোঁক গিলতে শুরু করেছে, তারও প্রমাণ মিলেছে। যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ এতদিন ভারতকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছিলেন, তিনি অপারেশন সিঁদুরের পর হঠাৎই সুর নরম করেছেন। তাঁর সাফ কথা, ‘ভারত যদি পিছু হটে তাহলে আমরাও সবকিছু মিটমাট করে নেব।’ তবে অপারেশন সিঁদুরের পর নিয়ন্ত্রণ রেখায় পাক বাহিনীর ইতিমধ্যেই গুলিগোলা বর্ষণ শুরু করেছে। তাতে বেশ কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবারের প্রত্যাঘাতের পর বুধবার শাহবাজ শরিফের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিটি (এনএসসি) বৈঠক বসেছিল। ভারতকে অপারেশন সিঁদুরের জবাব দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে এনএসসি। শরিফ বলেছেন, ‘আত্মরক্ষার্থে ভারতের বিমানহানার জবাব দেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে পাকিস্তানের। সেই জবাব কবে, কখন, কোথায় এবং কীভাবে দেওয়া হবে সেটা পাকিস্তানই ঠিক করবে।’ ভারতের অপারেশন সিঁদুরকে নগ্ন আগ্রাসন আখ্যা দিয়ে এনএসসি বলেছে, ‘বিনা প্ররোচনায় মহিলা, শিশু সহ পাকিস্তানি নাগরিকদের নিশানা করা হয়েছে। ভারত পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতা লঙ্ঘন করেছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ওই সামরিক পদক্ষেপ যুদ্ধেরই নামান্তর।’ পরে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে শরিফ দাবি করেন, ভারতের পাঁচটি যুদ্ধবিমানকে পাকিস্তানি সেনা গুলি করে নামিয়েছে।

পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসবাদীদের অস্তিত্বও অস্বীকার করেছে পাকিস্তান এনএসসি। শরিফের সাফ কথা, ‘পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারত যে জঘন্য আগ্রাসন চালিয়েছে তার শাস্তি না দিয়ে ছাড় নেই। ভারত এই অঞ্চলে আবার আগুন জ্বালাল। এর পরবর্তী দায়ভার ভারতের ঘাড়েই বর্তাবে।’ ইসলামাবাদের অভিযোগ, ভারতের অভিযানে একটি শিশু সহ ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩৮ জন। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, ভারত যে সমস্ত স্থানে হামলা চালিয়েছে সেগুলি সবই নাগরিক এলাকা। নয়াদিল্লি অবশ্য দাবি করেছিল, শুধুমাত্র জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতেই হামলা চালানো হয়েছে। কোনও সামরিক প্রতিষ্ঠান বা নাগরিকদের ওপর হামলা করা হয়নি। পাকিস্তান সেনার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেন, ‘ভারত কোটলি, মুরিদকে, বাহাওয়ালপুর এবং মুজফফরাবাদে যে হামলা চালিয়েছে তা কাপুরুষোচিত। এই জঘন্য উসকানির জবাব আমরা আমাদের সময় অনুযায়ী দেব।’

ভারতের পদক্ষেপের নিন্দা করেছে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকও। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এই বেপরোয়া অভিযানের ফলে দুটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র একটি সাংঘাতিক সংঘাতের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।’ পাকিস্তানের অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও এই পরিস্থিতিতে শরিফ সরকারকেই সমর্থন করেছে। পিপিপি চেয়ারপার্সন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি বলেন, ‘ভারত কাপুরুষোচিত কাজ করেছে। বিনা প্ররোচনায় ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ বাধানোর জন্যই ওই হামলা চালানো হয়েছে।’ এদিকে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘এটা ভারত শুরু করেছে। তারা যদি পিছু হটতে রাজি হয় তাহলে যাবতীয় শত্রুতা ভুলে আলোচনার দরজা খুলতে আমরা তৈরি। আমরা বারবার গত কয়েকদিন ধরে বলছি, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ কিছুই করব না। কিন্তু আমরা যদি আক্রান্ত হই তাহলে তার জবাব দেব।’

চিন্তা নেই উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে

মহম্মদ গফফার
অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, ভারতীয় সেনাবাহিনী

উত্তর-পূর্ব ভারত নিরাপত্তা বলয়েই রয়েছে। পাকিস্তানের ভিতর ঢুকে ভারতীয় সেনার জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসের জেরে উত্তর-পূর্ব ভারতকে নতুন করে অশান্ত করে তুলতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি মদত দিতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। কিন্তু বর্তমান সময় এবং ভবিষ্যতেও তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার মধ্যরাতের এয়ার স্ট্রাইকের কোনও প্রভাবই পড়বে না উত্তর-পূর্ব ভারতে। কারণ, এখন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারত। একই কথা বলা যায়, শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে থাকা চিকেন নেকের ক্ষেত্রেও। চিকেন নেক বা উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দিতে নারাজ ভারত। বরং সময়ের সঙ্গে নিরাপত্তা এজেন্সিগুলিকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও আরও করা হবে। ফলে কোনও ভয় নেই।

তবে এখন সর্বত্রই মঙ্গলবার মধ্যরাতের ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে আলোচনা চলছে। এটাই স্বাভাবিক। এমন প্রতিশোধের জন্যই তো গোটা দেশ অপেক্ষায় ছিল। ভারতীয় সেনা যেভাবে পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জবাব দিয়েছে, তা মধুর বদলা। ২২ এপ্রিল পহলগামে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা যেভাবে নিরীহ পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়ে ২৬ জনকে খুন করেছিল, তার জবাব দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি ছিল। ওই হত্যাকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়ে প্রত্যেক দেশবাসী চাইছিলেন প্রতিশোধ। ভারতীয় সেনা যে নিজস্ব কৌশলে পছন্দের সময়ে বদলা নেবে, সেই আত্মবিশ্বাস ছিল। অপেক্ষাটা ছিল শুধু সময়ের। সেই অপেক্ষা শেষ হয় মঙ্গলবার মধ্যরাতে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মিসাইলের এয়ার স্ট্রাইকের আগে তা টের পায়নি পাকিস্তানের কাকপক্ষীও।

মঙ্গলবার মধ্যরাত ১টা ৪ মিনিট থেকে ১টা ৪৪ মিনিট, একের পর এক জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে পহলগাম হত্যাকাণ্ডের মধুর প্রতিশোধ নিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। সাধারণ মানুষের বসবাস রয়েছে, এমন এলাকাগুলিকে বাইরে রেখে ভারতীয় সেনা সুনির্দিষ্টভাবে পাকিস্তান এবং পাক অধিগৃহীত কাশ্মীরে মিসাইল হামলা চালিয়েছে। পহলগাম হত্যাকাণ্ডের পরই ভারত পাকিস্তানে থাকা ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিকে লক্ষ্য করেছিল, জঙ্গিদের এমন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকেই শুধু গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যেই ঘটেছে এয়ার স্ট্রাইক। যতটুকু জানতে পেরেছি ২৪টি মিসাইলের এয়ার স্ট্রাইকে পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব দেওয়া হয়েছে। ভারত ভূখণ্ডে হামলা চালালে তার পরিণতি কী হতে পারে, নতুন করে বুঝতে পেরেছে পাক জঙ্গিরা। ফলে ভবিষ্যতে নাশকতার ক্ষেত্রে জঙ্গিরা যে দু’বার ভাববে, বলা যায়।

সিঁথির সম্মান রক্ষায় অপারেশন সিঁদুর

নয়াদিল্লি, ৭ মে : পহলগামে নিরীহ পর্যটকদের নিশানা করে জঙ্গি হামলায় নিহতদের অধিকাংশই ছিলেন বিবাহিত হিন্দু পুরুষ। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের স্ত্রীদের সিঁথির সিঁদুর থেকে শুরু করে হাতের শাঁখা-পলা, লাল সুতো সহ বিয়ের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে হয়েছে।

২২ এপ্রিল বৈসরণ উপত্যকায় সেই হামলার প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিতে ভারতের পালটা হামলার নাম ‘অপারেশন সিঁদুর’ নামকরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিয়ের পবিত্র প্রতীক হিসাবে সিঁথিতে সিঁদুর পরেন হিন্দু বিবাহিত মহিলারা। পহলগামে নিহতদের অনেকেই ছিলেন নববিবাহিত। স্ত্রীদের সামনেই স্বামীদের খুন করা হয়। নিহত নৌসেনা অফিসার বিনয় নারওয়াল ও তাঁর স্ত্রী হিমাংশীর মতো অনেকেই গিয়েছিলেন মধুচন্দ্রিমায়। নৃশংস হামলার ঘটনায় পরিবারগুলি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। জঙ্গি হামলার অব্যবহিত পরে একটি ছবি ভাইরাল হয়। সেখানে নিথর স্বামী বিনয়ের দেহের পাশে মাথা নীচু করে বসে থাকতে দেখা যায় স্তব্ধবাক হিমাংশী নারওয়ালকে। অনেকের মতে, অভিযানের নামকরণের মধ্য দিয়ে স্বামীহারা মহিলাদের কেবল সমবেদনাই জানানো হয়নি, একইসঙ্গে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁদের পবিত্র বিবাহবন্ধনকেও।

ভারতীয় সেনার প্রকাশিত একটি ছবিতে ইংরেজি হরফে অপারেশন সিঁদুর শব্দবন্ধ জ্বলজ্বল করছে। সেখানে ইংরেজিতে লেখা সিন্দুর শব্দের ইংরেজি ও অক্ষরের মধ্যে একটি সিঁদুরের কৌটো আঁকা আছে, যার কিছুটা আবার ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। এই ছড়িয়ে পড়া সিঁদুর যেন নিহতদের স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছে যাওয়া চিহ্নের মতোই।

জঙ্গি হামলায় নিহত সন্তোষ জাগদালের স্ত্রী প্রগতির গলায় সেই সুর। তিনি বলছিলেন, ‘ওরা যেভাবে আমার সিঁদুর মুছে দিয়েছে, এটা তার যোগ্য জবাব। অপারেশন সিন্দুর নামটা শুনে চোখে জল চলে এসেছিল।’

খুশি নিহতদের পরিবার

‘আর কারোর সিঁদুর যেন মুছে না যায়’

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ মে : ‘আর কারোর সিঁদুর যেন মুছে না যায়’...

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর কথা জেনেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন পাটুলির বিতান অধিকারীর স্ত্রী সোহিনী অধিকারী। ২২ এপ্রিল পহলগামে জঙ্গি হানায় প্রাণ গিয়েছিল বাংলার তিন পর্যটকের। প্রাণ হারান নদিয়ার তেহট্টের জওয়ান ঝন্টু শেখও। জঙ্গি হামলার ঠিক দু’সপ্তাহের মাথায় ভারতের পালটা প্রত্যাঘাতে খুশি নিহতদের পরিবার। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপে সাধুবাদ জানান বেহালার সমীর গুহ, পুরুলিয়ার মণীশ রঞ্জন ও নদিয়ার নিহত জওয়ান ঝন্টু শেখের পরিবার। মধ্যরাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযানে কারোর চোখে আনন্দাশ্রু, আবার কেউ জানালেন পূর্ণ সমর্থন। ‘অপারেশন সিঁদুর’ই জঙ্গি হানার যোগ্য জবাব বলে জানালেন নিহতদের পরিবার। তবে এই পদক্ষেপে দুশ্চিন্তা বেড়েছে নিখোঁজ বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউয়ের স্ত্রীর।

এদিন জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসের খবর ছড়িয়ে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বিতানের স্ত্রী সোহিনী। তিনি বলেন, ‘সরকারের পদক্ষেপে পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমার স্বামী নিশ্চয়ই যা হয়েছে তা দেখছেন। আমার সিঁদুর ওরা কেড়ে নিয়েছে। আর কারোর সিঁদুর যেন কেড়ে নিতে না পারে।’ বিতানের দাদা বিভু অধিকারী ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে বলেন, ‘ওই দিনের ঘটনার যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে। কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং সবার সামনে প্রমাণ করলেন ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করা যায় না।’ বিতানের ভাইরাভাই কীর্তি পারমার মন্তব্য করেন, ‘কেন্দ্রের পদক্ষেপে পূর্ণ আস্থা রয়েছে। মানুষটাকে তো আর ফেরানো যাবে না।’ বেহালার নিহত সমীর গুহর স্ত্রী শবরী গুহ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপকে সমর্থন করছি। তবে এখানে থেমে থাকলে চলবে না। দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।’ পুরুলিয়ার নিহত মণীশ রঞ্জনের ভাই বিনীত রঞ্জন বলেন, ‘দাদাকে হারিয়েছি। সেনাবাহিনীর জন্য গর্বিত। তবে দাদাকে তো আর ফিরে পাব না।’

নদিয়ার তেহট্টের পাথরঘাটা অঞ্চলের বাসিন্দা নিহত জওয়ান ঝন্টু শেখের পরিবার সকাল থেকে চোখ রেখেছে টেলিভিশনের পর্দায়। সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযানে খুশি তাঁর পরিবারও। তাঁর স্ত্রী শাহনাজ পারভিন বললেন, ‘অবশেষে প্রত্যাঘ্যাত হয়েছে।’ তাঁর বাবা সবুর শেখ বলেন, ‘ছেলের আত্মা শান্তি পেল।’ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ঝন্টুর দাদা এই অভিযানে সন্তোষপ্রকাশ করে জানান, এই জয় তাঁর ভাইয়ের। তাঁর ভাই নিরীহদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। তবে পাকিস্তানের হাতে আটক বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউয়ের স্ত্রীর কপালে চিন্তার ভাঁজ। দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছে ওই পরিবারকে। পূর্ণমের স্ত্রী বলেন, ‘যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। এখন পাকিস্তান আর হয়তো ছাড়বে না আমার স্বামীকে।’

ভারতের প্রত্যাঘাত দুঃখজনক : চিন

নয়াদিল্লি, ৭ মে : পহলগাম আবহে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের সামরিক অভিযানকে ‘দুঃখজনক’ বলে অভিহিত করে উভয় দেশকে সংযত থাকার আর্জি জানাল চিন। তাদের বক্তব্য, বৃহত্তর স্বার্থে এটা দরকার।

মঙ্গলবারের ঘটনা আন্তর্জাতিক মহলে শোরগোল ফেলার পর চিন সরকারিভাবে দেওয়া বিবৃতিতে বলেছে, ‘আজ ভোরে ভারত যে সেনা অভিযান চালিয়েছে তা দুঃখজনক। আমরা উদ্বিগ্ন। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই চিনের প্রতিবেশী। পড়শি হিসেবেই তারা থাকবে। চিন যাবতীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। দু’পক্ষের কাছে আমাদের আবেদন, শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য, বৃহত্তর স্বার্থে সংযত থাকুন। এমন কিছু করবেন না যাতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।’

এদিকে ‘অপারেশন সিঁদুর’ সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়ায় চিনের দৈনিক ‘গ্লোবাল টাইমস’-এর প্রতিবেদন নিয়ে সমালোচনা করল ভারতীয় দূতাবাস। এক্স হ্যান্ডেলে দূতাবাসের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনটিকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ উল্লেখ করা হয়েছে।

সংযমের বার্তা বাংলাদেশের

ঢাকা, ৭ মে : ভারতের অপারেশন সিঁদুরের জবাব দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। সীমান্ত জুড়ে বেজে উঠেছে রণডঙ্কা। হামলা-পালটা হামলা, আঘাত-প্রত্যাঘাতের খবরে ক্রমশ তেতে উঠছে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। এই অবস্থায় সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রক ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশকেই সংযমের বার্তা দিয়েছে।

ঢাকার তরফে বুধবার বলা হয়েছে, ‘উভয় দেশকে সংযত থাকার ও পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে এমন কোনও পদক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানানো হচ্ছে। আঞ্চলিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার চেতনায় বাংলাদেশ আশাবাসী।’ বাংলাদেশের আশা, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুই দেশের উত্তেজনা প্রশমিত করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলের জনগণের কল্যাণের জন্য শান্তি বিরাজ করবে। ভারত ও পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।

এদিকে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও জঙ্গি বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ভারতের সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলির পুলিশ সুপারদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের আইজি বাহারুল আলম এই কথা বলেছেন। অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দুটি দেশের আকাশপথ এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ।

সীমান্ত নিয়ে শা-র বার্তা ১০ মুখ্যমন্ত্রীকে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ মে : পহলগামে জঙ্গি হামলার জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পালটা অভিযানে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। মঙ্গলবার রাতভর ‘অপারেশন সিঁদুর’ চালিয়ে পাকিস্তানে অবস্থিত ন’টি জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা চালায় ভারতীয় সেনা ও বায়ুসেনা। সূত্রের খবর, এই অভিযানে প্রায় ১০০ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি মাসুদ আজহারের পরিবারের ১৪ সদস্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার দিল্লিতে একটি জরুরি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান ও নেপালের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করা ১০ রাজ্যেরে মুখ্যমন্ত্রীরা, পুলিশ প্রধান ও মুখ্যসচিবরা। রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ। জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখের উপরাজ্যপালরাও এই বৈঠকে অংশ নেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, শার সঙ্গে বৈঠকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারও।

নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। কারণ, বাংলাদেশ ছাড়াও এই রাজ্যের রয়েছে নেপাল ও ভুটানের সীমানা।

কেন্দ্রের তরফে রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে, নিজস্ব প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও স্থিতির ভিত্তিতে রাজ্য যেন নিজে সংবেদনশীল এলাকাগুলি চিহ্নিত করে। নবান্নের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা শহরেই রয়েছে ৯৫টি সাইরেন, যা প্রয়োজনে সতর্কবার্তা জারি করতে ব্যবহৃত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রয়েছে আরও ২৫-৩০টি করে সাইরেন, এবং প্রতিটি জেলা সদরে রয়েছে অন্তত একটি করে সাইরেন ব্যবস্থা। পরিকাঠামোগত সুরক্ষার দিক থেকেও রাজ্য সরকার প্রস্তুত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে সীমান্তে। পাকিস্তান সেনা একাধিক সীমান্ত এলাকায় লাগাতার গোলাবর্ষণ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে তৎপর কেন্দ্র। সূত্রের দাবি, অনুপ্রবেশ রুখতে রাজ্য প্রশাসনগুলির সহায়তা চেয়েছেন তিনি। যে সব রাজ্যের সীমান্তে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গুলিবর্ষণ করছে বা করতে পারে, সেই সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে দ্রুত সীমান্ত থেকে সাধারণ নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্রের দাবি, বৈঠকে অমিত শা নির্দেশ দেন, ‘সীমান্তবর্তী অঞ্চলের প্রতিটি বাসিন্দার জীবন ও নিরাপত্তা আমাদের কাছে সর্বাধিক অগ্রাধিকারের বিষয়।’

যদিও ভারতের হামলার পরেই পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিনি জানিয়েছেন, ভারতের এই হামলার পর চুপ থাকবে না পাকিস্তান। যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। সেই আবহেই সীমান্তবর্তী ১০ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত শা।

তিন জঙ্গির শেষকৃত্যে পাক সেনা : ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিঁদুর-এ খতম তিন পাক জঙ্গির শেষকৃত্যে যোগ দিলেন পাক সেনা আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বহু অসামরিক অফিসার ও পুলিশ। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাত-উদ দাওয়ার সদস্যরাও ছিল। তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে পাক পঞ্জাবের মুরিদকে-তে। একটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, জঙ্গিদের কফিনগুলি পাকিস্তানের জাতীয় পতাকায় মোড়া। সেনা আধিকারিকরা কফিনগুলি বহন করেছেন। শেষকৃত্য পরিচালনা করেছে লস্কর জঙ্গি হাফিজ আবদুল রউফ।

রাজধানীতে আজ ফের সর্বদল বৈঠক

সেনাবাহিনীর জয়ধ্বনি বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৭ মে : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ‘অপারেশন সিঁদুর’কে দু-হাত তুলে সমর্থন জানাল বিরোধী শিবির। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মোট ৯টি স্থানে জঙ্গি ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে কঠোর প্রত্যাঘাতের পর বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছে ইন্ডিয়া জোট। কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম, আরজেডি, ডিএমকে, এনসিপি (এসপি), সপা, ডিএমকে সহ সমস্ত বিরোধী দল একবাক্যে অপারেশন সিঁদুরকে স্বাগত জানিয়েছে। একইসঙ্গে তারা ফের দাবি করেছে, পহলগাম কাণ্ডের জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ করবে তাকে বিরোধী শিবির সমর্থন করবে। এই অবস্থায় ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে বৃহস্পতিবার একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, কীভাবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে হামলা চালানো হয়েছে তা বিরোধী নেতানেত্রীদের সামনে তুলে ধরা হবে আগামীকাল। ৮ মে সকাল ১১টায় সংসদের লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে।

জঙ্গি ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দিতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর নিঁখুত পরিকল্পনা এবং প্রত্যাঘাতকে কুর্নিশ জানিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গর্বিত। জয় হিন্দ।’ পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি বৈঠক বসেছিল। সেখানেও ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে পূর্ণ সমর্থন, অভিনন্দন এবং ভালোবাসার বার্তা দেন রাহুল। অন্যদিকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘পহলগামে হামলার দিন থেকে কংগ্রেস সশস্ত্র সেনা এবং সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সীমান্তপারে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে কোনও নির্ণায়ক পদক্ষেপকে আমরা সমর্থন করেছি। আমরা আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য গর্বিত। তাঁদের সাহস, দৃঢ়তা এবং দেশপ্রেমকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কংগ্রেস বীর সেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।’ রাহুল কিংবা খাড়গে মোদি সরকারের সুনাম না করলেও তাঁদের দলের সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, ‘সরকার যেটা করেছে সেটাই হল উচিত জবাব। আমি মনে করি, সরকারের এমনটা করাই উচিত ছিল। এই সময় গোটা দেশের একসঙ্গে থাকা উচিত।’

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসা করে এক্সে লিখেছেন, ‘জয় হিন্দ, জয় ইন্ডিয়া।’ জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেন, ‘পহলগামে ২৬ জন নিরপরাধ নাগরিককে হত্যার মধ্যে এটার সূচনা হয়েছিল। সরকার বলেছিল উচিত জবাব দেওয়া হবে। সেই জবাব দেওয়ার এটাই সঠিক পন্থা। শুধুমাত্র পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে হামলা চালানো হয়েছে। কোনও সামরিক এলাকা বা নাগরিকদের ওপর হামলা চালানো হয়নি। কিন্তু পাকিস্তান যেখানে বোমাবর্ষণ করেছে সেখানে তারা আমাদের নাগরিকদের নিশানা করেছে।’ ওমরের তোপ, ‘শুরু করেছে ওরা। আমরা না। আমরা তো শান্তিতেই ছিলাম। আমরা তো শুরু করিনি। আমরা কেউই যুদ্ধ চাই না। আমরা চাই পরিস্থিতির উন্নতি হোক। কিন্তু তার আগে পাকিস্তানকে বন্দুক নামাতে হবে।’

পাকিস্তানকে বিঁধেছেন এআইমিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসিও। তিনি বলেছেন, ‘পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলিতে আমাদের বাহিনী যেভাবে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছে আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। পাকিস্তানি ডিপ স্টেটকে অবশ্যই শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে আরও একটা পহলগাম না ঘটে। পাকিস্তানের জঙ্গি পরিকাঠামো পুরোপুরি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া দরকার। জয় হিন্দ।’

এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবরাও অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, ‘আমরা ভারতীয় সেনা এবং আমাদের সাহসী সৈন্যদের জন্য গর্বিত। ১৪০ কোটি দেশবাসী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে সেনার পাশে আছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি। জয় হিন্দ।’

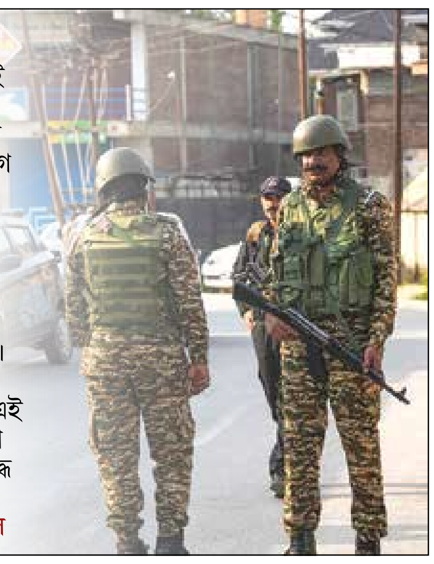

আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গর্বিত। জয় হিন্দ।
রাহুল গান্ধি

আমরা আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য গর্বিত। তাঁদের সাহস, দৃঢ়তা এবং দেশপ্রেমকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কংগ্রেস বীর সেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
মল্লিকার্জুন খাড়গে

শুরু করেছে ওরা। আমরা না। আমরা তো শান্তিতেই ছিলাম। আমরা তো শুরু করিনি। আমরা কেউই যুদ্ধ চাই না। আমরা চাই পরিস্থিতির উন্নতি হোক। কিন্তু তার আগে পাকিস্তানকে বন্দুক নামাতে হবে।
ওমর আবদুল্লা

আমরা ভারতীয় সেনা এবং আমাদের সাহসী সৈন্যদের জন্য গর্বিত। ১৪০ কোটি দেশবাসী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে সেনার পাশে আছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি। জয় হিন্দ।
অরবিন্দ কেজরিওয়াল

মঙ্গল, শুক্র মিশনের ইঙ্গিত মোদির

নয়াদিল্লি, ৭ মে : ভারতের চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যে গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে ভারত। এবার লক্ষ্য মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহ। এর পাশাপাশি চাঁদেও মহাকাশচারী পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গ্লোবাল স্পেস এক্সপ্লোরেশন কনফারেন্স-এ এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিন কনফারেন্সে এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ভারতের মহাকাশ গবেষণা অন্যদের সঙ্গে প্রতিয়োগিতা করার জন্য নয়। মানবতার স্বার্থে এই গবেষণা আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে চায় ভারত।’ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে মোদি আরও বলেন, ‘২০৩৫-এর মধ্যে ভারত মহাকাশে অন্তরীক্ষ স্টেশন বানাতে চায়। ২০৪০-এর মধ্যে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠানোরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২৭-এ মহাকাশচারী পাঠাবে ভারত।’ সংস্থা নাসা এবং ইসরোর যৌথ উদ্যোগে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এক ভারতীয় মহাকাশচারীকে মহাকাশে পাঠানোর কথাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

ইউরোপ সফর বাতিল মোদির

নয়াদিল্লি, ৭ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর ইউরোপ সফর বাতিল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি মাসের মাঝামাঝি ক্রোয়েশিয়া, নরওয়ে ও নেদারল্যান্ড যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। সরকারিভাবে না জানানো হলেও জাতীয় নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যই প্রধানমন্ত্রী সফর বাতিল করেছেন। পহলগাম হামলার পর মোদি রাশিয়া সফর বাতিল করেছিলেন।

এনআইএ-র হেল্পলাইন নম্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ মে : পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের কাছে সহযোগিতা চাইল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। হামলার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনও তথ্য, ছবি কিংবা ভিডিও যাঁরা পেয়েছেন, এনআইএ-কে জানানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে তাঁদের। মোবাইল নম্বর ৯৬৫৪৯৫৮৮১৬ বা ল্যান্ডলাইন ০১১-২৪৩৬৮৮০০-এ ফোন করার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

মেয়াদ বাড়ল সিবিআই কর্তার

নয়াদিল্লি, ৭ মে : পরবর্তী সিবিআই প্রধান নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়ায় বর্তমান সিবিআই প্রধান প্রবীণ সুদের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হল। তাঁর বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২৪ মে। পরবর্তী প্রধান কে হবেন তা নির্বাচন করতে সোমবার বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না।

কাসভের প্রশিক্ষণের জায়গায় হামলা

নয়াদিল্লি, ৭ মে : ২৫ মিনিট, গুনে গুনে ঠিক এতটুকু সময়ই লেগেছে ভারতীয় সেনার পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা নয়টি জঙ্গি ঘাঁটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে। এই ঘাঁটিগুলির একটি থেকেই প্রশিক্ষণ পেয়েছিল ২৬/১১ হামলার মূল হামলাকারী আজমল কাসভ এবং অন্যতম চক্রী ডেভিড কোলম্যান হেডলি। নয়টি ঘাঁটির মধ্যে চারটি ছিল পাকিস্তানে এবং বাকি পাঁচটি পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত বাহাওয়ালপুর, তেমনি লস্কর-ই-তৈবার হেড কোয়ার্টার মুরিদকে।

পিওকে-তে থাকা ঘাঁটি

■ **শাওয়াই নাল্লা ক্যাম্প, মুজফফরাবাদ :** পিওকে-র মধ্যে ভারত সীমান্ত থেকে ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত। এটি ছিল লস্করের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ২০ অক্টোবর, ২০২৪, সোনমার্গ, ২৪ অক্টোবর গুলমার্গ এবং ২২ এপ্রিল পহলগাম আক্রমণের পিছনে থাকা জঙ্গিরা এখানে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল।

■ **সৈয়দনা বিলাল ক্যাম্প, মুজফফরাবাদ :** এটি জইশের সন্ত্রাসী লঞ্চপ্যাড, যেখানে অস্ত্র চালানো, বোমা পরিচালনা এবং জঙ্গলে বেঁচে থাকার কৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।

■ **গুলপুর ক্যাম্প, কোটলি :** লস্করের এই ঘাঁটিটি নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে প্রায় ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত। পুঞ্চ ২০ এপ্রিল, ২০২৩ এবং ৯ জুন, ২০২৪ সালে তীর্থযাত্রীদের ওপর হামলার পিছনেও এই ঘাঁটি ছিল।

■ **বার্নালা ক্যাম্প, ভিম্বর :** নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে ৯ কিমি দূরে অবস্থিত। অস্ত্র, আইইডি এবং জঙ্গলে বেঁচে থাকার কৌশল পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।

■ **আব্বাস ক্যাম্প, কোটলি :** নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে প্রায় ১৩ কিমি দূরে। লস্কর ফিদায়িনের যোদ্ধাদের এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।

পাকিস্তানে থাকা ঘাঁটি

■ **সরজাল ক্যাম্প, শিয়ালকোট :** আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ছয় কিমি দূরে অবস্থিত, মার্চ মাসে চার কাশ্মীর পুলিশকে হত্যার পিছনে থাকা সন্ত্রাসীদের এখানে প্রশিক্ষণ হয়।

■ **মেহমুনা জোয়া ক্যাম্প, শিয়ালকোট :** আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ১২ কিমি দূরে অবস্থিত হিজবুল মুজাহিদিনের সবচেয়ে বড় ক্যাম্পগুলির মধ্যে একটি ছিল এটি। ২০১৬ সালে পাঠানকোট বিমানঘাঁটির হামলার পরিকল্পনা এখান থেকেই করা হয়েছিল।

■ **মারকাজ তাইবা, মুরিদকে :** লস্কর-ই-তৈবার ঘাঁটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে প্রায় ১৮-২৫ কিমি দূরে অবস্থিত। ২৬/১১-এর হামলাকারী আজমল কাসভ এবং ষড়যন্ত্রকারী ডেভিড কোলম্যান হেডলি এখানে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল।

■ **মারকাজ সুবহানাল্লাহ, বাহাওয়ালপুর :** বাহাওয়ালপুর ছিল মৌলানা মাসুদ আজহারের নেতৃত্বাধীন জইশ-ই-মহম্মদের শক্ত ঘাঁটি। আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে ১০০ কিমি দূরে এই শিবিরটি ছিল জইশের সদর দপ্তর।

পাক গোলাবর্ষণে ২ শিখ সহ হত ১৫

শ্রীনগর, ৭ মে : জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ ও তাংধার সীমান্তে আচমকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫ জন ভারতীয় নাগরিকের। জখম ৪৩ জন। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই হামলা হয় বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে।

হামলার পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে বিএসএফ, জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে তাঁর।

শিরোমণি অকালি দলের প্রধান সুখবীর সিং বাদল জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে তিনজন গুরশিখ ছিলেন। পুঞ্চ জেলার শ্রী গুরু সিং সভা সাহিব গুরুদোয়ারায় পাক হামলায় তাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁরা হলেন রাগি ভাই অমরিক সিং, ভাই অমরজিৎ সিং এবং ভাই রঞ্জিত সিং। তিনি বলেন, ‘শহিদদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হোক এবং তাঁদের পরিবারের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হোক।’

ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পরেই পাকিস্তান গোলাগুলি শুরু করে কাশ্মীরে। তখনই মারা যান এঁরা। পাক সংবাদমাধ্যমে সগর্বে পাকিস্তানি সেনা অফিসাররা ঘোষণা করেন, তাঁরা পালটা হানায় সফল। এর আগে ভারতীয় বিমানবাহিনী নিখুঁত ও নিয়ন্ত্রিত হামলায় বেছে বেছে একসঙ্গে নয়টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। এই ক্যাম্পগুলি ছিল জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তইবা এবং হিজবুল মুজাহিদিন-এর। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর, কুপওয়ারা এবং রাজৌরি-পুঞ্চ সেক্টরে পাকিস্তানের একাধিক পোস্টে হামলা চালানো হয়। সেখানে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরও।

হামলার পর ভারতীয় সাংবাদিকরা জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী গ্রামে গিয়ে দেখেন, অনেক বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। জানলায় কাচের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে, দেয়াল ভেঙে পড়েছে অনেক বাড়িঘরের।

‘যেন ভূমিকম্পে কাঁপছিল মাটি’ : ঘড়ির কাঁটা তখন ১টা ছুঁই ছুঁই। চারদিক নিস্তব্ধ। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি। রাতের শান্তি ভঙ্গ করে কান ফাটানো একটা আওয়াজ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পর পর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মাটি। মধ্য রাতের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কিছুতেই ভুলতে পারছে না পাক সীমানা সংলগ্ন রাজস্থানের তিন গ্রাম খাজুওয়ালা, রাওওয়ালা এবং ঘাড়িসানা।

খাজুওয়ালা গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, ‘রাত ১টা নাগাদ আমরা বেশ কয়েকটা বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই। তীব্র আতঙ্কে সবাই বাইরে বেরিয়ে আসি। মনে হচ্ছিল, ভূমিকম্প হচ্ছে। মাটি কাঁপছিল পায়ের তলায়। সকালে আমরা জানতে পারি, পহলগামে হামলার বদলা নিয়েছে ভারতীয় সেনা। আমরা গর্বিত।’ ওই গ্রামেরই বাসিন্দা এক মহিলা কাঁপা কণ্ঠে বলেন, ‘পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন আমরা এই ভয়তে রয়েছি যে এরপর কী হবে! আমরা যুদ্ধ চাই না।’

হামলার পর সীমান্তে পাক সেনার গুলিতে আহতরা হাসপাতালে। উরিতে।

অঙ্ক কষে, মেপে শক্তিপ্রদর্শন দিল্লির

অভিমত বিদেশি সংবাদমাধ্যমের

নয়াদিল্লি, ৭ মে : নিখুঁত নিশানা। নির্ভুল প্রযুক্তি। অপারেশন সিঁদুর সামরিক অভিযান হলেও বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছে এর কৌশলগত গুরুত্ব। মাঝরাতের ভারতীয় সেনার ‘অপারেশন সিঁদুর’ ভারতের কোনও আগ্রাসনমূলক কর্মকাণ্ড নয়, এটা নয়াদিল্লির সুনির্দিষ্ট সন্ত্রাসবাদী অভিযানকে ‘পরিকল্পিত’ বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

‘দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস’ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারত এই হামলা সম্পর্কে আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছিল। আন্তর্জাতিক স্তরে বিষয়টি নিয়ে বৈরিতা এড়াতে ভারত পরিকল্পনা করে আগেভাগে আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছে। অভিযান চালালেও, ভারত সংযম দেখিয়েছে, কোনও সামরিক বস্তুতে আঘাত হানা হয়নি। ‘সিএনএন’-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারত মূলত রাফাল ও এসসিএএলপি (স্কাল্প) ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে। সামরিক পরিকাঠামো নয়, সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামোগুলি নিশানা করা হয়। ভাওয়ালপুর ও মুরিদকেতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ভারতের ঘোষিত যুক্তিকে জোরদার করেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ হানা হয়েছে। ‘দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট’-এর শিরোনামে লেখা, ‘মেপে শক্তি প্রদর্শন’। সামরিক বস্তু এড়িয়ে, অসামরিক প্রাণহানিকে সীমিত রেখে ভারত তার সংযম স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। ‘বিবিসি’-র বক্তব্য, নাগরিকদের রক্ষা করা ভারতের অধিকার। ভারতের নিশানা ছিল ভাওয়ালপুর ও মুরিদকে। তবে ভারত ও পাকিস্তান উভয় পক্ষকে সংযত থাকার কথাও রয়েছে প্রতিবেদনে।

২০০-র বেশি উড়ান বাতিল

নয়াদিল্লি, ৭ মে : পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের প্রত্যাঘাতের জেরে ১৮টি বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক খাতে ২০০টিরও বেশি উড়ান বাতিল হওয়ায় এশিয়াজুড়ে বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে।

ঘটনার জেরে বুধবার বিমান চলাচলে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। জম্মু, পাঠানকোট, যোধপুর, জয়সলমের, সিমলা, ধর্মশালা এবং জামনগর সহ উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরগুলিতে এদিন বিমান চলাচল স্থগিত রাখা হয়। সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। আপাতত কাশ্মীরের কাছাকাছি কোনও বিমান নিয়ে যেতে চাইছে না অনেক বিমান সংস্থা। এদিন অনেক বিমানবন্দরই দেখা যায় যাত্রীরা লাইন দিয়ে বসে।

এখানে থেমো না, মোদির উদ্দেশে আর্তি স্বামীহারাদের

নয়াদিল্লি, ৭ মে : ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ খুশি তাঁরা। কেউ চান ঘাতক পহলগামের গণহত্যায় জড়িত চার জঙ্গিকে জীবিত অথবা মৃতাবস্থায় দেখতে। কেউ চান, এই সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান যেন এখনই না শেষ হয়। মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিতে ভারতীয় সেনা আঘাত হানার পর নিজেদের মনের কথা জানিয়েছেন পহলগামে সদ্য স্বামীহারা মহিলারা।

যেমন, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা জেনিফার নাথানিয়াল। গত ২২ এপ্রিল পহলগাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বৈসরণ উপত্যকায় চোখের সামনে তাঁর স্বামীকে গুলি করে মেরেছিল চার জঙ্গি। মৃত সুশীল নাথানিয়ালের স্ত্রী ওই চার জঙ্গিকেই জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় দেখতে চান। তাঁর কথায়, ‘এই অপারেশন সিঁদুরের জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ। কিন্তু ওই চারজন কোথায়? ওই চারজনকে তো চাই।’

জেনিফারেরা খ্রিস্টান। দিন পনেরো আগে ভারতীয় জীবন বিমার কর্মী তাঁর স্বামীকে গুলি করে মেরেছিল চার মুখোশধারী জঙ্গি। ইন্দোরের বাড়িতে বসে অশ্রুসজল চোখে স্বামীহারা মহিলা বললেন, ‘ওই চারজন যা করেছে, তা নরপিশাচও করে না। আমি চাই, ওই চারজনকে যেন কড়া শাস্তি দেওয়া হয়। ওই চারজনের মরাই উচিত।’

সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত ভারতীয় নৌসেনার অফিসার লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়ালের স্ত্রী হিমাংশী নারওয়াল কেন্দ্রের ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রশংসা করার পাশাপাশি ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও। এই হিমাংশীই যখন জঙ্গিদের বলেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে তাঁকে মেরে ফেলতে, তখন জঙ্গিরা তাঁকে বলেছিল, ‘না তোমাকে মারব না। তুমি মোদিকে গিয়ে সবটা বলবে।’ হিমাংশী বুধবার বলেন, জঙ্গিদমন অভিযান যেন এখানেই থেমে না যায়। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেন সন্ত্রাসবাদের অবসানের সূচনা হয়। তাঁর কথায়, ‘আমার স্বামী সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল শান্তি রক্ষা করা এবং দেশের মানুষকে নিরাপদে রাখা। তিনি চেয়েছিলেন দেশে ঘৃণা আর সন্ত্রাস না থাকুক। আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু অনুরোধ করি যেন এখানেই থামা না হয়। এটা যেন সন্ত্রাসবাদের শেষের শুরু হয়।’

লেফটেন্যান্ট বিনয়ের বাবা রাজেশ নারওয়াল সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘আমার সরকারের ওপর বিশ্বাস ছিল, আছেও। আজ সরকার সেটা প্রমাণ করেছে। এমন কিছু করা দরকার ছিল, যাতে আর কেউ সাহস না করে এমন কাপুরুষোচিত কাজ করার। আজকের অভিযান সন্ত্রাসীদের মনে গেঁথে থাকবে।’

কেন্দ্রের অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর তাকে স্বাগত জানিয়েছেন পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত সন্তোষ জাগদালের স্ত্রী প্রগতি, শুভম দ্বিবেদীর স্ত্রী অশান্যা, কৌশিক গানবোতের স্ত্রী সংগীতা, শৈলেশ কালাটিয়ার স্ত্রী শীতল, যতীশভাই পারমারের স্ত্রী কাজলবেন, এন রামচন্দ্রনের স্ত্রী শীলা, মঞ্জুনাথ রাওয়ের স্ত্রী পল্লবী প্রমুখ।

আমার স্বামী সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল শান্তি রক্ষা করা এবং দেশের মানুষকে নিরাপদে রাখা। তিনি চেয়েছিলেন দেশে ঘৃণা আর সন্ত্রাস না থাকুক। আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু অনুরোধ করি, যেন এখানেই থামা না হয়। এটা যেন সন্ত্রাসবাদের শেষের শুরু হয়।
হিমাংশী নারওয়াল

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪ বৈশাখ ১৪৩২

প্রত্যাঘাত এবং ...

দেশবাসীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখল নরেন্দ্র মোদির সরকার। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার কঠোর প্রত্যাঘাত করল ভারত। পাকিস্তানের সঙ্গে সত্যি যুদ্ধ বাধলে নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে দেশের ২৫৯টি জায়গায় মক ড্রিলের আয়োজনের আগের রাতে 'অপারেশন সিঁদুর' করল ভারত। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি স্থানে বোমাবর্ষণে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিল ভারতীয় বাহিনী।

স্থলবাহিনী, বায়ুসেনা এবং নৌসেনার সম্মিলিত এই প্রত্যাঘাত প্রত্যাশিতই ছিল। এই দিনটি দেখার জন্য ২২ এপ্রিল থেকে অপেক্ষা ছিল ১৪০ কোটি দেশবাসীর। দেশের সব নাগরিকদের পাশাপাশি বিরোধী দলগুলি ভারতের অভিযানকে সমর্থন করেছে। পাকিস্তান অবশ্য ভারতের প্রত্যাঘাতের জবাব দেবে বলে ফের হুমকি দিয়েছে। নিয়ন্ত্রণরেখায় গত ২৪ ঘণ্টায় গোলাগুলি চালিয়ে নিরপরাধ কাশ্মীরিদের হত্যাও করেছে।

কিন্তু ভারতকে চোখ রাঙালে যে ফলটা ভালো হয় না, অতীতের অনেকবারের সেই শিক্ষা যেন এবারও ভুলে গেল ইসলামাবাদ। অন্তত ৮০ থেকে ৯০ জনের প্রাণহানি হয়েছে ভারতের অভিযানে। নিহতদের মধ্যে কুখ্যাত জঙ্গি জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারের পরিবারের অনেকে রয়েছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইকের পর ভারতের এই পহলগামের প্রতিশোধ নিয়ে পাকিস্তান শুধু নয় গোটা বিশ্বের ধারণা ছিলই।

সেই খবর শেষপর্যন্ত পাওয়ার পর থেকে যেন টগবগ করে ফুটছে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। দেশের সশস্ত্র বাহিনীর এই সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত। কিন্তু কয়েকটি আশঙ্কাও উঁকি মারতে শুরু করেছে, যা উপেক্ষা করা যায় না। অপারেশন সিঁদুরের পর কেন্দ্র দাবি করেছে, পাকিস্তানের কোনও সামরিক ঘাঁটিতে হামলা করা হয়নি। তাতে অবশ্য পাক সরকার ও সেনাবাহিনী সুর নরম করছে না। তাদের কথাবার্তায় ফের পাকিস্তানের পালটা হামলার হুমকি শোনা যাচ্ছে।

ফলে ভারত না চাইলেও অপারেশন সিঁদুরের পর যুদ্ধের আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসছে। যুদ্ধের আবহের সুযোগে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা হতে পারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কালোবাজারির রাস্তায় হাঁটতে পারে অসাধু ব্যবসায়ীরা। সেদিকে তাই নজর রাখা দরকার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির। সবথেকে বড় কথা, অপারেশন সিঁদুরের কৃতিত্ব নিয়ে সংকীর্ণ রাজনীতি করা উচিত নয়।

বিরোধী দলগুলির এব্যাপারে যতটা সচেতন থাকা দরকার, তার থেকে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হওয়া উচিত শাসক শিবিরের। সেনার উর্দিকে কখনও রাজনৈতিক কূটচালের হাতিয়ার করা উচিত নয়। যদিও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক নিয়ে এখনও কোথায় হামলা, কোনও প্রমাণ আছে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন তোলা হয়।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এসব কথায় সামরিক বাহিনীর কর্মদক্ষতা নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন ডেকে আনে। আবার সেনাবাহিনীর কৃতিত্বকে কেউ ভোটে জেতার চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করলেও সেটা ঘোর অন্যায়। পহলগাম হামলার পর দেশজুড়ে ধর্মীয় মেরুকরণের অস্ত্রে শান দিয়ে নাগরিকদের একটা বড় অংশকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। যা অনভিপ্রেত এবং যে রাজনীতির ফল বিষম হতে বাধ্য।

ভারতের গোয়েন্দা ও সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতা সন্দেহাতীত হওয়া সত্ত্বেও দোষীদেরও এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তার গাফিলতি কেন্দ্র মেনে নিয়েছে বটে। তবে সরকারের ভুলভ্রান্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকে। কিন্তু প্রশ্ন তোলার গণতান্ত্রিক অধিকারকে রাষ্ট্র বিরোধিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত নয়। আবার পহলগামকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলিমে বিভেদ ঘটিয়ে রাজনীতির রুটি সেঁকাও কাম্য নয়।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র নিয়ে কথায় কথায় বিরোধিতা আদতে দেশের সংবিধানকে অমান্য ও অসম্মান করা। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংয়ের যৌথ সাংবাদিক বৈঠক দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুত্ববাদী চরিত্রকে মজবুত করেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সবথেকে বড় শক্তি। পড়শি দেশ ফের সেই ঐক্যের প্রত্যাঘাত দেখেছে।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

– শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

কার্গিলের সঙ্গে এবারের মিল ও অমিল

কার্গিলে 'অপারেশন বিজয়' শুরু হয় ৩ মে। ২৬ বছর আগে। কার্গিলে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়েছিল।

সুমন ভট্টাচার্য

আর এক মে। আবার ভারতের প্রত্যাঘাত।

কার্গিল যুদ্ধ বা 'অপারেশন বিজয়'-এর সঙ্গে কতটা তফাত এবারের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে আমি মনে করি, কার্গিলের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা অসম ছিল। তখন পাক হানাদার বাহিনী তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থান দখল করে ছিল।

কারণ ১৯৯৯-এর সেই শীতে 'মুজাহিদিন'-দের ছদ্মবেশে পাক সেনাবাহিনীরই নর্দার্ন লাইট ইনফ্যান্ট্রির জওয়ানরা ঢুকে পাহাড়ের শৃঙ্গগুলো দখল করে বসে গিয়েছিল। ফলে ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা কিংবা ক্যাপ্টেন কণাদ ভট্টাচার্যদের কাজটা অনেক কঠিন ছিল। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ভারতীয় সেনা নিজেদের আকাশসীমার ভিতরে থেকে পাকিস্তানে এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে প্রত্যাঘাত করেছে।

আমার কার্গিল যুদ্ধ দেখা এবং বিদেশনীতি জানার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যতই ভারতীয় আক্রমণকে 'শেম' বলে মন্তব্য করুন, অজিত দোভালরা মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা এবং ইজরায়েলের ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের সাহায্য পেয়েছে। সেই কারণেই এত নিপুণভাবে লাহোরের অনতিদূরে ভাওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটিতে কিংবা মুরিদকেতে লস্কর-ই-তৈবার সদর দপ্তরে ভারতীয় মিসাইল ফেলায় এত সফল।

রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ১৯৭১-এর যুদ্ধের পর এই প্রথম ভারত পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে আক্রমণ চালাল। যতই নয়াদিল্লির তরফে বলা হোক, তারা শুধুমাত্র জঙ্গিঘাঁটিকেই নিশানা করেছে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কোনও প্রতিষ্ঠান বা অন্য কিছুতে আক্রমণ চালানো হয়নি, এটা আমাদের বুঝতে হবে, ভাওয়ালপুর কিংবা মুরিদকেতে আক্রমণ করা মানে পাক-পাঞ্জাবে আক্রমণ! আর কে না জানে পাকিস্তানের রাজনীতির ভরকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস হচ্ছে সেদেশের পাঞ্জাব।

পাক সেনাবাহিনীকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে, পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের শীর্ষকর্তাদের অধিকাংশই পাঞ্জাবি। বুধবার ভারতীয় আক্রমণের পর টিভিতে দেখলাম পাক-পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম শরিফকে, যিনি নওয়াজ শরিফের কন্যা এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ভাইঝি। ইসলামাবাদের প্রতিক্রিয়া বা মরিয়মের পালটা হামলার হুঁশিয়ারি আসলে বুঝিয়ে দেয় পাকিস্তানের শক্তির ভরকেন্দ্র কতটা কেঁপে গিয়েছে।

কার্গিল যুদ্ধ ছিল তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের পিঠে সেই সময়কার সেনাপ্রধান পারভেজ মুশারফের গুঁজে দেওয়া 'খঞ্জর'। কার্গিলের কিছুদিন আগেই নওয়াজের ডাকে অটলবিহারী বাজপেয়ী লাহোর বাসযাত্রা করেছিলেন এবং নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের মধ্যে সম্প্রীতির হাওয়া বইছিল। বাজপেয়ীর সেই বিখ্যাত লাহোর যাত্রার পরে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে কী কী চালু করা যায়, যেমন ট্রেন, বাস, তা নিয়ে চর্চার অন্ত ছিল না।

আমাদের পশ্চিমের প্রতিবেশী দেশে 'এস্টাবলিশমেন্ট' বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ সেনাবাহিনী, গুপ্তচর সংস্থা এবং আরও অনেক কিছু মিলিয়ে যে তথাকথিত 'প্রতিষ্ঠান' নামে জিনিসটি রয়েছে, তারা স্বভাবতই নওয়াজ শরিফের ভারতীয় অতিথিদের কাবাব খাওয়ানোর ভিজুয়ালস কিংবা 'মেহমানগিরি'র উদাহরণে খুশি ছিল না। তারই ফলস্বরূপ এসেছিল কার্গিল। মুশারফ সেবার নওয়াজ, তাঁর 'রাজনৈতিক বস'-কে একেবারে রান আউট করে দেওয়ার জন্য নর্দার্ন লাইট ইনফ্যান্ট্রির সেনাদেরই পাহাড়ের মাথায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জাতীয় সড়ক 'ওয়ান এ', যা আসলে লে-র সঙ্গে শ্রীনগরের সংযোগ রক্ষা করে, যা দিয়ে শুধু লাদাখের পণ্য যেত না, ভারতীয় সেনার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জামও যেত, সেই রাস্তাই চলে গিয়েছিল পাক বাহিনীর গোলার নিশানায়।

গত ২৫ বছরে শতদ্রু, ঝিলম দিয়ে অনেক জল বয়েছে। পাকিস্তানে শুধু শরিফরা না, ভুট্টো পরিবারও এখন সেনাবাহিনীর 'হাতের পুতুল' মাত্র। সেনার মদতেই ক্ষমতায় আসা এবং সেনার অসন্তুষ্টিতেই ক্ষমতা হারানো পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেট অধিনায়ক ইমরান খানের জেলবন্দি হওয়ার ঘটনা বলে দিয়েছে, ইসলামাবাদে 'এস্টাবলিশমেন্ট'-ই শেষ কথা। সেই কারণে আবারও সেই নওয়াজের দাওয়াতে মোদিও আচমকা পাকিস্তান ঘুরে এলেও ভালো করে বোঝেন পশ্চিমের প্রতিবেশী দেশের মন বোঝা বড় দুষ্কর। শরিফদের খাওয়ানো কাবাবে সবসময়েই 'হাড্ডি' পাক সেনাবাহিনী। এটা বোঝেন বলেই নরেন্দ্র মোদির এনডিএ সরকার এর আগে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছে, আর এবারে একেবারে পাক-পাঞ্জাবে বিস্ফোরণের শব্দ শুনিয়ে দিয়েছে।

কার্গিলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লড়াইটা মূলত ছিল 'হ্যান্ড টু হ্যান্ড ব্যাটল'। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত পাহাড়ের ওপরে উঠে দখলদারদের হাত থেকে প্রতিটি বাংকার দখলের জন্য হাতাহাতি লড়াই করতে হয়েছিল। কার্গিলের পর্বতশৃঙ্গগুলির অবস্থান যেরকম উঁচু এবং যেরকম সুবিধাজনক জায়গায় পাক হানাদার বাহিনী ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল, তাতে তাদের মেশিনগানের গুলিকে অতিক্রম করে হেঁটে পর্বতশৃঙ্গে পৌঁছে বাংকার দখল করা ছাড়া যুদ্ধ জয়ের আর কোনও উপায় ছিল না।

আমার স্যাটেলাইট ফোন থেকে মাঝেমধ্যেই প্রেমিকা ডিম্পল চিমাকে ফোন করা বিক্রম বাত্রা আমাদের সেই হাতাহাতি যেসব যুদ্ধের বিবরণ শোনাতেন। তেমনই গল্প শুনেছিলাম কার্গিল যুদ্ধের আর এক বীর সেনানী ক্যাপ্টেন শচীন নিম্বলকরের কাছ থেকে। অর্থাৎ লড়াইটা ছিল অনেক মুখোমুখি, অনেক 'ব্যক্তিগত' এবং অনেক রক্তাক্ত। সেই জন্যই কার্গিলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। ভারতীয় তরফে শহিদ হয়েছিলেন অনেকে।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর সেনার প্রেস বিবৃতি যতটা নির্মেদ বা সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংদের প্রেস ব্রিফিং যতটা সংক্ষিপ্ত, অপারেশনও তত নিখুঁত এবং নির্ভুল। পাক সেনাবাহিনীর তরফে দাবি করা হয়েছে তারা ভারতের পাঁচটি যুদ্ধবিমানকে গুলি করে নামিয়েছে। কিন্তু ইসলামাবাদও স্বীকার করে নিয়েছে, ভারতীয় বিমানগুলি তাদের আকাশসীমার মধ্যেই ছিল। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স কাশ্মীরের স্থানীয় সূত্র উদ্ধৃত করে তিনটি ভারতীয় ভেঙে পড়া যুদ্ধবিমানের ছবি দেখিয়েছে। কিন্তু ইসলামাবাদের কথা অথবা রয়টার্সের তথ্যকে যদি বিশ্বাসও করি, তাহলেও বলতে হবে ভারতীয় সেনা এবারে বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়নি। পাকিস্তানের হাতে ভারতের কেউ যুদ্ধবন্দি হিসেবে নেইও। এটা অবশ্যই 'অপারেশন সিঁদুর'-এর একটা বড় সাফল্য।

আমাদের মনে রাখতে হবে, কার্গিল যুদ্ধের সময়ও যেমন বিমান আক্রমণ চালাতে গিয়ে নচিকেতা পাকিস্তানে আটক হয়েছিলেন, তেমনই যুদ্ধের একেবারে প্রথম দিকে লেফটেন্যান্ট সৌরভ কালিয়া এবং তাঁর চার সঙ্গীর করুণতম পরিণতি হয়েছিল।

এখনও মনে আছে সৌরভ কালিয়া এবং তাঁর সঙ্গী সেনা জওয়ানদের দেহ যেদিন পাকিস্তান ফেরত দিল, সেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য কী যন্ত্রণার দিন ছিল, তা আজও ২৫ বছরের ব্যবধানে আমার স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে। তরুণ অফিসারের ক্ষতবিক্ষত শরীর, খুবলে তুলে নেওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাগকে আরও তীব্রতর করেছিল।

'অপারেশন সিঁদুর'-এ লড়াইটা অনেক 'যান্ত্রিক'। সেনাবাহিনীর বিবৃতির ভাষায় 'প্রিসাইজ, টার্গেটেড'। অবশ্যই তাতে ব্যক্তিগত শৌর্য আছে, হয়তো যুদ্ধবিমান থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নির্ভুল নিশানায় জঙ্গিঘাঁটিতে আঘাত হানার মতো সক্ষমতা দেখিয়েছে, কিন্তু সামনাসামনি আকচা-আকচি নেই। কার্গিলে বহু বাংকার আমরা দখল করেছিলাম গোর্খা বা নাগা বাহিনীর সম্মুখসমরের অভিজ্ঞতা দিয়ে। কুকরি কিংবা বেয়নেটের জোরে। 'অপারেশন সিঁদুর' টার্গেট লক করা এবং লক্ষ্যবস্তুকে উড়িয়ে দেওয়ার অবিস্মরণীয় আখ্যান হয়ে রইল।

(লেখক সাংবাদিক। কার্গিল যুদ্ধ কভার করার অভিজ্ঞতা রয়েছে)

আজ

২০০৮

অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়।

২০২৩

সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

হিন্দিতে একটা কথা আছে। জিনহো মোহি মারা, তে ম্যায় মারে। যারা মেরেছে, তাদেরকেই মারা হবে। সেনাবাহিনী এই আদর্শেই কাজ করেছে। অত্যন্ত সতর্কতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে। সেনারা শুধু তাদেরই মেরেছে, যারা আমাদের নিরাপরাধ মানুষকে মেরেছে।

- রাজনাথ সিং

ভাইরাল/১

ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেসের টয়লেটে সাপ দেখতে পান ট্রেনের এক স্টাফ। বাথরুমের ছাদে টিউবলাইটের ওপর সেটা দেখেন। পরে প্লাস্টিকের ব্যাগে মুড়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলা হয়। এভাবে এসি কোচে সাপ দেখে হতবাক যাত্রীরা। ছবিটি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

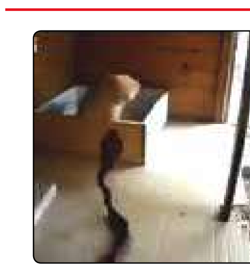

বাক্সের মধ্যে বাচ্চাদের নিয়ে বসে ছিল বিড়ালটি। হঠাৎ একটি কোবরাকে দেখে রণংদেহি মূর্তি ধারণ করে সে। কোবরা বাচ্চাগুলিকে খেতে এলে রুখে দাঁড়িয়ে থাবা মারতে থাকে। বাঘের মাসির সঙ্গে না এঁটে পিঠটান দেয় কিং কোবরা।

জনমন জনমত

প্রতিবেদনে বাস্তব তথ্য নেই

২১ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত জয়দীপ সরকারের 'জাত বড়, চাপা পড়ছে ভাতের লড়াই' শীর্ষক প্রতিবেদনে ১৯৫১ সালের ২১ এপ্রিল কোচবিহার শহরে ভুখা মিছিলে পুলিশের গুলি চালনায় পঞ্চ শহিদের মৃত্যু প্রসঙ্গে কিছু বাস্তব তথ্য এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রথমত, 'প্রজামণ্ডলের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক, সোশ্যালিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের সমন্বয়ে ১৯৫১ সালের ১৯ এপ্রিল খাদ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবিতে সাগরদিঘির পাড়ে অনশন আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়' - এই তথ্য আংশিক সত্য। ১৯৫১ সালে কোচবিহার শহরে সংগঠিত খাদ্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রজামণ্ডলের কোনও সম্পর্ক ছিল বলে জানা নেই। বরং ওই আন্দোলনে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে হিন্দু মহাসভা এবং উদ্বাস্তু সংগঠনের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কেন প্রতিবেদক এই ঐতিহাসিক সত্য এড়িয়ে গেলেন বা চেপে গেলেন, তা বোধগম্য হল না।

ওই মিছিলের পুরোভাগে জেনকিন্স স্কুল, মিশনারি স্কুল ও সুনীতি অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন- এ তথ্য প্রতিবেদক কোথায় পেলেন, জানি না। এই লেখকের জন্ম ১৯৫১ সালে কোচবিহার শহরে। বেড়ে ওঠা এই শহরে, পড়াশোনা জেনকিন্স স্কুলে। এ তথ্য কোনও দিন আমি শুনিনি। এ বিষয়ে লেখক আলোকপাত করলে খুশি হব।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য, কোচবিহার।

লেখকের উত্তর : প্রতিবেদনে ১৯৫১ সালের ১৯ এপ্রিল কোচবিহার শহরের সাগরদিঘির পাড়ে যে অনশনের উল্লেখ করা হয়েছে সেটা প্রজামণ্ডল, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সোশ্যালিস্ট পার্টির যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল বলেই 'সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের ৫০ বছর' (১৯৯৫) এবং 'খাদ্য আন্দোলনের ৫০ বছর : জনবার্তার বিশেষ ক্রোড়পত্র' (২০০১) ইত্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয়। জনবার্তার ক্রোড়পত্রে লতিকা নিয়োগীর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি, ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে একুশে এপ্রিল যে মিছিল শুরু হয়েছিল, সবাইকে অবাক করে দিয়ে অপরাজিতা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে সুনীতি অ্যাকাডেমির মেয়েরা দলে দলে তাতে যোগদান করেছিল।

অধ্যাপক চুনীলাল মুখোপাধ্যায় এবং যাদব আচার্য হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে ছিলেন। রমেশ রায় ছিলেন প্রজামণ্ডলের নেতা। বামপন্থী নেতারাও ছিলেন। স্থানাভাবে তাঁদের কারও নাম এবং রাজনৈতিক পরিচয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে সেটা প্রয়োজনও ছিল না। পত্রলেখকের তথ্য বিকৃতি বা তথ্য ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ একেবারেই ভ্রান্ত।

জয়দীপ সরকার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

আমার মরণে হয়নি তো হেডলাইন

প্রয়াত হলেন বালুরঘাটের ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক পীযূষ ভট্টাচার্য। যাঁর লেখা মনে করায় নবারুণ, অমিয়ভূষণদের।

সন্দীপন নন্দী

'রবীন্দ্র গল্প সেভাবে টানে না। নিজের লেখার জন্য বিভূতি, মানিক একটু আধটু পড়তে হয়।' ছোট মুখে বড় কথা শোনালেও দেওয়াল আর পিঠের সঙ্গে সমঝোতা করা শহর বালুরঘাটের চৈতালি সন্ধ্যায় কথাগুলো বলেছিলেন পীযূষ ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী গদ্যকার।

তিনি আজন্ম বেস্ট সেলার হতে চাননি, হতে চাননি সাহিত্যবাসরের আলোকময় সভাপতি কিংবা প্রকাশকের প্রভু। বরং 'আমিও তুমুল হৃদয়ধ্বনির ভিতর চোখ বুজি, অরণ্যের কপাট হাট করে মেলে ধরি' অথবা 'তরাইয়ের মেঘ গলিত ধাতুর মতো সগর্জন নেমে প্রতিমা ছাঁচে স্বর্ণমূর্তি হয়ে যায় হেমন্ত' লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের চিরাচরিত গদ্যধারাকে চুরমার করে দেওয়া উত্তরবঙ্গের অভিমানী দূরত্বের একজন লেখক। নবারুণ ভট্টাচার্য, অমিয়ভূষণ মজুমদারদের মনে করাতেন তিনি।

তাই তো অক্লেশে জনবহুল ফুটপাথের নগণ্য চেয়ারে বসেই একদা তিনি হয়ে ওঠেন অশীতিপর 'বার্থডে বয়'। উৎফুল্ল উন্নাসিকের মতো বলতে পারেন, লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে কিছু হয় না, সবটাই সত্যের পৌরাণিক স্তূপখনন।

ফলে মনসামঙ্গলকে প্রতিহিংসামূলক জার্নি বলতে যার বাঁধে না, তাঁর সাহিত্যকর্ম যে বহুপাঠ্য হবে, তা অবিশ্বাস্য। তাই চিরকাল তরুণ লেখক আর বাজারি রংচঙে গল্পসমগ্রের মাঝে এক অনামী প্রাচীর তুলে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন পীযূষ। লেখা ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো, মেলে না রে মেলে না, এ তো তাঁরই কথা। কখনও কথাও যে এভাবে কোথাও মন্ত্রের রূপ নেয়, যাকে

আমৃত্যু অস্বীকারের উপায় থাকে না।

ইচ্ছামৃত্যু নাকি নির্বাসন? প্রাতিষ্ঠানিক শামিয়ানামুক্ত এক ছিন্নপথের লেখক হয়েই আত্রেয়ীপারে কাটিয়ে গেলেন। তাই বাণিজ্যিক কাগজে অনাবিষ্কৃত থেকে গিয়েছেন লোকটি। বিবাহ হতে জন্মদিনপ্রহরে স্বজনের হাতে তুলে দিতেন, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করা লেখক ভৈকুম বশীরের গদ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক পাশ নাতনিকে বইমেলায় কেনার জন্য জগদীশ গুপ্ত, অমিয়ভূষণ রেকমেন্ড করতেন।

তাই দেবেশ রায় বলেছিলেন, 'পীযূষের লেখার গন্ধ পেলে তো পেলে, না পেলে পেলে না।' আসলে মৃত্যু আসে না, মেনে নিতে হয়। মৃত্যুপূর্বে দলছুট হাতির নিঃসঙ্গতাকে তাই অপূর্ব মৃত্যুচেতনার নকশা বলে মেনে নিয়েছিলেন মানুষটি। আর মহাশ্বেতা দেবীর ফোন এলে তন্ময় হয়ে শুনতেন, মনে হত যেন তখন সাহিত্যের ক্লাস চলছে। বলতেন, যা দেখি তাই লিখি। লেখার শুরুতেই ভাবতে হবে, এ বিষয়ে পৃথিবীর সব ভাষায় লেখা হয়ে গিয়েছে। যা লিখছি, পুরোটাই যেন হয়ে ওঠে অভূতপূর্ব, অপঠিত। তবেই লেখা, লেখা হয়ে উঠবে।

'ইংরেজি ভাল লিখতে পড়তে পারি না' এই অপারগতার ডিসক্লেইমার দেওয়াটাও তো একজন সৎ লেখকের দায়বোধ। তাই মার্কেজ, মুরাকামির অনুবাদ লেখা খুঁজে খুঁজে পড়তেন পীযূষ।

ওঁর কাকমারা জংশন, জ্যোৎস্নালোকে হুইলচেয়ার, ঠাকুমার তালপাখা, নদী পুড়ে যায়-এর মতো গল্পে জাগ্রত পাঠক যেন শিক্ষিত হবার দিকে ঝোঁকেন। তাঁকে পড়তে থাকে, পড়তেই থাকে, ঘোরের মধ্যে। অথচ জানি পীযূষের গল্পে কোনও বস্তুগত টান নেই, পরিণতিহীন সম্পর্কের বা মগ্ন মানবের কিছু উদ্ভাস শেষপর্যন্ত বরাদ্দ নেই পাঠকের জন্য। তাই এ লেখক পাঠকদের জন্য রাখেন শুধু এক পরিসর, যা পাঠককে পৌঁছে দেয় এক নতুন ডিসকোর্সে, নতুন চিহ্নকের দৌত্যে। যে লিখে গিয়েছেন, আকাশ কলকাতার মতো লম্বা, চৌকো, নানা কিসিমের ফ্রেমে বাঁধানো নয়, এ বিরাট আকাশ খোলা। নীচে ছোট্ট অক্ষরে লেখা 'আমার মরণে হয়নি তো হেডলাইন'।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। প্রবন্ধকার)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৪

পাশাপাশি : ১। লোহার বা কাঠের শিক ৩। ভাঙা বা ফাটা মেরামত ৪। ঘি রঙের রেশমি কাপড় ৫। বংশকৌলীন্য, আভিজাত্য ৭। দেব, ঠাকুর ১০। উকুনের ডিম ১২। বিক্রিত জমি ইত্যাদির দালাল ১৪। পুত্র, বালক ১৫। হরি ও হর, বিষ্ণু ও শিব, বিষ্ণু ও শিবের অভেদমূর্তি ১৬। ঢেউ, শ্রেণি, সারি বা প্যাঁচ।

উপর-নীচ : ১। চ্যাঁচামেচি, হাঁকডাক ২। চাবুক দিয়ে প্রহারের দাগ ৩। দাউদ খানের নামে চাল ৬। যে লোহা পুড়িয়ে গোরু-মোষের গায়ে দাগ দেওয়া হয় ৮। অভীষ্ট লাভের পন্থা বা প্রণালী ৯। কুলির সর্দারি, হেড কনস্টেবল ১১। কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট ১৩। প্রতিলিপি, অনুকরণ, কৃত্রিম, মেকি, ঝুটো।

সমাধান ■ ৪১৩৩

পাশাপাশি : ২। সিদ্ধহস্ত ৫। মটকি ৬। বনজঙ্গল ৮। সিন্ধু ৯। মদ ১১। কদমবুসি ১৩। হাম্বির ১৪। বনিবনা।

উপর-নীচ : ১। রামনাম ২। সিকি ৩। হনন ৪। দলিল ৬। বন্ধু ৭। জলদ ৮। সিকিম ৯। মসি ১০। জনরব ১১। কদন্ন ১২। বুকনি ১৩। হানা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মণীন্দ্রনাথের মণিমাণিক্য

মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের তিন কৃতী। বাঁদিক থেকে কৃষ্টি সরকার, ঐশিকী দাস ও লীনা দাস। কোচবিহারে। -জয়দেব দাস

জবাব প্রয়োজন ছিল, বলছে কৃষ্টি

গৌরহরি দাস

মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় তার নাম ছিল না। সে ৬৬৫ নম্বর পেয়েছিল। দু'বছরের মাথায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্য মেধাতালিকায় অষ্টম স্থান দখল করে সেই আক্ষেপ মেটাল কোচবিহারের কৃষ্টি সরকার। পাশাপাশি জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্স পরীক্ষাতেও সে কোয়ালিফাই করেছে। উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতেই শহরের বয়েজ ক্লাবের উলটোদিকের বাড়িটিতে উপচে পড়া ভিড়। মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের ছাত্রী কৃষ্টিকে শুভেচ্ছা জানাতেই এই ভিড়। তাকে ঘিরে ভিড়টা কম ছিল না স্কুলেও। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল, এআই বরুণ মজুমদার সহ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা তাকে সংবর্ধনা জানান।

অষ্টম

অষ্টম স্থান দখল করার ক্ষেত্রে ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৯০ পেয়েছে কৃষ্টি। বাংলায় ৯৭, ইংরেজিতে ৯৯, জীববিদ্যায় ৯৯, রসায়নে ৯৭, পদার্থবিদ্যায় ৯৮ ও অঙ্কে ৯৬ নম্বর পেয়েছে সে। একমাত্র সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখেননি বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী বিশ্বজিৎ সরকার ও তাঁর স্ত্রী রূপা। তাঁদের সর্বস্ব দেওয়ার পাশাপাশি ঋণও নেন। বিশ্বজিৎ বলেন, 'মেয়ের এই ফলাফলে আমাদের পরিশ্রমটা স্বার্থক হল।' কৃষ্টি জানায়, বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না তার পড়াশোনায়। তবে সবমিলিয়ে দিনে ১০-১২ ঘণ্টা পড়ত। ছয়জন গৃহশিক্ষক ছিল। প্রাথমিকভাবে ডাক্তারি নিয়ে পড়তে চায় কৃষ্টি। অন্যথায় বেছে নেবে ইঞ্জিনিয়ারিং। মেধাবী কৃষ্টির সময় কাটে টিভিতে কার্টুন, বিভিন্ন ধারাবাহিক এবং ক্রিকেট খেলা দেখে। বিরাট কোহলি পছন্দের ক্রিকেটার।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য এবছর উচ্চমাধ্যমিকের ফল নিয়ে তেমন হইচই নেই। তবে আক্ষেপ নেই মেয়েটির। বলছে, 'পহলগাম হত্যাকাণ্ডের পর এমন জবাব দরকার ছিল।'

গবেষণা করতে চায় ঐশিকী

গৌরহরি দাস

ইউটিউব ও রেডিওতে গল্প শুনতে খুব পছন্দ করে মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের ছাত্রী ঐশিকী দাস। এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে সে। কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছ-রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর টাকাগাছ এলাকার বাসিন্দা ঐশিকী পরীক্ষায় পেয়েছে মোট ৪৯৩ নম্বর। এর মধ্যে বাংলায় ৯৪, ইংরেজিতে ৯৮, রসায়নে ৯৭, অঙ্কে ১০০, পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যায় ৯৯ নম্বর পেয়েছে।

পঞ্চম

উত্তর টাকাগাছ এলাকায় ঐশিকীর এমন ফলাফলে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে গোটা গ্রামে।

দিন-রাত পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত। তাই ঐশিকীকে পড়শিরাও বাড়ি থেকে খুব একটা বের হতে দেখেন না। দিনে ১২-১৩ ঘণ্টা করে পড়াশোনা করে। তার নয়জন গৃহশিক্ষক ছিল। উচ্চমাধ্যমিকে র‍্যাংক করার পাশাপাশি জেইই অ্যাডভান্সেও সে সুযোগ পেয়েছে। ঐশিকী বলে, 'অন্যান্য কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্যও খাটছিলাম। তাই ভেবেছিলাম উচ্চমাধ্যমিকে ৪৭৫-এর আশপাশে পাব। র‍্যাংক যে করব, এটা সত্যিই ভাবিনি।' গল্পের বই পড়তে ভালোলাগে। ভালো গল্পের সিনেমা ও গোয়েন্দা সিরিজ দেখতে ঐশিকী খুব পছন্দ করে। আর আগামীদিনে ফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ করতে চায় সে।

ঐশিকী বাবা-মায়ের একই সন্তান। বাবা শংকর দাস এমএসকে-র শিক্ষক। মা নমিতা দাস সংসার সামলান। শিক্ষকতার পাশাপাশি শংকরবাবু আমিনের কাজ করেন। ভালো ফল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন শংকর। আর মেয়েকে পড়তে বসতে বলতে হত না, বলছেন নমিতাও।

টিভি দেখার ঝোঁক লীনার

গৌরহরি দাস

টিভিতে সিরিয়াল দেখার তাঁর খুব ঝোঁক। এদিকে সামনে উচ্চমাধ্যমিক। তাই গত এক বছর ধরে বাড়িতে টিভি রিচার্জ করেননি লীনার বাবা লিটনচন্দ্র দাস। তবে লীনাকে রোখা যায়নি। সে মোবাইলেই সিরিয়াল দেখত। তা বলে পড়াশোনায় কমতি ছিল না। উচ্চমাধ্যমিকে ৪৯০ নম্বর পেয়ে রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে কোচবিহারের মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের ছাত্রী লীনা দাস।

অষ্টম

কোচবিহার শহর লাগোয়া বুড়িরপাট এলাকার বাসিন্দা লীনা বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৯৫, জীববিদ্যা ও রসায়নে ১০০, পদার্থবিদ্যায় ৯৯ ও অঙ্কে ৯১ নম্বর পেয়েছে।

লীনারা দুই ভাইবোন। বাবা লিটনচন্দ্র পাতলাখাওয়া হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক। মা বীণা দাস গৃহবধূ। উচ্চমাধ্যমিকের টেস্টে নম্বর কিছুটা কম পেয়েছিল। তবে তাতে ভেঙে পড়েনি। ভালো ফলের কথা ভাবলেও একেবারে মেধাতালিকায় নাম তোলার কথা সে ভাবতেও পারেনি।

৬ জন গৃহশিক্ষক পড়াশোনায় সাহায্য করেছেন তাকে। মেধাবী এই কিশোরী বলল, 'প্রতিদিন ৫-৬ ঘণ্টা করে লেখাপড়া করতাম। পড়ার পাশাপাশি টিভিতে বাংলা সিরিয়াল দেখতে খুব ভালোবাসি। আর ভালোবাসি আমের চাটনি খেতে।' আগামীদিনে ডাক্তার হতে চায় সে।

লেখাপড়া ছাড়াও মেয়ে রবীন্দ্রসংগীত ও ক্ল্যাসিকাল গান শেখে। জানালেন লীনার বাবা লিটনচন্দ্র। মা বীণা বললেন, 'মেয়ে ভালো ফলাফল করবে আশা করেছিলাম, কিন্তু এতটা ভালো ফল করবে এটা আশা করিনি। চাটনির পাশাপাশি বিরিয়ানি আর পোলাও খেতে ও খুব পছন্দ করে।'

মাধ্যমিকের খেদ মিটল জ্যোতির্ময়ের

ভাস্কর শর্মা

মেধাতালিকায় জায়গা পাবে, আশা করেছিল মাধ্যমিকের সময়ও। সেবার হয়নি, এবার আশাপূরণ হল ফালাকাটার জ্যোতির্ময় দত্তের। ৪৯০ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে অষ্টম হয়েছে ফালাকাটা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাদারি রোডের বাসিন্দা এই মেধাবী কিশোর। আর মাধ্যমিকের পর এবার উচ্চমাধ্যমিকেও ফালাকাটা হাইস্কুলের মুখ উজ্জ্বল হল। স্কুলের শিক্ষকরা জ্যোতির্ময়ের বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

অষ্টম

জ্যোতির্ময় দত্তর জন্য গর্বিত তার পরিবার।

জ্যোতির্ময় কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্সে ৯৯, বাংলায় ৯৩, ইংরেজিতে ৯৫, অঙ্কে ১০০ এবং বায়োলজিতে ৯৭ নম্বর পেয়েছে। এবার তাঁর লক্ষ্য ডাক্তারি পাশ করার।

এদিন রেজাল্ট হাতে পাবার পরেই উচ্ছ্বসিত জ্যোতির্ময় সহ তার পরিবার ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। জ্যোতির্ময় বলে, 'মাধ্যমিকের সময় ভেবেছিলাম মেধাতালিকায় স্থান পাব। কিন্তু হয়নি। সেই আক্ষেপ থেকেই সবকিছু ছেড়ে পড়ায় মন দিই। এদিনের রেজাল্টে তাই আমি খুশি। এখন নিটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

জ্যোতির্ময়ের বাবা সুশান্ত দত্ত এবং মা শিবানী দত্ত সেন দুজনেই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁরা জানালেন, জ্যোতির্ময় দিনে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা পড়ত। তাঁর ৯ জন গৃহশিক্ষক ছিল। পড়তে ভালো না লাগলে গান শুনে এবং ঘুমিয়ে সময় কাটাত। স্কুলের এবং গৃহশিক্ষকরা সহযোগিতা তো করেইছেন, তবে এই সাফল্যের জন্য বাবা-মাকে বেশি কৃতিত্ব দিচ্ছে জ্যোতির্ময়।

বাবা সুশান্ত'র কথায়, 'মাধ্যমিকে র‍্যাংক না পাওয়ায় ভেঙে পড়েছিল। তখন আমরা ওকে উৎসাহ দিই। ওর একাগ্রতা এবং নিষ্ঠার জন্যই এই ফল হয়েছে।'

মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও মেধাতালিকায় সত্যম

দেবদর্শন চন্দ

সত্যম বণিককে মিষ্টিমুখ মায়ের। পাশে বাবা।

মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও মেধাতালিকায় নিজের স্থান বজায় রাখল কোচবিহারের সত্যম বণিক। রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে কোচবিহার রামভোলা উচ্চবিদ্যালয়ের ওই ছাত্র। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯। বুধবার যখন উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়, তখন সত্যম অনলাইনে ক্লাস করতে ব্যস্ত। প্রথম মায়ের মুখে নিজের রেজাল্ট শোনে সে। এরপর প্রতিবেশী থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জনপ্রতিনিধিরা তার বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সত্যমের সাফল্যে খুশি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। শিক্ষক গৌতম দেবের কথায়, 'সত্যম আমাদের স্কুলের গর্ব। ও নিয়মিত স্কুলে যেত। মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটা বিরাট কৃতিত্বের।'

নবম

শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বৃন্দাবন সাহা চৌপথি এলাকার সত্যম মাধ্যমিকে রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছিল। আর উচ্চমাধ্যমিকে নবম হয়েছে। বাংলায় ৯৭, ইংরেজিতে ৯৮, অঙ্কে ৯৯, রসায়নে ৯৮ এবং পদার্থবিদ্যায় ৯৭ পেয়েছে। ছেলের সাফল্যে খুশি বাবা-মা। বাবা গোপালচন্দ্র বণিক পেশায় ব্যবসায়ী। মা গৃহবধূ। গোপাল বলেন, 'আমার ছেলে যে ভালো র‍্যাংক করবে সে বিষয়ে আমি আশাবাদী ছিলাম।'

বরাবরই পড়াশোনা করতে ভালোবাসে সত্যম। বাঁধাধরা সময় না থাকলেও প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা পড়াশোনা করত সে। উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতির জন্য তার ৭ জন গৃহশিক্ষক ছিল। সত্যম বলে, 'ভালো ফল হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু এবারেও মেধাতালিকায় স্থান পাব তা ভাবিনি।' ভবিষ্যৎ নিয়েও অনেক পরিকল্পনা তার। সত্যম জানিয়েছে, এখন থেকেই জেইই অ্যাডভান্সয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। পরবর্তীতে আইএসআইআরে পরীক্ষা দেওয়ার কথাও ভাবছে। গ্র্যাজুয়েশনের পর ইউপিএসসি দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।

পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবল খেলতে এবং খেলা দেখতেও ভালোবাসে সত্যম। তার প্রিয় খেলোয়াড় লিওনেল মেসি। গল্পের বই সেভাবে না পড়লেও প্রতি রাতে শোবার আগে সত্যম গীতা পাঠ করত।

জলপাইগুড়ির খরা কাটাল কোয়েল

অনসূয়া চৌধুরী

মাধ্যমিকে মেধাতালিকায় নাম ছিল না জলপাইগুড়ি জেলার কারও। উচ্চমাধ্যমিকে সেই দুঃখ দূর হল কচুয়া বোয়ালমারির দরিদ্র পরিবারের মেয়ে কোয়েল গোস্বামীর হাত ধরে। রাজ্যে সপ্তম হয়েছে সে।

তাদের বাড়ির মুলিবাঁশের বেড়া একটু হাওয়া দিলেই পড়ে যায়। বৃষ্টি হলে টিনের ফুটো চুঁইয়ে জল পড়ে। আবাস যোজনার তালিকায় নাম ওঠেনি। তাই দুই মেয়েকে নিয়ে এই ভাঙাচোরা ঘরেই কোনওরকমে মাথা গোঁজেন বাবা অশোক ও মা বাসন্তী গোস্বামী। দিন আনি দিন খাই পরিবারে পেট ভরে পুষ্টিকর খাদ্য মেলাও দুষ্কর। তার মধ্যেও মেয়ে ৪৯১ পাওয়ায় চোখের জল আর ধরে রাখতে পারছিলেন না বাবা-মা। খুশির হাওয়া কোয়েলের স্কুল কচুয়া বোয়ালমারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েও।

গ্যাস সিলিন্ডার কেনার টাকা নেই, আজও খড়ির উনুনেই রান্না করেন বাসন্তী। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাই আবাসের ঘর আর মেয়ের উচ্চশিক্ষায় সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এই অভাব অনটনের মধ্যেও মেয়ের পড়াশোনোর জন্য চারজন গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন পান বিক্রেতা বাবা। কোয়েল বাংলায় ৯৭, ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোলে ৯৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৭ ও অর্থনীতিতে ১০০ পেয়েছে। সে বলল, 'ইচ্ছে রয়েছে ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনো করে অধ্যাপক হওয়ার।'

মা বাসন্তীর কথায়, 'পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ফেনা ভাত খেয়ে গিয়েছে। অভিভাবক হিসেবে ওর জন্য আমরা তেমন কিছুই করতে পারিনি। ওর পড়ার ঘরের টিন সারাই করতে না পেরে বাঁশ দিয়ে ঠ্যাকনা দিয়ে রেখেছি। কিন্তু মেয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করল।'

সপ্তম

আমি তোমায় ভালোবাসায় মুড়ে রাখি, মা... কোয়েল গোস্বামীর সঙ্গে তার মা। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

প্রিয়াংকা বর্মন

অনুষ্কা শর্মা

মৌমিতা মণ্ডল

মৌসুমি পাল

কৌরব বর্মন

আর্থিক দুরবস্থাকে টেক্কা প্রিয়াংকার

বিশ্বজিৎ সাহা

এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মেধাতালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শীতলকুচি ব্লকের নগর ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্রী প্রিয়াংকা বর্মন। কলা বিভাগের ছাত্রী প্রিয়াংকার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১। বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৯৮, শারীরশিক্ষায় ৯৯, দর্শনে ৯৯ এবং সংস্কৃতে ৯৯ পেয়েছে প্রিয়াংকা।

ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রত্যন্ত আবুয়ারপাথার গ্রামের পেশায় দিনমজুর দম্পতি ধনঞ্জয় বর্মন এবং শ্যামলী বর্মনের কন্যা প্রিয়াংকা। মাথাভাঙ্গা মহকুমা সদর থেকে ১৫ কিমি দূরে কৃষিজমির মাঝে প্রিয়াংকাদের বাড়ি। এদিন উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকা প্রকাশ হতেই গ্রামবাসীদের পাশাপাশি অনেকেই প্রিয়াংকাকে সংবর্ধনা জানাতে তার বাড়ি যায়। সংবর্ধনা জানাতে আসেন এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ও। তিনি প্রিয়াংকার উচ্চশিক্ষার জন্য পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

সপ্তম

প্রিয়াংকার এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপনকুমার সিংহ সহ অন্য শিক্ষকরা। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'প্রিয়াংকার এই সাফল্য স্কুলকে গর্বিত করেছে।'

ভালো ফল হবে এই বিশ্বাস থাকলেও মেধাতালিকায় স্থান হবে, এ কল্পনা করেনি প্রিয়াংকা। পড়াশোনার বাঁধাধরা রুটিন ছিল না কৃতী এই ছাত্রীর। প্রতিদিন গড়ে ৫ ঘণ্টা পড়াশোনার পাশাপাশি চারটি টিউশন ব্যাচে যেত সে। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে মাথাভাঙ্গা কলেজ থেকেই স্নাতক স্তরে পড়াশোনার ইচ্ছে রয়েছে তার। বাইরের বড় কলেজে গিয়ে পড়ার সাধ থাকলেও সেক্ষেত্রে বাধা আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। ভবিষ্যতে ইংরেজির অধ্যাপিকা হতে চায় সে। পড়াশোনার অবসরে গান শোনা এবং কবিতা ও গল্পের বই পড়ার নেশা রয়েছে।

'সিঁদুর'-এর প্রশংসা অনুষ্কার মুখে

প্রণব সূত্রধর

বুধবার সকাল থেকে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সরগরম গোটা দেশ। তারমধ্যেই আবার উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টও বেরিয়েছে। ৪৯১ পেয়ে রাজ্যে সপ্তম স্থান পেলেও আলিপুরদুয়ারের অনুষ্কা শর্মার মুখে তাই বুধবার শোনা গেল জঙ্গি হামলার প্রত্যাঘাতের কথাই। সংবর্ধনার জোয়ারের মাঝেই অনুষ্কা বলল, 'অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত। এতে সন্ত্রাসী হামলায় স্বামীহারা নারীদের সম্মান জানানো হল।'

সপ্তম

অনুষ্কার স্বপ্ন সিভিল সার্ভিস অফিসার হওয়া। তাই কলা বিভাগ বেছে নিয়েছিল নিউটাউন গার্লস স্কুলের এই ছাত্রী। এদিন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রেয়সী দত্ত সহ অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাকে ফুল, মিষ্টি ও বই উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। অনুষ্কা বাংলা ও ভূগোলে ৯৭, ইংরেজিতে ৯৮, ইতিহাসে ৯৫, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১০০ ও এডুকেশনে ৯৯ পেয়েছে। ছয়জন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েছে। তবে পড়াশোনায় তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন মা পাপড়ি শর্মা ঝা। বাবা অমিত শর্মা ব্যস্ত পুলিশ আধিকারিক। মা গৃহবধূ। মেয়ের পড়াশোনার সময় তিনি অনুষ্কার সামনেই বসে থাকতেন। ভুল ধরিয়ে দিতেন। নোট লিখে দিতেও সহযোগিতা করতেন। বাবাও মেয়ের এই সাফল্যের পিছনে স্ত্রীর অপরিসীম কৃতিত্বের কথা মেনে নিয়েছেন।

অনুষ্কার মা বললেন, 'ঘরের সব কাজকর্ম সেরে বাকি সময়টা ওর পাশে বসে থাকতাম। পড়াশোনার প্রতি ওর নিষ্ঠা রয়েছে। এছাড়া ছোটবেলা থেকে গান ও আবৃত্তিতে পুরস্কার পেয়েছে।'

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেজন্য সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি বা প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চায় আলিপুরদুয়ার শহরের এই মেধাবী ছাত্রী।

শিক্ষক হতে নারাজ মৌসুমি

সৌরভ রায়

একসময় শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখত মৌসুমি পাল। তবে শিক্ষক নিয়োগে ভূরিভূরি দুর্নীতির নমুনা দেখে নিজের মত পালটে ফেলেছে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের এই মেধাবী ছাত্রী। ৪৮৮ নম্বর পেয়ে এবার উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে দশম হয়েছে ভুড়িয়াখালির বাসিন্দা মৌসুমি। এখন সে আইন নিয়ে পড়ে বিচারপতি হতে চায়।

বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম নিজের রেজাল্টের কথা জানতে পারে সে। মা অঞ্জনা পাল এবং বোনকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসে স্কুলে। অনলাইনে রেজাল্ট দেখে মেধাতালিকায় স্থান করে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতেই পরিবারে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

দশম

সময় মেপে পড়াশোনা করেনি সে। পড়তে ভালোই লাগত মৌসুমির। পাঠ্যবই ছাড়াও উপন্যাস সহ অন্য স্বাদের বইও পড়তে ভালোবাসে সে। অবসরে মন দেয় আঁকাজোকায়। এদিন স্কুলে দাঁড়িয়ে এক গাল হেসে মৌসুমি বলল, 'ভালো প্রস্তুতি ছিল বলে ভালো রেজাল্ট আশা করেছিলাম। কিন্তু, র‍্যাংক করতে পারব ভাবতে পারিনি। খুব আনন্দ হচ্ছে।'

বাবা গোকুল পাল পুরোনো ব্যাটারি কিনে তা বিক্রি করেন। মেয়ের সাফল্যে খুশি তিনিও। মা অঞ্জনার কথায়, 'মেয়ে আগে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখত। এখন আর সে স্বপ্ন দেখে না। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি চোখের সামনে দেখার পর এখন আইন নিয়ে পড়তে চায়। ওর স্বপ্নপূরণের জন্য আমরা সবরকমভাবে চেষ্টা করব।' বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ১০০, ভূগোলে ৯৮, ইতিহাসে ৯৯ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৫ পেয়েছে মৌসুমি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম বললেন, 'মৌসুমির রেজাল্ট পরবর্তী পরীক্ষার্থীদের দিশা দেখাবে।'

কৌরবকে নিয়ে গর্বিত স্কুল, পরিজন

বিপ্লব হালদার

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের সেরা দশের মেধাতালিকায় জায়গা করে নিল তপন ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকার বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়। ওই স্কুলের কৌরব বর্মন ৪৮৮ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে দশম স্থানে। কৃষকের ছেলে কৌরব জেলার মুখ উজ্জ্বল করায় খুশির হাওয়া গোটা এলাকায়।

দশম

তপন ব্লকের মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমপুর গ্রামের বাসিন্দা কার্তিক বর্মন। পেশায় তিনি কৃষক। পাশাপাশি হাটে মুদির দোকান করেন। স্ত্রী প্রার্চনা বর্মন ও দুই ছেলে কৌরব ও সৌরভ বর্মনকে নিয়ে সংসার। দুই ভাইয়ের মধ্যে কৌরব বড়। এবছর বালাপুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। ফল প্রকাশের পর কৌরবকে শুভেচ্ছা জানাতে বিদ্যালয়ে হাজির হন তপন ব্লকের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষ, আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা, তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মন, জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক।

৪৮৮ নম্বর পাওয়ার পাশাপাশি কৌরব বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৯৬, ভূগোলে ৯৭, ইতিহাসে ৯৮, সংস্কৃতে ৯৭ ও এডুকেশনে ১০০ নম্বর পেয়েছে।

নিজের সাফল্যের প্রসঙ্গে কৌরবের প্রতিক্রিয়া, 'পরীক্ষা ভালো হয়েছিল। রাজ্য মেধাতালিকায় থাকব ভাবিনি। আবার কখনও সেই ভাবনা এলেও সেটা কারও কাছে প্রকাশ করার সাহস পাইনি। এদিন ফল প্রকাশের খবর মোবাইলে চালিয়ে স্নান করছিলাম। স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে ভাই বলে উঠল, দাদা তোর নাম বলল। ভাইয়ের কথা শুনে খবরটিতে নজর দিই। সেসময় আমার নাম নেয়। তখনও বিশ্বাস হয়নি। যখন স্কুলের নাম নিল তখনই বুঝতে পারলাম।'

একইসঙ্গে জীবনের চরম উপলব্ধির কথাটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে। তার আত্মোপলব্ধি, 'দশম স্থান পাওয়া মানে আমার জীবনের শীর্ষে পৌঁছে গেলাম এমন নয়। আরও অনেক দূর পৌঁছাতে হবে। সেজন্য বাবা মা ও শিক্ষক, শিক্ষিকাদের আর্শীবাদ প্রয়োজন। ডব্লিউবিসিএস অফিসার হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।'

কৌরবের বাবা কার্তিক বর্মন ও মা প্রার্চনা বর্মন বললেন, 'ছেলে আরও এগিয়ে যাক। ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা করব।' বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়ের টিআইসি সুজিত বর্মনের দাবি, 'আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র কৌরব আগাগোড়া মেধাবী। সংসারের অভাব অনটন থাকলেও সব বাধা সরিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে দশম স্থান পেয়েছে। স্কুলের নাম আরও অনেকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এজন্য আমরা গর্বিত। কৌরবের পাশে আমরা সবসময় থাকব।' তপন ব্লকের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষের আশ্বাস, কৌরবকে সমস্তরকম সহযোগিতা করা হবে।

সিভিল সার্ভিস লক্ষ্য মৌমিতার

শেখ পান্না

দশম

মাধ্যমিকে ফল খুব ভালো ছিল না। কম নম্বর পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস হারাননি। আর শেষ পর্যন্ত জেলার মান রাখলেন রতুয়া দুই ব্লকের ওই পরীক্ষার্থী। এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সম্ভাব্য মেধাতালিকায় দশম স্থান পেয়েছে আড়াইডাঙ্গা ডিবিএম আকাদেমি হাইস্কুলের ছাত্রী মৌমিতা মণ্ডল। ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৮৮ পেয়ে তিনি রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করেছেন। উচ্ছ্বসিত গোটা আড়াইডাঙ্গা।

মৌমিতার বাড়ি মানিকচক ব্লকের চৌকি মীরদাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরীপুর নতুনটোলায়। বাবা মলয়কুমার মণ্ডল সরকারি কর্মী। আরএলআই বিভাগে কাজ করেন। মা অনিতা মণ্ডল ঘরের কাজকর্ম সামলান। মৌমিতারা দুই বোন। তিনি বড়। নিজের এই সাফল্য মৌমিতা তাঁর বাবা-মা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসর্গ করতে চান। তাঁর কথায়, 'সকালে পড়ার সময় পেতাম না। মূলত রাতে পড়াশোনা করতাম। সময় পেলে দিনেও পড়তে বসতাম। সাত থেকে আট ঘণ্টা পড়তাম। টিভিতে গান শুনতাম, কার্টুনও দেখতাম। মোবাইলেও আমি স্বচ্ছন্দ। আমি কলা বিভাগের ছাত্রী। বাংলা-ইংরেজি ছাড়া আমার বিষয় ছিল ভূগোল, দর্শন আর সংস্কৃত।'

বুধবার টিভিতে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন দেখছিল। বেলা দেড়টা নাগাদ মৌমিতা জানতে পারে রাজ্যে দশম হয়েছেন। খবরটা প্রথমে মাকে জানায়। তারপর পরিবারের সকলে জানতে পারেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা হয়েছে।

পরীক্ষার্থীদের জন্য তাঁর পরামর্শ, 'কেউ যেন নিজের উপর বিশ্বাসটা হারিয়ে না ফেলে। সবসময় পড়াশোনা করার প্রয়োজন নেই। যখন ইচ্ছে হবে তখন পড়লেই চলবে।' মৌমিতার ইচ্ছে, 'ইউপিএসসি ক্র্যাক করা আমার স্বপ্ন। যদি একান্তই তা না হয় তবে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।'

পাঁচজন গৃহশিক্ষক মৌমিতাকে পড়াশোনায় সাহায্য করেছেন। ইংরেজি বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়তে চায় সে।

ছাড়ারপাড়ে ঝুঁকির যাতায়াত

ফুলবাড়ি, ৭ মে : রাস্তা বেহাল। ঝুঁকি নিয়ে চলছে বাইক, টোটো। নজর নেই প্রশাসনের। আর তাতেই এলাকার মানুষ ও নিত্যযাত্রীদের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির ছাড়ারপাড় এলাকায় মাঠের মাঝে কংক্রিট ঢালাই রাস্তাটি (সিসি রোড) প্রায় কয়েক বছর ধরে বেহাল। রাস্তাটির পূর্বদিকে রয়েছে ফুলবাড়ি-ফালাকাটা পাকা রাস্তা। পশ্চিম দিকে রয়েছে বড়বাড়ি থেকে মরিচবাড়ি পর্যন্ত কংক্রিট ঢালাই রাস্তা। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ছাড়ারপাড় মোড় থেকে পশ্চিম দিকে দিঘিরপাড় পর্যন্ত আনুমানিক ৩০০ মিটার রাস্তা বছর ছয়েক আগে কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করা হয়েছিল। রাস্তা তৈরির পরের বর্ষায় বৃষ্টির জলে রাস্তার বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর যত দিন গিয়েছে, বিভিন্ন অংশের কংক্রিট ঢালাই ভেঙে রাস্তাটির আরও ক্ষতি হয়েছে। ওই রাস্তায় চলাচলে মানুষের সমস্যাও বেড়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মরিচবাড়ি সহ নবগঞ্জ ও বড়বাড়ি হয়ে কম সময়ে ফালাকাটা যাওয়ার জন্য মাঠের মাঝে সিসি রোডটির গুরুত্ব অনেক। বেশ কয়েক বছর চলে গিয়েছে। সামনে আবার বর্ষাকাল। তার আগে রাস্তাটির সংস্কারে নজর দিক প্রশাসন। প্রধান নিপেন বিশ্বাস বলেন, 'টেন্ডার প্রক্রিয়াও চলছে। আগামী বর্ষার আগেই রাস্তাটি সংস্কার করা হবে।'

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন

প্রথম পাতার পর

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন সকলে একবাক্যে ভারতের মারমুখী চেহারার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। 'অপারেশন সিঁদুর' নিখুঁত ও নির্ভুল হওয়ায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে এজন্য তিন বাহিনীকে তিনি ধন্যবাদ জানান এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি পুনরায় তুলে ধরেন।

মঙ্গলবার গভীর রাতে সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ পরে মিডিয়া ব্রিফিংয়ে দেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবনে সামাজিকমাধ্যমে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'পিকচার অভি বাকি হ্যায়।'

মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন মোদি। আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কথাও বলেছে ভারত। মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও বিদেশসচিবের সঙ্গে কথা বলেন দোভাল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ছুটিতে থাকা আধাসামরিক বাহিনীর সমস্ত সদস্যদের অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই নির্দেশ।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এক লাইনের বার্তায় বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদকে সারাবিশ্বের উচিত জিরো টলারেন্স দেখানো।' পহলগামে জঙ্গিরা বেছে বেছে স্ত্রী-সন্তানদের চোখের সামনে হিন্দু পরিচয় জেনে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছিল। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বারবার কঠোর প্রত্যাঘাতের কথা বলেছিলেন। জঙ্গিদের ও তাদের মদতদাতাদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে জানিয়েছিলেন। অপারেশন সিঁদুর যেন সে কথারই প্রতিফলন।

তিন বাহিনী ড্রোন ও মিসাইলের ধ্বংস করে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ৯টি গোপন ঘাঁটি। অন্যদিকে, দেশজুড়ে নিরাপত্তা সচেতনতা বাড়াতে 'অপারেশন অভ্যাস' নামে একটি মহড়া হয়েছে বুধবার। এর অংশ হিসেবে রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৮টা নয়াদিল্লি সম্পূর্ণ ব্ল্যাক আউট ছিল। তবে রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এবং হাসপাতাল সহ জরুরি পরিষেবা এই নিষেধের আওতার বাইরে ছিল।

পুরসভার বেহাল রাস্তায় বাড়ছে ক্ষোভ

বর্ষার আগে সংস্কার না হলে ভোগান্তির শঙ্কা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৭ মে : মাথাভাঙ্গা শহরের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এই রাস্তাগুলির কোনওটি পূর্ত বিভাগ (সড়ক) এবং কোনওটি পূর্ত বিভাগ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে মাথাভাঙ্গা পুরসভা। অভিযোগ, মাথাভাঙ্গা শহরের যে রাস্তাগুলি পুরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন সেগুলির অধিকাংশই দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়েছে। শহরবাসীর আশঙ্কা, বর্ষার আগে শহরের রাস্তাগুলির হাল না ফিরলে ভুগতে হবে সকলকে।

শহরের বাসিন্দা রতন সাহার কথায়, 'এতদিন ধরে রাস্তাগুলি বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে অথচ পুরসভার তরফে রাস্তাগুলি সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে প্রায়ই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। চলাচলের অযোগ্য রাস্তা।

> শহরের সমস্ত বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য প্ল্যান এস্টিমেট তৈরি করে অর্থ অনুমোদনের জন্য কিছুদিন আগে মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টে (এমইডি) পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে আশ্বাস মিলেছে, অর্থ অনুমোদন করা হবে।
>
> **লক্ষপতি প্রামাণিক,**
> চেয়ারম্যান, মাথাভাঙ্গা পুরসভা

শহরের বেহাল রাস্তা নিয়ে মুখ খুলেছেন শাসকদলের কাউন্সিলারও। পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার প্রবীর সরকার জানালেন, শহরের রাস্তাগুলির হাল সত্যিই খারাপ। বেহাল রাস্তাগুলি অবিলম্বে সংস্কার প্রয়োজন। রাস্তা সংস্কারের জন্য চেয়ারম্যানকে তিনি একাধিকবার জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি।

এ বিষয়ে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'শহরের সমস্ত বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য প্ল্যান এস্টিমেট তৈরি করে অর্থ অনুমোদনের জন্য কিছুদিন আগে মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টে (এমইডি) পাঠানো হয়েছে। একাধিকবার সেখানে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সেখান থেকে আশ্বাস মিলেছে শীঘ্রই অর্থ অনুমোদন করা হবে।' তাঁর আরও সংযোজন, অর্থ অনুমোদন হলে শীঘ্রই টেন্ডার ডেকে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে। চেয়ারম্যান আশাবাদী বর্ষার আগেই শহরের সমস্ত রাস্তাঘাটের হাল ফিরবে।

বেহাল রাস্তা নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত মাথাভাঙ্গা পুরসভাকে বিঁধতে ছাড়েনি বিরোধীরা। মাথাভাঙ্গা শহরের বাসিন্দা বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সহ সভাপতি মনোজ ঘোষের অভিযোগ, 'রাস্তাঘাট তো বটেই মাথাভাঙ্গা পুর কর্তৃপক্ষ নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। এক বছরের বেশি সময় ধরে শহরের সমস্ত ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট বেহাল। অথচ সেগুলি সংস্কারের কোনও চিন্তাভাবনাই নেই পুর কর্তৃপক্ষের।'

সিপিএম মাথাভাঙ্গা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিত দাস জানালেন, শহরের রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে এপ্রিলে পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। রাস্তাগুলি সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছিলেন চেয়ারম্যান। অথচ এক মাস পেরিয়ে গেলেও পুরসভার তরফে উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

অসিত আরও বলেন, 'বাম পরিচালিত পুরসভায় চেয়ারম্যানদের দেখেছি শহরের রাস্তাঘাট সহ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে তদ্বির করে অর্থ নিয়ে আসতেন। বর্তমান সময়ে তা চোখে পড়ছে না। দলগতভাবে শীঘ্রই আন্দোলনে নামব।'

মেধাতালিকায় উত্তরের ১২

প্রথম পাতার পর

নবম স্থানে ১৬ জন কৃতীর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলের ছাত্র সত্যম বণিক। দশম স্থানে রয়েছে মোট ১০ জন। তাদের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে কৌরব বর্মন ও মালদা থেকে মৌমিতা মণ্ডল।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আগামী বছর থেকে সিমেস্টার পদ্ধতিতে বছরে দু'বার করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হবে। মাধ্যমিকের মতোই উচ্চমাধ্যমিকেও এবার পাশের হারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। উত্তরবঙ্গে কালিম্পং ছাড়া অন্য কোনও জেলা পাশের হারে প্রথম দশের তালিকায় জায়গা করতে পারেনি। উত্তরবঙ্গে পাশের হারে এগিয়ে দার্জিলিং (৮৯.৬৮ শতাংশ)। জলপাইগুড়িতে ৮২.২৪ শতাংশ, আলিপুরদুয়ারে ৮৭.০৪ শতাংশ, কোচবিহারে ৮৬.৩০ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৮৭.৪৮ শতাংশ, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮৭.৬৭ শতাংশ এবং মালদায় ৮৮.৩৩ শতাংশ পাশ করেছে।

আগামী বছর সিমেস্টার পদ্ধতির জন্য নতুন নির্দেশিকা চালু করছে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তৃতীয় সিমেস্টার শুরু হবে চলতি বছরের ৮ সেপ্টেম্বর এবং শেষ হবে ২২ সেপ্টেম্বর। চতুর্থ সিমেস্টার হবে আগামী বছর ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বোর্ডই প্রথম সিমেস্টার পদ্ধতিতে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া চালু করছে বলে জানিয়েছে সংসদ। প্রথম ও দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে। তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা হবে এসএকিউ-ডিকিউ পদ্ধতিতে। যারা এবছর উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তারা স্কুল মারফত আবেদনপত্র জমা দিয়ে নতুনভাবে সিমেস্টার ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে আগামী বছরে পরীক্ষা দিতে পারবে।

আবেদন করতে হবে অনলাইন প্রক্রিয়ায়। অনুত্তীর্ণরা সিমেস্টার ব্যবস্থায় যুক্ত হলে তারা আর পুরোনো পদ্ধতিতে ফিরতে পারবে না। আগামী বছর তারা শুধু তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা দেবে।

মার্কশিটে পার্সেন্টাইল ব্যবহারের পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক নম্বর জানার জন্যও কিউআর কোড ব্যবহার করা হয়েছে। মার্কশিটে সেই নম্বর দেখেই পরীক্ষার্থীরা রিভিউ বা স্ক্রুটিনি করাতে পারবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব পূরণ করতে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সংসদ। সংসদের তরফে প্রিয়দর্শিনী মল্লিক বলেন, 'আমরা জেলা অনুযায়ী ম্যাপ তৈরি শুরু করেছি। ক্লাস্টার ফর্ম্যাট মেনে আমরা যাচাই করে দেখছি কোন কোন অঞ্চলে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম। যেসব জায়গায় শিক্ষকের অভাব রয়েছে, সেখানে আমরা নতুন নিয়োগ করব।'

রুজি-রুটির সংস্থানে গানবাজনা। দার্জিলিং ম্যালে।-সংবাদচিত্র

তিন কৃতী উপহার, উজ্জ্বল মণীন্দ্রনাথ

পিছিয়ে সুনীতি অ্যাকাডেমি, জেনকিন্স স্কুল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৭ মে : কোচবিহারের নামীদামি সুনীতি অ্যাকাডেমি, জেনকিন্স স্কুলকে পিছনে ফেলে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল নিয়ে আলোচনার শীর্ষে মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল। ওই স্কুলের তিনজন পড়ুয়া রাজ্য মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ঐশিকী দাস ৪৯৩ নম্বর পেয়ে রাজ্যে পঞ্চম হয়েছে। লীনা দাস ও কৃষ্টি সরকার ৪৯০ নম্বর করে পেয়ে রাজ্যে অষ্টম হয়েছে। বুধবার ফল প্রকাশ হতেই মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল নিয়ে জেলার শিক্ষা মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ওই স্কুলের শিক্ষক তথা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কোচবিহার জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক মানস ভট্টাচার্য বলেন, 'উচ্চমাধ্যমিকের এবারের ব্যাচে অনেক ভালো ছাত্রছাত্রী ছিল। মাধ্যমিকে অল্পের জন্য বোর্ডের মেধাতালিকায় স্থান পাইনি আমরা। এবার ছাত্রছাত্রীরা ওদের যোগ্যতা অনুযায়ী রেজাল্ট করেছে। সে কারণেই এমন ফলাফল হয়েছে। মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের একজন শিক্ষক হিসাবে স্কুলের এই ফলাফলে আমি গর্বিত।'

রাজ্য মেধাতালিকার প্রথম দশের মধ্যে মোট ৭২ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে কোচবিহার জেলায় মোট ছয়জন রয়েছে। খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের তিন পড়ুয়ার সাফল্যে খুশি সকলে।

পঞ্চম স্থানাধিকারী ঐশিকী বলে, 'স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের খুব ভালোভাবে গাইড করেন। তাই আমাদের পক্ষে এমন ফলাফল করা সম্ভব হয়েছে।' একই কথা বলে কৃষ্টি।

সুনাম বজায়

- ২০১৮ সালে উচ্চমাধ্যমিকে ওই স্কুল থেকে রাজ্য মেধাতালিকায় চতুর্থ ও নবম হয়েছিল
- সেই বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও স্কুল থেকে এক পড়ুয়া সপ্তম হয়
- ২০২১ সালে করোনার সময়েও মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম হয়
- উচ্চমাধ্যমিকে কয়েকজন পরীক্ষার্থী মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছিল

তবে এটা প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল সেরার তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে। খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত ওই স্কুল ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোএড স্কুলটিতে বর্তমানে সবমিলিয়ে প্রায় ২৬০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন প্রায় ৪৭ জন। লেখাপড়ার দিক দিয়ে স্কুলটির বরাবরই সুনাম রয়েছে। এর আগেও ওই স্কুল থেকে পড়ুয়ারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্য মেধাতালিকায় একাধিকবার স্থান করে নিয়েছে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে উচ্চমাধ্যমিকে ওই স্কুল থেকে রাজ্য মেধাতালিকায় চতুর্থ ও নবম হয়েছিল। সেই বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও স্কুল থেকে এক পড়ুয়া সপ্তম হয়। এরপর ২০২১ সালে করোনার সময়েও মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম ও উচ্চমাধ্যমিকেও একাধিক পরীক্ষার্থী রাজ্যে মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছিল। তবে করোনার জন্য যেহেতু পরীক্ষা হয়নি, তাই সেই ফলাফল নিয়ে খুব একটা সাড়া পড়েনি। তবে স্কুলটি যে তাদের লেখাপড়ার সুনামকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর তা তাদের এবারের ফলাফলেই পরিষ্কার।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাস বলেন, 'মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল লেখাপড়ার দিক দিয়ে বরাবরই ভালো। এই নিয়ে একাধিকবার তারা রাজ্য মেধাতালিকায় র‍্যাংক করেছে। ফলে স্কুলের সুনামের কারণে প্রচুর ভালো ছাত্রছাত্রী স্কুলটিতে ভর্তি হয়। যে কারণে স্কুলটি ধারাবাহিকভাবে এমন ফলাফল করে আসছে বলে আমরা মনে করি।'

মাল পুরসভায় ফের তছরুপ

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৭ মে : দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পুরকর্মীদের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যানের দ্বারস্থ হলেন পুরকর্মীদেরই একাংশ। দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যানকে ব্যবস্থা নিতে আর্জি জানিয়েছে বিজেপিও। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান অবশ্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

সুব্রত বন্দ নামে এক পুরকর্মীর বিরুদ্ধে পুরসভার টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। পুরসভার আরও দুই কর্মীর বিরুদ্ধে আবাস যোজনার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, হাউজিং ফর অল প্রকল্পের সব দায়িত্ব ওই দুই কর্মীর ওপর ছিল। এইসব কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন পুরকর্মীদেরই একটি বড় অংশ। বুধবার সেই কর্মীরা চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির সঙ্গে দেখা করে দোষী কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করার আবেদন জানান। যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাদের নাম প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন চেয়ারম্যানকে।

দুর্নীতি ইস্যুতে সুর চড়িয়েছে বিজেপিও। বুধবার বিকেলে বিজেপির একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয় কলোনি ময়দান থেকে। পুরসভায় মিছিলটি এসে শেষ হয়। তারপর বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির সঙ্গে দেখা করে। স্মারকলিপিও দেয়। বিজেপির দাবি, জেলা পরিষদের জমিতে অবৈধভাবে দোকানঘর বানিয়ে বিলি করেছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। হাউজিং ফর অল প্রকল্পের ন্যায্য প্রাপকদের অবিলম্বে ঘরের বিল মেটানোর দাবিও তুলেছে বিজেপি। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী কোনও পাকিস্তানি নাগরিক মাল শহরে থাকলে, তাকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি তোলেন বিজেপি নেতারা। সেইসঙ্গে পুরকর্মীদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুলেছে বিজেপি। এদিনের কর্মসূচিতে বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা ছাড়াও মাল বিধানসভা আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী, বাপি গোস্বামী সহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা অবশ্য দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আদালতে আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারেনি বিরোধীরা।'

অভিযোগের ঝুলি

- আবাস যোজনার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে
- দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন পুরকর্মীদেরই একাংশ
- দুর্নীতির সঙ্গে যুক্তদের নাম প্রকাশেরও দাবি তোলা হয়েছে

পুরসভার ক্যাশ সেকশনের পিওন সুব্রত বন্দের বিরুদ্ধে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল। পরে সেই টাকা চেক মারফত সুব্রত মিটিয়ে দেয় বলে জানা গিয়েছে। তাছাড়া সরকারি আবাস যোজনার দায়িত্বে থাকা মাল পুরসভার দুই কর্মীর বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। তার মধ্যে এক কর্মীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মাল মহকুমা লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির বক্তব্য, 'শীঘ্রই পুরসভার দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনওভাবেই এদের ক্ষমা করা হবে না।'

সবজি বিক্রেতার ছেলে দ্বিতীয়

প্রথম পাতার পর

সবজি বিক্রি করে যেটুকু আয় হয় তা দিয়ে কোনওরকমে টেনেটুনে সংসার চলে চার সদস্যের। তুষারের পড়া ও থাকার ঘর বলতে রান্নাঘর। তুষারের কথায়, 'বাড়িতে শত অভাব থাকলেও মা, বাবা কখনও বুঝতে দেননি। স্কুল ও প্রাইভেট টিউশনের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও বাবা-মায়ের জন্য ভালো ফল করেছি।'

পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাঁধাধরা সময় ছিল না তুষারের কাছে। অবসর সময়ে সে ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। আর্থিক সমস্যায় প্রয়োজনীয় বই কিনতে পারেনি। তবে স্কুল ও প্রাইভেট টিউশনের শিক্ষকরা তাকে বই, খাতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বিনে পয়সাতেই পাঁচজন শিক্ষক তাকে পড়িয়েছেন। আগামীতে বেঙ্গালুরুতে আইআইএসসি'তে (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স) পড়াশোনা করে মহাকাশ (জ্যোতি) বিজ্ঞানী হতে চায় সে।

তুষারের মা অঞ্জনা বলেন, 'স্বামীর যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার চালানো দায়। সেখানে ছেলের পড়াশোনার খরচ কীভাবে আসবে সেই চিন্তা কুরে-কুরে খাচ্ছে।' তুষারের বাবা বলেন, 'শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেওয়া বই-খাতা দিয়ে এতদিন পড়াশোনা করেছে তুষার। ও বিজ্ঞানী হতে চায়। ভবিষ্যতে কীভাবে কী হবে আমি কোনও কিছুই কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছি না।'

প্রিয় ছাত্রের এমন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বক্সিরহাট হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরজিৎ পণ্ডিত বলেন, 'তুষার বরাবরই মেধাবী। মাধ্যমিকেও সে রাজ্যের নবম স্থান অধিকার করেছিল। তার পারিবারিক অভাবকে আমরা কোনওরূপ বাধা হতে দিইনি। ছাত্রের এমন সাফল্যে আমরা সকলেই খুব আনন্দিত।' তুষারের পড়াশোনার সমস্ত খরচ বহন করার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

মজুরি বাড়ল

নাগরাকাটা, ৭ মে : মজুরি বৃদ্ধি হল হিমঘর শ্রমিকদের। গত মঙ্গলবার কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনে বিষয়টি নিয়ে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শ্রম দপ্তর সূত্রের খবর, এর ফলে শ্রমিকদের গড়ে মাসিক আয় প্রায় ২ হাজার টাকার মতো বাড়বে।

রাজ্যের শ্রম কমিশনার ইখলাখ ইসলামের উপস্থিতিতে অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার আশিস সরকার শ্রম দপ্তরের হয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বর্ধিত মজুরি ২০২৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। বর্ধিত অংশের এরিয়ার আগামী জুলাই মাসের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। নয়া চুক্তির মেয়াদ বলবৎ থাকবে ৩ বছরের জন্য। এর ফলে গোটা রাজ্য মিলিয়ে ৯ হাজার হিমঘর শ্রমিক উপকৃত হবেন বলে শ্রম দপ্তর জানাচ্ছে।

মাসুদের ডেরা ধ্বংস

প্রথম পাতার পর

তাঁদের মধ্যে আজহারের বোন, ভগ্নীপতি, ভাইঝি, ভাইপো ছাড়াও অন্তত চারজন শিশু আছে। নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের মৃত্যুতে মাসুদের মানসিক অবস্থা ধরা পড়েছে আজহারের বিবৃতিতে। যেখানে আজহার বলেছে, 'আমার পরিবারের ১০ জন একসঙ্গে এই সৌভাগ্য অর্জন করেছে। চারটি শিশুর বয়স ছিল ৩ থেকে ৭ বছরের মধ্যে। সবাই জান্নাতুল ফিরদৌসের ফুল হয়ে গেল। আমার জীবনের চেয়েও প্রিয় বোন সাহিবা, তার স্বামী, আমার ভাইপো ও তার স্ত্রী, আমার ভাইঝি... এরা সবাই এখন আল্লার প্রিয়।'

মাসুদের জঙ্গিঘাঁটিতে হামলার কথা স্বীকার করেছে পাকিস্তান। দেশের সেনাবাহিনীর মিডিয়া ও জনসংযোগ শাখা ইন্টার-সার্ভিস পাবলিক রিলেশনসের ডিরেক্টর জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বুধবার ভোরে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'ভাওয়ালপুরের আহমেদপুরের পূর্বে শুভান মসজিদে হামলা চালিয়েছে ভারত। হতাহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা ও শিশু রয়েছে।'

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরে ভাওয়ালপুরের একটি ইমারতের সঙ্গিন অবস্থা ধরা পড়েছে। ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে, ইমারতটির নাম 'মারকাজ শুভান আল্লা'। সেখানে মাসুদের নেতৃত্বাধীন জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ অন্যতম ঘাঁটি এবং প্রশিক্ষণ শিবির ছিল। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বিধ্বস্ত ভগ্নপ্রায় বিশাল ইমারতটির নানা স্থানে বিস্ফোরণের চিহ্ন। দেওয়াল এবং মেঝেতে বড় বড় গর্ত। ছাদের বিভিন্ন অংশ ভেঙে পড়েছে। দরজা-জানলা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে।

দীর্ঘদিন এই মাসুদ ছিল ভারতের ত্রাস। তার জন্য ১৯৯৯ সালে ১৫৫ জন যাত্রীবোঝাই ভারতীয় বিমানকে ছিনতাই করে আফগানিস্তানের কান্দাহারে নিয়ে গিয়েছিল ইসলামিক জঙ্গিরা। সেই যাত্রীদের মুক্ত করতে তখন ভারতের জেলে বন্দি মাসুদ সহ তিনজনকে বিমানে কান্দাহারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারকে।

তার সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ বরাবরই ভারতের মাথাব্যথার বড় কারণ ছিল। নানাভাবে সংগঠনটি ভারতে নাশকতা চালিয়েছে বিভিন্ন সময়। পুলওয়ামায় সিআরপিএফ জওয়ানদের কনভয়ে আত্মঘাতী হামলা তার অন্যতম বড় উদাহরণ। যে হামলায় ৪০ জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। পহলগামে ২৬ পর্যটক হত্যার বদলা নিতে গিয়ে ভারত সেই আজাহারের কোমর ভেঙে দিল বলে মনে করা হচ্ছে।

কাগজের কলম বানিয়ে নজরে পিয়াসি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ মে : পরিবেশবান্ধব কলম তৈরি করে তাক লাগালেন বালুরঘাট কলেজের এক পড়ুয়া। পরিবেশকে কীভাবে সুস্থ রাখা যায় তা নিয়ে বিভিন্ন মহলেই কাজ চলে। কিন্তু পরিবেশের কথা মাথায় রেখে আস্ত কলম বানিয়ে ফেললেন বালুরঘাট কলেজের এক পড়ুয়া। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্রী পিয়াসি রায়। সম্পূর্ণ কাগজ দিয়েই এমন একটি কলম তৈরি করেছেন তিনি যা ব্যবহারের পর ফেলে দিলে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে বিষয়টি প্রচারিত হতেই তাঁর এই প্রয়াসকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষজন।

আগের মতো কলমের রিফিল বদলে নেওয়ার ধৈর্য হারিয়েছে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীরা। তাই বর্তমানে মূলত ইউজ অ্যান্ড থ্রো কলম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে চারদিকে। যে কলমগুলো ব্যবহারের পরেই এদিক- ওদিক ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো পুরোটাই প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হওয়ায় পরিবেশের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না। বরং অপচনশীল সেই প্লাস্টিক অনবরত ভূমি দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিষয়টি গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে কুমারগঞ্জ ব্লকের দক্ষিণ বাসন্তী গ্রামের পিয়াসিকে। পরিবেশের জন্য কিছু করার মানসিকতা তাঁর আগে থেকেই ছিল। তার সঙ্গে স্বনির্ভর হওয়ার সুপ্ত বাসনা মনের মধ্যে ছিল। ঠিক

পিয়াসির সৃষ্টি।

সেখানেই প্লাস্টিকের কলমের বদলে কাগজের কলম ব্যবহারের কথা তাঁর মাথায় আসে। কীভাবে কাগজের ভেতরেই কালি ভরে তা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলতে থাকে তাঁর। অবশেষে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি পরিবেশবান্ধব সেই কলম তৈরি করে ফেলেছেন। বিষয়টি তিনি দিশারি সংকল্প সংস্থার সদস্য তথা তাঁর গৃহশিক্ষক সৌরভ ঘোষকে জানান। সংস্থার সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ৪৫টি কলম কিনে নেন তিনি। ইতিমধ্যেই খুদে পড়ুয়াদের পরিবেশের গুরুত্ব বোঝাতে এই কলম উপহার দেওয়া হয়েছে।

পিয়সির বাবা নেই। মূলত সেলাইয়ের কাজ করেই সংসার চালান মা। তাই পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার ইচ্ছে ছিল পিয়াসির। এই কলম তৈরি করে সেই দিকটিও বজায় থাকবে বলে মত তাঁর। পিয়াসি জানান, 'পরিবেশ দূষণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সম্পূর্ণরূপে তা দূর করতে না পারলেও ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে দূষণ কিছুটা রোধ করা সম্ভব। এই কলম তৈরি করে সেই উদ্দেশ্যের পাশাপাশি স্বনির্ভরতারও দিশা খুঁজে পেয়েছি।'

পরিবেশকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডল জানান, 'পিয়াসির পরিবেশবান্ধব ভাবনা ও পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা ওর সঙ্গে আছি। সমাজমাধ্যমে বিষয়টি দেওয়ার পরে ইতিমধ্যেই এই পরিবেশবান্ধব কলম সংগ্রহ করতে অনেকেই আগ্রহ দেখিয়েছেন। পিয়াসি স্বনির্ভর হোক। সেই সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতাও বাড়ুক।'

ইতিহাসে দুই নারীর সাফল্যগাথা

প্রথম পাতার পর

আসছে পাকিস্তান থেকে, সেখানে কীভাবে বায়ুসেনা সুপরিকল্পিতভাবে ও নিখুঁত সমন্বয়ের মাধ্যমে অভিযানে সফল করল, তা জানালেন ব্যোমিকা।

তাঁর প্রতিটি বক্তব্য ছিল তথ্যনির্ভর, টেকনিকাল এবং গভীর আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ। তিনি শুধু আধুনিক বায়ুসেনার মুখ নন, তিনি সেই প্রজন্মের প্রতিনিধি, যারা আর প্রতীকী ভূমিকায় আবদ্ধ নন, যারা বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্র ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যোমিকা নামের অর্থ আকাশকন্যা। নামেই যেন তিনি আকাশের প্রতিধ্বনি।

ছোটবেলা থেকেই ওড়ার স্বপ্ন দেখা এই তরুণী প্রথমে এনসিসির সদস্য হন। পরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাঠ চুকিয়ে যোগ দেন বায়ুসেনায়।

২০১৯ সালে পুলওয়ামায় হামলার বছরে ফ্লাইং ব্রাঞ্চে স্থায়ী কমিশন পান ব্যোমিকা। এখন তিনি উইং কমান্ডার, যাঁর ঝুলিতে ২৫০০ ঘণ্টার বেশি উড়ানের অভিজ্ঞতা। চেতক ও চিতা হেলিকপ্টারে তিনি একাধিক দুর্গম অঞ্চলে উদ্ধার অভিযান চালিয়েছেন। বিশেষ করে ২০২০ সালে অরুণাচলপ্রদেশে তাঁর নেতৃত্বে রেসকিউ মিশন এখনও সবাই মনে রেখেছে।

ব্যোমিকা বলেন, 'ভারত যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছে। তবে পাকিস্তান যদি পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে চায় বা কোনওরকম উসকানিমূলক পদক্ষেপ করে, তবে ভারতীয় বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত জবাব দিতে।' এই দুই অফিসারের উপস্থিতি ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। এ এমন এক সামরিক চেতনা, যেখানে প্রতিরোধের পাশাপাশি রয়েছে অন্তর্ভুক্তি, বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্ব এবং রূপান্তর।

কাশ্মীরি পণ্ডিত হিসেবে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির উপস্থিতিতেও ছিল ঐতিহাসিক বার্তা- যাঁরা একসময় নির্বাসিত হয়েছিলেন, তাঁরাই রাষ্ট্রের হয়ে জবাব দিচ্ছেন। তাঁর দৃঢ় বক্তব্যে প্রতিফলিত হল ভারতের কূটনৈতিক পরিপক্বতা।

ছোট্ট তারা

সান্নিধ্য রায় কোচবিহারের দি হোলি লাইট অ্যাকাডেমির ইউকেজির ছাত্র। ছবি আঁকতে ভালোবাসে এই সান্নিধ্য। কয়েকটি পুরস্কারও এই খুদের ঝুলিতে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি হলে কী হবে, সাধারণ মানুষের কী কী করতে হবে তা নিয়ে আগে থেকেই চর্চা ছিল। অপারেশন সিঁদুরের পর সেই জল্পনা নতুন মোড় নেয়। ঘোষণা মতো মহড়ার জন্য দিনভর অপেক্ষায় ছিল কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ। কিন্তু অপেক্ষাই সার। সরকারিভাবে পুলিশ বা প্রশাসন কোনও তরফেই এনিয়ে তৎপরতা চোখে পড়েনি।

মহড়া না হওয়ায় হতাশ চার শহর

কোচবিহার ব্যুরো

৭ মে : কথা ছিল দেশজুড়ে যুদ্ধের মহড়া হবে। সেই তালিকায় নাম ছিল কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জেরও। কিন্তু কোথায় কী! জেলার চারটি শহরে কোথাও মহড়ার কোনও দৃশ্য নজরে পড়েনি। অনেকেই বলছেন, 'যুদ্ধের মহড়ায় অংশ নেব বলে মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু তেমন কিছুই তো দেখলাম না।' প্রশাসনের কাছেও পুরো বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের জেলার আধিকারিক সোনালি বিশ্বাস বলেছেন, 'মহড়া নিয়ে কোনও নির্দেশিকা আসেনি।' মহড়া সম্পর্কিত কোনও খবরই নাকি তাঁদের কাছে নেই বলে জানিয়েছেন মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল।

বুধবারের মহড়া নিয়ে বহু মানুষের মধ্যেই উৎসাহ ছিল। মহড়ায় কী কী হবে, সাধারণ মানুষের কী কী করতে হবে, তা নিয়ে আগে থেকেই চর্চা চলছিল। অবশ্য বুধবার সকালেই সবার কাছে অপারেশন সিঁদুরের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপর মহড়া হবে কি না তা নিয়েও চর্চা হয়। কিন্তু শিলিগুড়ি সহ নানা জায়গায় মহড়া হলেও বুধবার সন্ধ্যায় এ খবর লেখা পর্যন্ত কোচবিহারে কোনওরকম মহড়া হয়নি। এমনকি প্রশাসনের আধিকারিকরাও মহড়া সম্পর্কিত বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা দিতে পারেননি। ফলে মহড়া নজরে না পড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

কোচবিহার শহরের তরুণ হর্ষ সাহার কথায়, 'মহড়ার কথা শোনার পর আশায় ছিলাম যুদ্ধকালীন অবস্থায় সাধারণ মানুষের কী কী করতে হয়, সেবিষয়ে কিছু শিখতে পারব। কোথাও মহড়া হলে সেখানে অংশ নেব ভেবেছিলাম। কিন্তু কোথাও তো তেমন কিছুই দেখতে পেলাম না।' কোথাও মহড়া দেখতে না পেয়ে দিনহাটার কলেজ পড়ুয়া গোবিন্দ সাহাও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, 'টেলিভিশন, খবরের কাগজে দেখলাম দেশের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধকালীন মহড়া হবে। সেই তালিকায় দিনহাটারও নাম থাকায় মুখিয়ে ছিলাম যে সেখানে অংশ নেব। কিন্তু সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে শুরু করে সংহতি ময়দান, কোথাও এরকম কোনও মহড়া নজরে পড়েনি।'

কোচবিহার, দিনহাটার মতো মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জেও মহড়ার কোনও দৃশ্য নজরে পড়েনি।

মাথাভাঙ্গা শহরের পচাগড়ের বাসিন্দা রাজু বিশ্বশর্মা বলেছেন, 'মহড়া হবে শুনেছিলাম। কিন্তু কীভাবে হয়, তার কোনও ধারণা নেই। মাথাভাঙ্গায় তো এখনও সেরকম কিছু দেখতেই পারলাম না।'

যদিও সিভিল ডিফেন্স সূত্রেই জানা গিয়েছে, কোনও সমস্যা হলে তার মোকাবিলা করার জন্য তারা সবসময়ই প্রস্তুত থাকে। মহড়ার কোনও নির্দেশ এলে সেইমতো কাজ করা হবে। ভলান্টিয়ার, সাইরেনও প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে তারা জানিয়েছে।

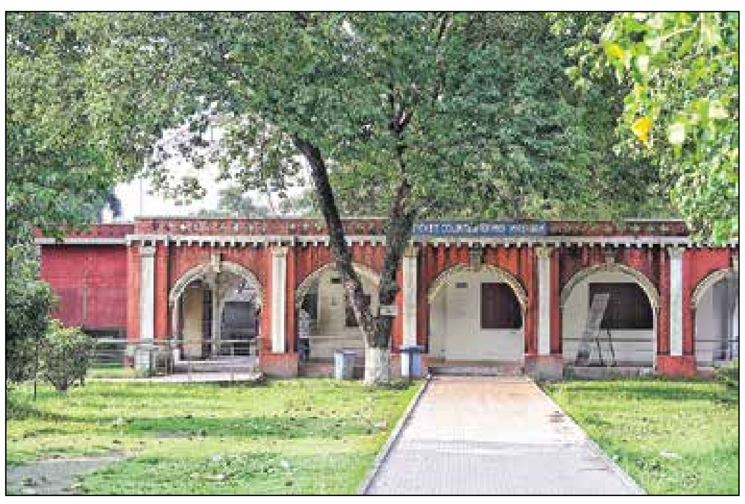

যুদ্ধের মহড়ার আতঙ্কে ফাঁকা কোচবিহারের ব্যস্ততম সাগরদিঘির পাড়, মদনমোহনবাড়ি এবং কোচবিহার রাজপ্রাসাদের টিকিট কাউন্টার। বুধবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

বিভ্রান্তি তৈরি

- যুদ্ধের মহড়ার তালিকায় নাম ছিল কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জের
- বুধবার চারটি শহরে কোথাও মহড়ার কোনও দৃশ্য বা তৎপরতা নজরে পড়েনি
- প্রশাসনের আধিকারিকরাও মহড়া সম্পর্কিত স্পষ্ট কোনও ধারণা দিতে পারেননি
- মহড়া নজরে না পড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে

প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে সাফল্য

নজর কাড়ল কর্ণ, নির্মল, সত্য ও সুনম

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৭ মে : তারা প্রত্যেকেই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাদের পরিবারের সদস্যরা কেউ কৃষিজীবী, কেউ আবার চা বাগানে কাজ করে। কেউ আবার পেশায় কাঠমিস্ত্রি। আর্থিক দুরবস্থার পাশাপাশি ওরা প্রত্যেকেই বিশেষভাবে সক্ষম। কিন্তু কোনও প্রতিবন্ধকতাই যেন তাদের উচ্চশিক্ষায় প্রভাব ফেলতে পারেনি। কোচবিহার টাউন হাইস্কুলের কর্ণ সিংহ, নির্মল টোপ্পো, সত্য রায়, সুনম মঙ্গর এবারের উচ্চমাধ্যমিকে যথেষ্ট ভালো ফলা করেছে। তাদের ফলের কথা জানাজানি হতেই স্কুল শিক্ষকদের মুখে খুশির ছোঁয়া।

এবছর শহরের টাউন হাইস্কুল থেকে মোট ৬০ জন পরীক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। তাদের মধ্যে ৪ জন বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থী। কর্ণর প্রাপ্ত নম্বর ৩৩৮। এছাড়াও নির্মল পেয়েছে ৩২০, সত্যর প্রাপ্ত নম্বর ৩৩৪ এবং সুনমের প্রাপ্ত নম্বর ২৯৩। সকলে প্রথম বিভাগে পাশ করলেও সুনম কিছুটা পিছিয়ে। ভবিষ্যতে প্রত্যেকেই পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কথা জানিয়েছে। ওরা প্রত্যেকেই কোচবিহারের এনইএলসি ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্রাবাসে থাকে। এদিন ফল প্রকাশ হতেই তাদের ফলাফল জানতে পেরে খুশি প্রতিটি পরিবারের সদস্যরাও।

কর্ণ সিংহ বাংলায় ৭১, ইংরেজিতে ৬০, এডুকেশনে ৭১, ইতিহাসে ৭২ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৬৪ পেয়েছে। ধুবড়ির চাপড় এলাকার বাসিন্দা কর্ণ। বাড়িতে তার বাবা-মা এবং বোন রয়েছে। তার বাবা পেশায় কাঠমিস্ত্রি। কর্ণ জানায়, 'আর্থিক দুরবস্থা থাকলেও স্নাতকে ইতিহাস নিয়ে পড়ে ভবিষ্যতে ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ করতে চাই।' কর্ণের মা ভানুমতি বলেন, 'ছোট থেকেই ও পড়াশোনায় ভালো। উচ্চমাধ্যমিকে যে ভালো ফল করবে তা আমি জানতাম।'

নাগরাকাটার গ্রাসমোড়ের বাসিন্দা নির্মল বাংলায় ৬৫, ইংরেজিতে ৬৪, এডুকেশনে ৬২, ইতিহাস ৬৮ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৬১ নম্বর পেয়েছে। নির্মলের মা এবং দাদা চা বাগানে কাজ করেন। ভবিষ্যতে নির্মল ইতিহাসে স্নাতক করতে চায়।

এদিকে সত্য বাংলায় ৭৪, ইংরেজিতে ৬৪, এডুকেশনে ৬৬, ইতিহাসে ৬৬ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৬৪ নম্বর পেয়েছে। তার বাড়ি ময়নাগুড়িতে। ভবিষ্যতে সে-ও ইতিহাস নিয়ে পড়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায়। বাড়িতে তার মা, দাদা, বৌদি রয়েছে। তারা প্রত্যেকেই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। সুনম মঙ্গর বাংলায় ৫৫, ইংরেজিতে ৬৩, এডুকেশনে ৫৭, ইতিহাসে ৬০ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৫৮ নম্বর পেয়েছে। সে ভবিষ্যতে মিউজিক নিয়ে পড়ে উচ্চশিক্ষিত হতে চায়। সুনম বলে, 'ছোট থেকেই গানবাজনা আমার ভালো লাগে। ইদানীং বিভিন্ন স্কুলে মিউজিক বিষয়ে পড়ানো হয়। সে কারণে এই বিষয় নিয়েই এগোনোর ইচ্ছে রয়েছে।'

তাদের প্রত্যেকের ভালো ফলাফলের কথা জানতে পেরে খুশি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিটন দাসও। তিনি বলেন, 'ওরা প্রত্যেকেই ভালো ছাত্র। ওদের ফলাফলে আমরা খুশি।'

টাউন হাইস্কুলের বিশেষভাবে সক্ষম চার পড়ুয়া। ছবি : জয়দেব দাস

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৬
এ নেগেটিভ	৫
বি পজিটিভ	৪
এবি পজিটিভ	৮
ও পজিটিভ	৬
ও নেগেটিভ	৪

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৫
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৯
এবি পজিটিভ	৪
ও পজিটিভ	১০
ও নেগেটিভ	১

ফুলের বাগানে ভাংয়ের ঝোপ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৭ মে : শহরের সৌন্দর্যায়নে প্রশাসন রাস্তার পাশে করতে চেয়েছিল ফুলের বাগান। কিন্তু সেটা হয়ে উঠেছে নেশার বস্তু ভাংয়ের বাগান। তবে শুধু ভাংয়ের গাছই নয়, এর পাশাপাশি পার্থেনিয়াম সহ বিভিন্ন আগাছাও ভরে উঠেছে সেখানে। এ নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে। প্রশ্ন উঠেছে, প্রশাসন ফুলের বাগান যদি সেখানে করতে না পারে তাহলে হাজার হাজার টাকা খরচ করে এসব করার কী দরকার ছিল।

বিশিষ্ট আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'ফুলের বাগানের পরিবর্তে ভাংয়ের বাগান, তারপর সাগরদিঘির পাড়ে লাইট জ্বলে না। যে কারণে সন্ধ্যা হতেই সামজবিরোধীদের আড্ডাস্থল হয়ে ওঠে সাগরদিঘির পাড়। বিষয়গুলির প্রতি প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।'

কোচবিহার শহরকে হেরিটেজ শহর হিসেবে সাজাতে সৌন্দর্যায়নের কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। কোটি কোটি টাকা বরাদ্দও হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে সাগরদিঘিকে সাজানো হয়েছে। সেখানে কংক্রিট ও লোহার গ্রিল দিয়ে সুন্দর করে বাঁধাইও করা হয়েছে। এসব করার ফলে রাস্তা কিছুটা চাপাও হয়েছে। যা নিয়ে শহরবাসীর একাংশের ক্ষোভ রয়েছে।

যদিও প্রশাসনিক চরম উদাসীনতায় সেই বাগানে কোনও ফুলের গাছ বা ফুলের দেখা নেই। পরিবর্তে সেখানে গজিয়ে উঠেছে নেশার বস্তু হিসাবে পরিচিত ভাংয়ের গাছ।

বিষয়টি নিয়ে সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মায়াকে সহযোগিতা মিশন হাসপাতালের

কোচবিহার, ৭ মে : ওয়ার্ল্ড পাওয়ার লিফটিং ফেডারেশনের আন্তর্জাতিক পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে অংশ নেবে কোচবিহারের মায়া রায়। আগামী ১০-১৩ মে থাইল্যান্ডে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ভারতের ১৮ জন অংশ নেবে। সেখানে উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র মায়াই মেয়েদের জুনিয়ার বিভাগে নামবে। কিন্তু আর্থিক অনটনের ফলে মায়ার থাইল্যান্ড যাত্রা কার্যত অনিশ্চিত হতে বসেছে। এই পরিস্থিতিতে কোচবিহারের চকচকা এলাকায় মিশন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মায়ার পাশে এসে দাঁড়াল। মায়া যাতে থাইল্যান্ডে খেলতে যেতে পারে সেজন্য আর্থিক সহযোগিতা করা হয় হাসপাতালের তরফে। সেই কর্মসূচিতে হাসপাতালের আধিকারিক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ডিরেক্টর অভিজিৎ রায় বলেছেন, 'মায়া আন্তর্জাতিক স্তরে খেলতে যাচ্ছে। তাই আমরা ওর পাশে দাঁড়িয়েছি।' কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুরের বাসিন্দা মায়া বলেছে, 'থাইল্যান্ডে খেলতে যাওয়ার জন্য আমার আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। সেজন্য মিশন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় অনেক সুবিধা হল।'

আগুন লাগলে বাঁচাবে কে

হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৭ মে : কলকাতার আমরি'র অগ্নিকাণ্ডের কথা মনে আছে? আগুন লেগে একাধিক রোগীকে পুড়ে মরতে হয়েছিল সেখানে। সেরকম ঘটনা যে কোনওদিন ঘটতে পারে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্টেট জেনারেল হাসপাতালেও। সেসব জায়গায় আগুন নেভানোর যন্ত্রগুলির মেয়াদ পেরিয়ে গিয়েছে। দেখার কেউ নেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তো মুখ খুলতেই রাজি নয়। দমকল বিভাগ দায় এড়াচ্ছে। আর রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারীর মুখে শুধুই শুকনো আশ্বাসের কথা। বলছেন, 'খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

প্রশ্ন উঠছে, ওই দুই হাসপাতালে হঠাৎ করে আগুন লেগে গেলে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি আদৌ কাজ করবে কি? কলকাতায় সম্প্রতি একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তাই অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা এখন সব জায়গাতেই চর্চায় রয়েছে। তার মধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এমন উদাসীনতায় রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ভবনে ঝুলছে মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র।

দমকল জানাচ্ছে, অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডারগুলোর ভেতরে ফোম থাকে। সেগুলো ব্যবহারের সময়সীমা থাকে এক বছর। যদি এগুলো নিয়মমাফিক পালটানো না হয়, তা হলে আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে তা কাজ না করারই কথা।

তাহলে হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি কাজ করবে কি না, সেটা কে দেখবে? হলদিবাড়ি দমকল বিভাগের ওসি গোবিন্দ বর্মন বলেন, 'দেখভালের ক্ষেত্রে দমকল বিভাগের কোনও দায় নেই। তবু যতদূর জানি, হাসপাতালে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি পূর্ত দপ্তরের নির্মাণ বিভাগ থেকে রিফিল করে দেওয়া হয়।'

> দেখভালের ক্ষেত্রে দমকল বিভাগের কোনও দায় নেই। তবু যতদূর জানি, হাসপাতালে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি পূর্ত দপ্তরের নির্মাণ বিভাগ থেকে রিফিল করে দেওয়া হয়।
>
> **গোবিন্দ বর্মন** *ওসি, হলদিবাড়ি দমকল বিভাগ*

এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে বিএমওএইচ ডাঃ সত্যেন্দ্র কুমার সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাননি। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, ইতিমধ্যে আগুন নেভানোর যন্ত্রগুলি পালটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর আবার জানিয়েছে, গতবছর ডিসেম্বর মাসে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। তার জন্যে প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তাই কোথাও কোনও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। কিন্তু, আগুন নেভাতে কী পদক্ষেপ করা হবে, সে বিষয়ে কেউ উত্তর দিতে পারেনি।

হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন উৎপল রায়। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন তিনি। বললেন, 'কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে হাসপাতালের দেওয়ালে অকেজো অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটলে হাসপাতালের রোগীদের রক্ষা করা মুশকিল হবে।'

হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের বহির্বিভাগ থেকে শুরু করে রোগীদের ওয়ার্ড, বিভিন্ন পরীক্ষার ঘরের দেওয়ালে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ঝুলছে। স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ভবনের দেওয়ালের গায়েও একশোর বেশি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র লাগানো রয়েছে। কিন্তু সেগুলির বেশিরভাগেরই মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে।

কোচবিহার

আবর্জনার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত

কোচবিহার, ৭ মে : শহরের এবিএন শীল কলেজের বয়েজ হস্টেল সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এর জেরে দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত পথচারীদের। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'কিছু মানুষের অসচেতনতা এর জন্য দায়ী। নিজেদের শহরকে এভাবে নোংরা করা একেবারেই উচিত নয়।'

এদিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার একপাশে ফেলে রাখা হয়েছে প্লাস্টিক, বোতল সহ গৃহস্থালির জিনিসও। সংলগ্ন নালাতেও পড়ে রয়েছে আবর্জনা। শহরের ব্যস্ততম সুনীতি রোড এলাকার এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ স্থানীয়দের পাশাপাশি পথচারীরাও। ওই এলাকায় রয়েছে এবিএন শীল কলেজ, মুখ্য ডাকঘর, নিউ বাস টার্মিনাস। গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তার পাশে আবর্জনা ফেলে রাখায় যেমন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তেমনি বেড়েছে কুকুর-বিড়ালের উপদ্রব।

অভিযোগ, অন্ধকারের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই আবর্জনা ফেলছেন সেখানে। এতে রাস্তার মোড় সংলগ্ন ওই এলাকা যেন ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। পথচারী তন্ময় দাস বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এভাবে আবর্জনা ফেলা একেবারেই উচিত নয়। এভাবে চলতে থাকলে শহরের প্রতিটি রাস্তাই ভাগাড়ে পরিণত হবে। এবিষয়ে পুরসভাকে কঠোর হওয়া প্রয়োজন।'

তথ্য : দেবদর্শন চন্দ।

ধৃত বাংলাদেশি

বিশেষ অভিযান চালিয়ে নদিয়া জেলা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ১২ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে আদালতেও পেশ করা হয়।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি

শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গেও বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হবে। ৪০-এর ঘরে পৌঁছোতে পারে তাপমাত্রা।

ধর্ষণ

ফের ধর্ষণের অভিযোগ উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায়। নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত অভিযুক্ত বাড়িওয়ালা প্রৌঢ়। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে নাবালিকাকে ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করা হয়।

টাকা লুঠ

ট্যাক্সি থামিয়ে ২ কোটি টাকা লুঠের ঘটনায় এন্টালিতে গ্রেপ্তার ২ জন। ঘটনায় গ্রেপ্তারির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫। অভিযুক্তদের হেপাজতে নিয়ে জেরা করবে পুলিশ।

পোদ্দার কোর্টের একটি দোকানে আগুন নেভাচ্ছে দমকল। - আবির চৌধুরী

গুজব না ছড়াতে অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর

বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুত হচ্ছে রাজ্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মে : যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রাজ্যের সর্বত্র বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সক্রিয় করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের জন্য উত্তরকন্যায় বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থা খুব দ্রুত চালু হয়ে যাবে। বুধবার বিকালে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে সীমান্তবর্তী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারও উপস্থিত ছিলেন। তবে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ওই বৈঠকের বিষয়ে কিছু বলতে চাননি মমতা। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। তবে ওই বৈঠকের ব্যাপারে আমি প্রকাশ্যে কিছু বলব না। এটা দেশের নিরাপত্তার বিষয়। আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়েই কথা হয়েছে। তবে এইটুকু বলতে পারি, এখন কোনও বিভেদ নেই। আমরা সবাই দেশের পক্ষে।'

এদিন সমস্ত সামাজিক মাধ্যম, ডিজিটাল মিডিয়া, ইউটিউব চ্যানেলকে কোনও রকম ভুয়ো খবর না ছড়াতে পরামর্শ দিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, 'প্রতিটি সামাজিক মাধ্যমের দিকে আমাদের নজর আছে। এই নিয়ে আমাদের কাছে নির্দিষ্ট গাইডলাইন এসে গিয়েছে। কেউ কোনওরকম প্ররোচনামূলক বা বিভ্রান্তিকর খবর ছড়াবেন না। এই ধরনের কিছু নজরে পড়লে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।' এদিন মমতা সকলকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'ইতিমধ্যেই জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের আমরা সতর্ক করে দিয়েছি। সমস্ত সরকারি কর্মচারীর ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কোনওরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার খবর পেলে আমরা আগে থেকে সকলকে আগে থেকে জানিয়ে দেব। তবে

> জেলা শাসক, পুলিশ সুপারদের আমরা সতর্ক করে দিয়েছি। সমস্ত সরকারি কর্মচারীর ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কোনওরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার খবর পেলে আমরা আগে থেকে সকলকে জানিয়ে দেব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

আগে থেকে খবর না পেলে কী করা যাবে? সব খবর হয়তো সত্যি নয়। তবে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকুন।'

এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বেসরকারি স্কুলগুলিকে ছুটি দেওয়ার পরামর্শ দেন। মমতা বলেন, 'আমরা আগে থেকেই সরকারি স্কুলগুলিতে ছুটি দিয়েছি। বেসরকারি স্কুলগুলিকেও আমরা অনুরোধ করছি, আপনারা ছুটি দিয়ে দিন। এখনই কোনও গাইডলাইন আমরা দিচ্ছি না। তবে আপনারা তো কয়েকদিন পর ছুটি দিয়ে দিতেন। অন্যান্য রাজ্যেও স্কুলগুলিতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাচ্চারা বাড়িতে থাকতেই ভালোবাসে। সতর্কতার জন্য আমরা অনুরোধ করছি, রবীন্দ্রজয়ন্তী থেকে আপনারা ছুটি দিয়ে দিন। তাতে ভালো হবে।'

বিড়ম্বনা জট বহাল

অতিরিক্ত শূন্য পদে আপাতত নিয়োগ নয়

উচ্চপ্রাথমিক নিয়ে নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৭ মে : উচ্চপ্রাথমিকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অতিরিক্ত শূন্য পদে নিয়োগে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ পুনর্বহাল করল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন, এখনই অতিরিক্ত শূন্য পদে নিয়োগ করা যাবে না। রাজ্যের তরফে নিয়োগের অনুমতি চেয়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন খারিজ করলেন বিচারপতি। অতিরিক্ত শূন্য পদ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে বলে জানাল হাইকোর্ট। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৮ জুন।

বুধবার বিচারপতি লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে রায় দিয়ে জানান, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অতিরিক্ত শূন্য পদে স্থগিতাদেশ বিষয়ে কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। তাই রাজ্যের আবেদন যুক্তিসংগত নয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'অতিরিক্ত শূন্য পদ সংক্রান্ত মামলা শুনানির পর্যায়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি না করলে আরও জটিলতা তৈরি হতে পারে।' এদিনের এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য ফের স্থগিতাদেশের আবেদন জানালে তা খারিজ করেন বিচারপতি।

উচ্চপ্রাথমিকে ২০১৬ সালের এসএলএসটি শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীদের

নিয়োগ করতে চেয়ে অতিরিক্ত শূন্য পদ তৈরি করে রাজ্য। ২০২২ সালে ডিসেম্বর মাসে অতিরিক্ত শূন্য পদে নিয়োগে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। পরে দুর্নীতির অভিযোগে, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। তা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের করে রাজ্য। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে। তারপর অতিরিক্ত শূন্য পদে নিয়োগ করতে চেয়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের জন্য ফের হাইকোর্টে আবেদন জানায় রাজ্য। তবে মঙ্গলবার শুনানিতে দেখা যায়, ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসের পর স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। তারপর মামলাটি একাধিকবার শুনানিতে উঠলেও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকার কারণে পর পর দিন নির্ধারিত হতে থাকে। অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির কোনও উল্লেখ ছিল না। অতিরিক্ত শূন্য পদ তৈরির এক্তিয়ার রাজ্যের রয়েছে কি না তা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবীরা জানান, বিগত দু'বছর ধরে হাইকোর্টের রায়ের নথিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশে মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। এদিন বিচারপতি রায়দান করে অতিরিক্ত শূন্য পদে নিয়োগের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ পুনর্বহাল করেন।

অবমাননা মামলা শুনল না আদালত

কলকাতা, ৭ মে : প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলে আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলায় সাময়িক স্বস্তি পেল রাজ্য ও স্কুল সার্ভিস কমিশন। বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এই কি না, তা শীর্ষ আদালতই শুনবে। ফলে ২২ লাখ ওএমআর শিট প্রকাশ ও অযোগ্যদের বেতন ফেরতের ব্যাপারে শীর্ষ আদালতেই আর্জি জানাতে হবে আবেদনকারীদের। কোনও পদক্ষেপ না করার অভিযোগে হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। তবে এই মামলা হাইকোর্টের শোনার এক্তিয়ার রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এসএসসি ও রাজ্য। পর্ষদের তরফে জানানো হয়, হাইকোর্টের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট কোনও পরিবর্তন করলে আদালত অবমাননার মামলা সর্বোচ্চ আদালতে হওয়া উচিত। তবে আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, আদালতের নির্দেশ

২৬ হাজার চাকরি বাতিল

ইতিমধ্যেই রাজ্য ও স্কুল সার্ভিস কমিশন ২৬ হাজার চাকরি বাতিলে সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছে শীর্ষ আদালতে। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। শীর্ষ আদালতে শুনানি হলে আগের নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্য, পর্ষদ, এসএসসির পদক্ষেপের প্রসঙ্গও উঠতে পারে বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর ওএমআর শিট প্রকাশ না করা, অযোগ্যদের বেতন ফেরতের ব্যাপারে অমান্যের প্রশ্নে সংবিধানের ২১৫ ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টের তা শোনার এক্তিয়ার রয়েছে। সমস্ত সওয়াল-জবাব শেষে রায়দান স্থগিত রাখা হয়। এদিন এই মামলায় রায়দান করে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত স্পষ্ট করে জানায়, এক্ষেত্রে রাজ্যের যুক্তি সঠিক। হাইকোর্টের এই মামলা শোনার এক্তিয়ার নেই। ওএমআর শিট প্রকাশ ও অযোগ্যদের বেতন ফেরতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট।

৩২ হাজার চাকরি

অভিজিৎকে তোপ রাজ্যের

কলকাতা, ৭ মে : প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মামলা পরিচালন ও নির্দেশ দিয়েছিলেন, এমনটাই অভিযোগ করলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় বুধবার পর্ষদ তার বক্তব্য শুরু করে। তখনই প্রাক্তন বিচারপতির এই মামলায় বিচার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এছাড়াও এদিন একাধিক বিষয়ে প্রাক্তন বিচারপতির নির্দেশের বিপক্ষে যুক্তি খাড়া করে পর্ষদ।

এজি অভিযোগ করেন, 'প্রাক্তন বিচারপতি আগেই ঠিক করে নিয়েছিলেন, কী নির্দেশ দেওয়া হবে। তাই সেভাবে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়নি। এটা কীভাবে প্রমাণিত হল? আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়েছে। একক বেঞ্চ সব পক্ষের বক্তব্য না শুনে ধারণা তৈরি করেছিল।' বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ অবশ্য জানায়, 'একজন বিচারপতির নিজস্ব অভিব্যক্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়।' এদিন পর্ষদের বক্তব্য দিয়েই ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি শুরু হয়েছে।

মেধাতালিকায় কলকাতার মাত্র ৪

কলকাতা, ৭ মে : মাধ্যমিকের পর এবার উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকাতেও কলকাতাকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল জেলা। প্রথম দশের মেধাতালিকায় ৭২ জনের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার মাত্র ৪ জন পড়ুয়া। অষ্টম স্থানে রয়েছেন কলকাতার পাঠভবন স্কুলের ছাত্র তথাগত রায় ও বেহালা হাইস্কুলের অঙ্কিত চক্রবর্তী। দু'জনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০।

নবম স্থানে রয়েছেন টাকি হাউস মাল্টিপারপাস স্কুল ফর বয়েজ-এর ছাত্র সৌনক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রী সৃজিতা দত্ত। দু'জনেই ৪৮৯ নম্বর পেয়েছেন।

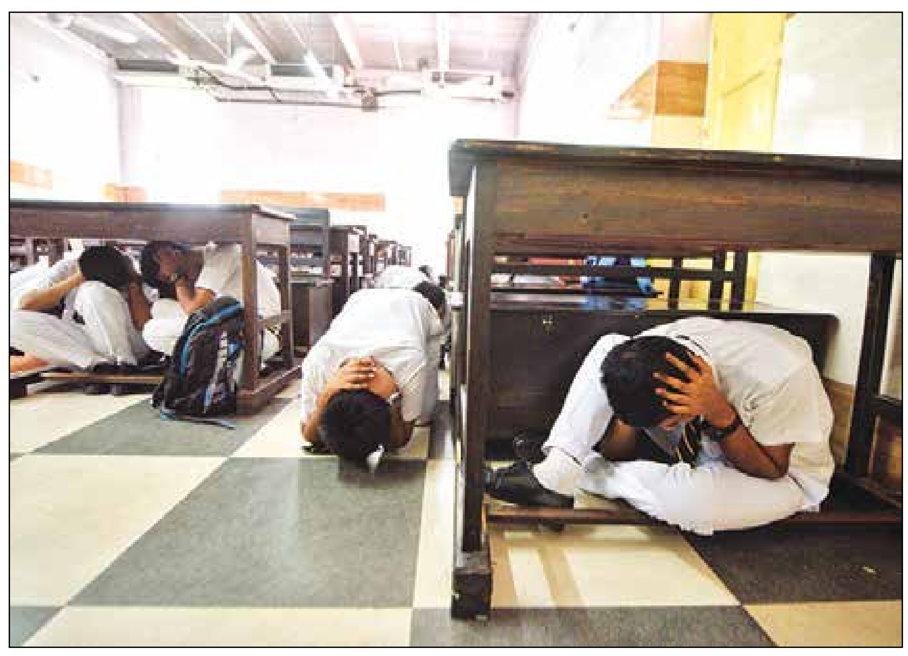

বুধবার লা মার্টিনিয়ার স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেয় মক ড্রিলে। ছবি-আবির চৌধুরী।

কলকাতা বিমানবন্দর থেকে স্বাভাবিক বিমান চলাচল

কলকাতা, ৭ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ১৬টি বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই বিমানবন্দরগুলির দখল নিয়েছে বায়ুসেনা। এই পরিস্থিতিতে ওই ১৬টি বিমানবন্দর ছাড়া দেশের অন্যান্য বিমানবন্দর ও পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার না করে কলকাতা ও অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এদিন সকালে থেকেই ওই বিমানবন্দরগুলিতে বিমান চলাচল বন্ধ রেখেছে বিমান সংস্থাগুলি। কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে যোগাযোগ রেখেছে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে কলকাতা বিমানবন্দরে কোনও সতর্কতা নেই। তাই অন্যান্য রুটে বিমান চলাচলে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। গত কয়েকদিন ধরেই পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার না করে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল করছে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রে খবর, পণ্যবাহী বিমান চলাচলেও এদিন তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। এদিনও সৌদি আরব থেকে পণ্যবাহী একটি বিমান কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছে। এদিনও পণ্যবাহী বিমান কলকাতা বিমানবন্দর থেকে উড়ে গিয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন, কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিমান চলাচলে কোনও বিধিনিষেধ এখনও আরোপ করেনি অসামরিক বিমান চলাচল

মন্ত্রক। তবে যে ১৬টি বিমানবন্দর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেখানকার বিমানগুলি বাতিল করা হয়েছে। চণ্ডীগড়গামী বিমানের যাত্রীদের দিল্লির বিমানে পাঠানো হয়েছে। বিকল্প বিমানবন্দরে যেতে রাজি যাত্রীদের সুযোগ দিয়েছে বিমান সংস্থাগুলি। তবে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি কাজে লাগানোর চেষ্টা

পদ্মের 'জনসম্পর্ক অভিযান' চান দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ মে : দলের সাংগঠনিক বৈঠকে বুধবারও নেই তিনি। মঙ্গলবারও ছিলেন না। বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষ তবু এখনই দলের 'জনসম্পর্ক অভিযান' চাইছেন। তাঁর মতে, সময় নষ্ট না করে দলের নেতৃত্বের উচিত এখনই বাংলায় দলকে জনসম্পর্ক অভিযানে নামানো। তিনি বলেন, এই তো সুযোগ। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে দলের সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে বঙ্গ অভিযানে নামার। বঙ্গ বিজেপির 'সফল' প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির এই ডাক বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বের কানে পৌঁছোবে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন তিনি। তাঁর এই ধারণার কথা জানিয়ে অকপটভাবে বুধবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে দিলীপ জানালেন, দলের বৈঠকে জানানোর মতো সুযোগ নেই তাঁর। দলের কোর কমিটির সদস্য তিনি। কোর কমিটির বৈঠকে ডাকা হলে তিনি অবশ্যই তাঁর মত জানাবেন।

বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বের মধ্যে অনৈক্যের কথা সরাসরি না বললেও এই রোগ যে দলের কতটা ক্ষতি করছে, তার আভাস এদিন দিলীপের কথায় স্পষ্ট হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে ইস্যু সামনে রেখে সবাইকে এক হয়ে লড়াইয়ের কোনও সুযোগই বঙ্গ বিজেপি নেতারা নিতে পারছেন না, দিলীপের কথায় তার ইঙ্গিত মিলেছে। দিলীপ বলেন, 'দলে তো যে যার মতো করে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন করছে। নেতৃত্বের মিলিত কর্মসূচি কোথায়?'

এদিন দলের ভারপ্রাপ্ত দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক হয়েছে। দলের কর্মসূচি কি চূড়ান্ত হল, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই দিলীপের। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কানে তাঁর বার্তা পৌঁছে

> দলে তো যে যার মতো করে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন করছে। নেতৃত্বের মিলিত কর্মসূচি কোথায়?
>
> **দিলীপ ঘোষ**

দিতেই দিলীপ এদিন তাঁর দলের 'জনসম্পর্ক অভিযান' শুরুর কথা প্রকাশ্যে বলছেন?

এমনিতেই তাঁকে নিয়ে দলের মধ্যে অতিসম্প্রতি যেসব চর্চা হয়েছে, তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডের সবিস্তার কথা হয়েছে। এবার বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এসব বিষয় নিয়ে কী অভিমত তা প্রকাশ্যে আসবে বলেই মনে করছে এরাজ্যের পদ্ম শিবির।

বিকাশ ভবন অভিযানে 'যোগ্য'রা

পরীক্ষা দিতে রাজি নন কেউ

কলকাতা, ৭ মে : বুধবার উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের দিনই বিকাশ ভবন অভিযান করলেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা। তাঁরা বিধাননগর স্টেশন থেকে মিছিল শুরু করে বিকাশ ভবন পর্যন্ত যান। তাঁদের একটাই দাবি, 'স্থায়ী চাকরির আশ্বাস দিতে হবে।' শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা থেকে এদিন মিছিলে অংশগ্রহণ করেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের একাংশ বলেন, 'বারবার কলকাতায় ছুটে আসছি একটাই দাবিতে। আমাদের স্থায়ী কোনও সুরাহা হচ্ছে না কেন, বিকাশ ভবন জবাব দিক। আমরা তো প্রমাণিত যোগ্য।'

এদিন রাত পর্যন্ত বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করে যোগ্য চাকরিহারাদের সংগঠন 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার পরীক্ষা দিতে রাজি নন তাঁদের কেউই। আন্দোলনকারীদের গলায় এদিন একটাই স্লোগান, 'সাদা খাতা জমা দিইনি ভাই, পরীক্ষা আর দেব না তাই।' এদিন 'অযোগ্য' চাকরিহারাদের ৭ জন প্রতিনিধি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে করেন। তাঁদের দাবি, 'বিকাশ ভবন কিংবা পর্ষদ এখনও আমাদের কোনও সুরাহা করছে না। তাই যতদিন না ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হচ্ছে, আমরা রাস্তাতেই থাকব।'

জিনিসের দাম বাড়ার সম্ভাবনা নেই

কলকাতা, ৭ মে : যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে রাজ্যে এই মুহূর্তে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার গভীররাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে এয়ার স্ট্রাইকের পর এমনটাই জানিয়ে দিলেন ব্যবসায়ীরা। এই মুহূর্তে কলকাতার পোস্তা সহ পাইকারি বাজারগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। এদিনই বাজারের অবস্থা সম্পর্কে টাস্ক ফোর্সের কাছে খোঁজখবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুদ্ধের জিগির তুলে যাতে কেউ খাদ্যশস্য, সবজি, ফল, ওষুধের মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের দাম বাড়াতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে টাস্ক ফোর্সকে নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথাও বলেছে টাস্ক ফোর্স। তাদের তরফে আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কেউ জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করলে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করবে।

জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বৃহস্পতিবার নবান্নে বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, 'এই সুযোগে কোনও অসাধু ব্যবসায়ী যাতে জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে না পারেন, সেদিকে নজর রাখবে কৃষি বিপণন দপ্তর। ওই দপ্তরের অফিসার ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৃহস্পতিবার বৈঠক করব।'

টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, 'আমাদের রাজ্যের সর্বত্রই খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বা খাদ্যশস্যের জোগানের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আমরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। ব্যবসায়ীরাও আমাদের একই কথা জানিয়েছেন। তবুও আমরা রাজ্যের সমস্ত বাজারের দিকে নজর রাখছি।'

কলকাতার পোস্তা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের গৌতম গুপ্ত বলেন, 'আমাদের এখানে সমস্ত খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। খাদ্যশস্য বোঝাই গাড়ির আসা-যাওয়া স্বাভাবিক রয়েছে। তাই জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কোনও সম্ভাবনা এই মুহূর্তে নেই। রাজ্যের সর্বত্রই জোগান স্বাভাবিক।'

বাংলাদেশের পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ার সময় থেকেই এই রাজ্যের ব্যবসায়ীরা সতর্ক হয়েছিলেন। কারণ, চিকেন নেককে ব্যবহার করে বাংলাদেশিরা অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। সেই কারণে তখন থেকেই পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কলকাতার ব্যবসায়ীরাও এই ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতির কারণে এই রাজ্যে কোনও প্রভাব পড়েনি। তবু জিনিসপত্রের দাম যাতে না বাড়ে, তার জন্য টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল।

এই মুহূর্তে সমস্ত জিনিসপত্রের দামই দেশের অন্যান্য বাজারের তুলনায় স্বাভাবিকই আছে। তাই পরিস্থিতি যেদিকেই যাক না কেন, আগামী কয়েক মাসের মতো খাদ্যশস্য সহ অন্যান্য জিনিস মজুত আছে।

বাস-মিনিবাস কর্মীরা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায়

কলকাতা, ৭ মে : রাজ্যের বাস-মিনিবাস কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনতে চলেছে সরকার। এই মুহূর্তে কলকাতা সহ জেলায় জেলায় বেসরকারি বাস-মিনিবাসের কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। ষাট বছর বয়সে অবসরের পর তাঁদের মাসিক পেনশন সহ পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা এইসব প্রকল্পের আওতায় তাঁরা পাবেন। রাজ্যের শ্রম ও আর্থিক দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাস মালিক সংগঠনগুলি এই কাজ করবে। সামাজিক প্রকল্পের আওতায় কর্মচারীদের নাম নথিভুক্তির জন্য কর্মচারীদের প্রারম্ভিক যে অর্থ লাগবে, তা বিভিন্ন জেলার বাস মালিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। বুধবার মহাজতি সদনে পরিবহণ সংক্রান্ত এক সভায় পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরিবহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা মন্ত্রীদের সামনে তুলে ধরেন বাসমালিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ১৫ বছরের পুরোনো গাড়ি বাতিল, বাসের সংখ্যা কমে যাওয়া বিশেষ করে আয়-ব্যয়ের সঙ্গে মমতার সমতার অভাবে বাস বসে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলি তাঁরা জোরালোভাবে তুলে ধরেন। এখানেই উল্লেখযোগ্যভাবে এসে পড়ে বাসের ভাড়া বৃদ্ধির দাবির কথা। পশ্চিমবঙ্গ বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় এদিন জানান, 'আমাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বিস্তারিতভাবে এদিন আমরা সরকারকে জানিয়েছি। তার মধ্যে বাসের ভাড়া বৃদ্ধির দাবিও উঠে এসেছে। যে সমস্ত সমস্যার মধ্য দিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থা চলছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে পুরো ব্যবসাটাই ভেঙে পড়বে, যাত্রী পরিষেবা বন্ধের মুখে পড়বে। নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ আরও চরমে উঠবে।'

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর জের ■ বন্ধ বিমানবন্দর

ধরমশালা থেকে সরে যেতে পারে আইপিএল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মে : অপারেশন সিঁদুর। উত্তেজনায় ফুটছে দেশ। পহলগাম কাণ্ডের পর পাকিস্তানকে ইতিমধ্যেই জবাব দিয়ে দিয়েছে ভারত।

আর তারপরই দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে নানা শহরে বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাময়িকভাবে বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়তে চলেছে চলতি অষ্টাদশ আইপিএলেও। সব ঠিকমতো চললে ধরমশালা থেকে পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ সরতে চলেছে। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে এখনও সরকারিভাবে এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে আগামীকাল শ্রেয়স আইয়ারদের ম্যাচ রয়েছে ধরমশালায়। সেই ম্যাচের পর ১১ মে ধরমশালায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলার কথা পাঞ্জাবের। সব ঠিকমতো চললে, সেই ম্যাচের কেন্দ্র বদলাতে চলেছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, ভারত-পাক সম্পর্কের তিক্ততার কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ধরমশালায় নির্ধারিত থাকা মুম্বই বনাম পাঞ্জাব ম্যাচ সরতে চলেছে। সন্ধ্যার দিকে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণ সিং ধুমলের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, ‘আলোচনা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনও কিছুই চূড়ান্ত নয়। হয়তো এক-দুইদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে।’

১০ মে ভোর ৫.৩০ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে হিমাচলপ্রদেশের কাংরা বিমানবন্দর।

যাঁরা যা বললেন

■ **শচীন তেন্ডুলকার :** ঐক্যে নির্ভীক। শক্তিতে অসীম। ভারতের মানুষই ভারতের শক্তি। বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের কোনও জায়গা নেই। আমরা একটাই দল। জয় হিন্দ।

■ **মহম্মদ সামি :** ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রতিকূলতাকে বিজয়ের মুহূর্তে পরিণত করেছে। বিপদের মুখে ওদের সাহস ও বীরত্বে আমরা সকলে গর্বিত।

■ **বীরেন্দ্র শেহবাগ :** কেউ আপনার দিকে পাথর ছুড়লে তাঁকে ফুল ছুড়ুন। কিন্তু গামলা সহ। জয় হিন্দ।

■ **শিখর ধাওয়ান :** ভারত আবারও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল।

■ **হরভজন সিং :** নিরীহদের উপর হওয়া নৃশংস হামলার জবাব হল অপারেশন সিঁদুর।

■ **আকাশ চোপড়া :** একতাই সংহতি। জয় হিন্দ।

মাহি মডেলে টেস্টকে বিদায় রোহিতের

টেস্টে একনজরে রোহিত শর্মা

প্রথম ম্যাচ : ৬ নভেম্বর, ২০১৩। বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

শেষ ম্যাচ : ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪। বনাম অস্ট্রেলিয়া।

ম্যাচ ৬৭। রান ৪০৩১। গড় ৪০.৫৭। শতরান ১২
অর্ধশতরান ১৮। সর্বাধিক ২১২। উইকেট ২

খেলেছেন দুটো বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। দ্বিতীয়বার দলের অধিনায়ক ছিলেন।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মে : ইঙ্গিত ছিলই। চলছিল জল্পনাও। অবশেষে আজ জল্পনার অবসান।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে যখন মজে আসমুদ্রহিমাচল, ঠিক সেদিনই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করে দিলেন রোহিত শর্মা। টেস্ট ছাড়লেও একদিনের ক্রিকেট তিনি চালিয়ে যাবেন, সমাজ মাধ্যমে দেওয়া পোস্টে নিজেই জানিয়েছেন হিটম্যান। একেবারে মহেন্দ্র সিং ধোনি ‘মডেল’ অনুসরণ করলেন রোহিত। এমনকি রোহিত বিলেত সফরে অধিনায়ক হিসেবে যাবেন না, বরং বিশেষজ্ঞ ওপেনার হিসেবে যেতে পারেন, এমন তথ্যও মাঝের সময়ে সামনে এসেছিল।

যদিও আজ রাতের ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের খেলা শুরুর পরই সমাজ মাধ্যমে রোহিতের টেস্ট থেকে অবসরের খবর সামনে আসার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে ছানবিন চালিয়ে জানা গিয়েছে নয়া তথ্য। মুম্বইয়ে দিন কয়েক আগে শুধু রীতি মেনে সরকারি ঘোষণাটা করেছেন হিটম্যান। জানা গিয়েছে, আগরকার-গম্ভীররা হিটম্যানের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। যার প্রতিফলন আজ সন্ধ্যায় রোহিতের পোস্ট। যেখানে হিটম্যান আবেগে ভেসে ভারতীয় দলের টেস্ট ক্যাপের ছবি দিয়ে লিখেছেন, ‘সবাইকে জানাতে চাই, টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। সাদা জার্সিতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করাটা বিশাল সম্মানের। দীর্ঘসময় ধরে যে ভালোবাসা ও সম্মান পেয়েছি, তার জন্য কৃতজ্ঞ। দেশের হয়ে একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাব আমি।’

২০ জুন থেকে লিডসের হেডিংলে স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্টের সিরিজ। রোহিতের টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণার পর ভারতীয় ক্রিকেটে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আগামীর টেস্ট অধিনায়ক কে? ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে শুভমান গিলের ‘যুদ্ধ’ শুরু হয়েছে টেস্ট অধিনায়কত্ব নিয়ে। রাতের দিকের খবর, রোহিতের পরবর্তী ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে সামান্য হলেও এগিয়ে শুভমান। কারণ, বুমরাহ পাঁচ টেস্টের ধকল নিয়ে দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে জাতীয় নির্বাচকদের মধ্যেই।

শেষ পর্যন্ত রোহিতের উত্তরসূরি যিনিই হোন না কেন, নিশ্চিতভাবেই তাঁর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফর।

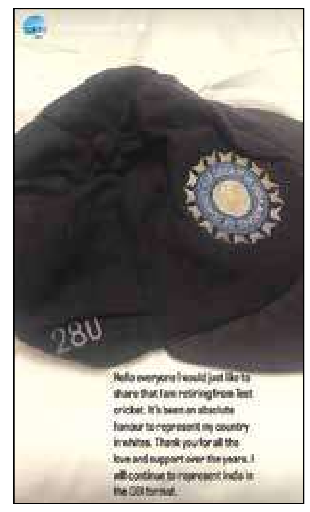

টেস্ট ক্যাপের এই ছবি পোস্ট করে লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন রোহিত শর্মা।

নেতৃত্বের যুদ্ধে এগিয়ে শুভমান

২০১৪ সালে আচমকাই টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর ২০১৯ সাল পর্যন্ত একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে গিয়েছিলেন ধোনি। রোহিতের ভাবনায় ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টিম ইন্ডিয়াকে টি২০ বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন রোহিত। ছেড়ে দিয়েছিলেন কুড়ির ক্রিকেট। মাস খানেক আগেই দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছেন ভারতকে। তারপরও অবসর নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি রোহিত। ফলে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা ধরে নিয়েছিলেন, হিটম্যান ওয়ান ডে-র পাশে টেস্ট ক্রিকেটও চালিয়ে যাবেন। মাঝের সময়ে ছবিটা বদলেছে। জুন মাসের ইংল্যান্ড সফর যত এগিয়ে আসছে, ততই রোহিতের বিলেত সফর নিয়ে জল্পনা বাড়ছিল। মাঝে শোনা গিয়েছিল, নেতা হিসেবে নয়, দলের বিশেষজ্ঞ ওপেনার হিসেবে ইংল্যান্ড সফরে যাবেন রোহিত। কিন্তু বিলেত সফরে গেলেও সেখানে হিটম্যানের পাঁচটি টেস্ট খেলা নিয়ে ছিল প্রশ্নচিহ্ন।

> সবাইকে জানাতে চাই, টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। সাদা জার্সিতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করাটা বিশাল সম্মানের। দীর্ঘসময় ধরে যে ভালোবাসা ও সম্মান পেয়েছি, তার জন্য কৃতজ্ঞ। দেশের হয়ে একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাব আমি।
>
> **রোহিত শর্মা**

জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার ও কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে একটি গোপন বৈঠক হয়েছিল হিটম্যানের। সেই বৈঠকেই রোহিত টেস্ট থেকে অবসরের পরিকল্পনার কথা বাকিদের জানান। কারণ, রোহিত বুঝে গিয়েছিলেন, তিনি লাল বলের টেস্ট না ছাড়লে নির্বাচকরাই তাঁকে বাদ দিতে পারেন। আগাম ‘দেওয়াল লিখন’ পড়ে নেওয়ার পরই ৬৭ টেস্ট খেলা রোহিতের অবসরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায়। আজ সন্ধ্যায় শুধু রীতি মেনে সরকারি ঘোষণাটা করেছেন হিটম্যান।

এবারও জায়গা হল না গুরপ্রীতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মে : জাতীয় শিবিরে এবারও ডাক পেলেন না গুরপ্রীত সিং সান্ধু।

নতুন মুখ হিসাবে গোলকিপিং পজিশনে এলেন হৃতিক তিওয়ারি। এছাড়াও সুপার কাপে পারফরমেন্সের জেরে ডাক পেলেন সুহেল আহমেদ বাট ও পাঞ্জাব এফসি-র নিখিল প্রভু। গুরপ্রীতের মতোই এবারও ডাক পেলেন না মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সাহাল আব্দুল সামাদ ও অনিরুদ্ধ থাপা। এছাড়াও বাদ গেলেন এফসি গোয়ার উঠতি প্রতিভা ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ। চোট সারিয়ে দলে ফিরলেন ইস্টবেঙ্গলের আনোয়ার আলি। ৪ জুন ব্যাংককে ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ভারত অংশ নেবে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে। এই ম্যাচ খেলে ওখান থেকেও দল রওনা দেবে হংকংয়ের উদ্দেশ্যে। সেখানেই ভারতের এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ হংকংয়ের বিপক্ষে। তার আগে ১৮ মে থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে শিবির। এই শিবিরের জন্যই এদিন ২৮ জনের সম্ভাব্য দল ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

জাতীয় শিবিরে ডাক সুহেল-হৃতিকদের

এর আগে গত ২৫ মার্চ ভারত প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে নিজেদের হোম ম্যাচে। ‘সি’ গ্রুপের অন্য খেলায় হংকং-সিঙ্গাপুর ম্যাচেও একই ফল হওয়ায় চার দলই আপাতত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাই দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেতে মরিয়া ভারতীয় দল। কোচ মানোলো মার্কুয়েজ অবশ্য ইতিমধ্যেই এই হংকং ম্যাচের পরই দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। ফলে এই ফিফা উইন্ডোর আগে খুব স্বস্তিতে নেই ভারতীয় ফুটবল দল।

২৮ জনের সম্ভাব্য স্কোয়াড : **গোলকিপার :** হৃতিক তিওয়ারি, গুরমীত সিং, বিশাল কেইথ, অমরিন্দার সিং। **ডিফেন্ডার :** নাওরেম রোশন সিং, রাহুল ভেকে, চিঙ্গলেসানা সিং, আনোয়ার আলি, বরিস সিং, সন্দেশ ঝিংগান, আশিস রাই, শুভাশিস বসু, মেহতাব সিং, অভিষেক সিং, নিখিল প্রভু। **মিডফিল্ডার :** সুরেশ সিং ওয়াংজাম, নাওরেম মহেশ সিং, আয়ুষ দেব ছেত্রী, উদান্তা সিং, আপুইয়া, লিস্টন কোলাসো, আশিক কুরুনিয়ান, ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ। **স্ট্রাইকার :** সুনীল ছেত্রী, ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং, সুহেল আহমেদ বাট ও লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে।

ফাইনালে ভারত

কলম্বো, ৭ মে : ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে উঠল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। বুধবার গ্রুপ পর্বের ম্যাচে তারা ২৩ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। এদিন টসে হেরে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৩৭ রানের বিশাল ইনিংস তৈরি করে ভারত। তারকা ব্যাটার জেমিমা রডরিগেজ দুরন্ত সেঞ্চুরি করেন। তাঁর সংগ্রহ ১২৩ রান। জেমিমাকে যোগ্য সংগত দেন দীপ্তি শর্মা (৯৩)। এছাড়াও ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা করেন ৫১ রান।

জবাবে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩১৪ রানে ইনিংস শেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের হয়ে সর্বোচ্চ ৮১ রান করেন অ্যানিরিয়ে ডার্কসেন। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে আমনজ্যোৎ কাউর ৩ উইকেট পেয়েছেন। আপাতত এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালে উঠল হরমনপ্রীত কাউরের দল। রবিবার তারা ফাইনাল খেলবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে।

জিতেও বার্সার প্রশংসা ইন্টার কোচের

ইন্টার মিলান-৪ বার্সেলোনা-৩

দুই লেগ মিলিয়ে ইন্টার ৭-৬ গোলে জয়ী

মিলান, ৭ মে : ‘বার্সেলোনাকে অভিনন্দন জানাই।’

বক্তা ইন্টার মিলান কোচ সিমোনে ইনজাঘি। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাতে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ৪-৩ গোলে লামিনে ইয়ামালদের হারিয়েছে তাঁর দল।

> ম্যাচের আগে আমি কিছুটা অস্বস্তিতে ভুগছিলাম। ফিজিওদের ধন্যবাদ দেব আমাকে শেষ পর্যন্ত ফিট করে তোলার জন্য।
>
> **ডেভিডে ফ্রাত্তেসি**

শুরুতে এগিয়ে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়া। আবার একপর্যায়ে ২-৩ গোলে পিছিয়ে পড়া। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইন্টার। তাই এমন একটা অবিশ্বাস্য ম্যাচ জিতেও প্রতিপক্ষকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতে কার্পণ্য করলেন না ইন্টার কোচ। সাংবাদিক সম্মেলনে ইনজাঘি বলেছেন, ‘আমরা একটা শক্তিশালী দলের মুখোমুখি হয়েছিলাম। ওদের ইয়ামাল দুর্দান্ত খেলেছে। এছাড়াও আলাদা করে ফ্রেঙ্কি ডি জংয়ের কথা বলব। ও আমাকে মুগ্ধ করেছে।’ বার্সার বিরুদ্ধে নিজের দলের পারফরমেন্সে গর্বিত ইনজাঘি। তিনি বলেন, ‘সেমিফাইনালের দুটি লেগে ছেলেরা নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে। দলের পারফরমেন্সে আমি গর্বিত।’

অতিরিক্ত সময়ে গোল করে ইন্টার মিলানকে ফাইনালে তুলে হুংকার ডেভিডে ফ্রাত্তেসির।

ম্যাচের শুরুতে আর্জেন্টাইন গোলমেশিন লওটারো মার্টিনেজের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ইন্টার মিলান। অথচ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগ খেলা একটা সময় নিজেই সংশয়ে ছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে লওটারো বলেছেন, ‘প্রথম লেগের পর পায়ে বেশ ব্যথা ছিল। তাই আশঙ্কা করেছিলাম দ্বিতীয় লেগে খেলতে পারব কিনা। বাড়িতে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত পায়ে শক্ত ব্যান্ডেজ বেঁধে মাঠে নেমেছিলাম।’ ইন্টারের জয়সূচক গোলদাতা ডেভিডে ফ্রাত্তেসি আবার দলের ফিজিওদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ম্যাচ আগে তাঁকে ফিট করে তোলার জন্য। তিনি বলেছেন, ‘ম্যাচের আগে আমি কিছুটা অস্বস্তিতে ভুগছিলাম। ফিজিওদের ধন্যবাদ দেব আমাকে শেষ পর্যন্ত ফিট করে তোলার জন্য।’

এদিকে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসার কথা জানালেন বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। তিনি বলেছেন, ‘আমি ছেলেদের পারফরমেন্সে মোটেও হতাশ নই। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। আগামী মরশুমে আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব।’ রেফারিং নিয়ে বার্সা শিবিরে ক্ষোভ থাকলেও কোচ হ্যান্সি কিন্তু বিশেষ কিছু বলতে চাননি। শুধু বলেছেন, ’৫০-৫০ পরিস্থিতিতে রেফারির সব সিদ্ধান্ত ইন্টারের পক্ষে গিয়েছে। আমরা এটা মেনে নিয়েছি।’

ত্রিমুকুটের স্বপ্ন শেষ বার্সেলোনার। হতাশ লামিনে ইয়ামাল।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

পাঞ্জাব কিংস
বনাম
দিল্লি ক্যাপিটালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ধরমশালা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

পর্তুগাল জাতীয় দলে রোনাল্ডোর ছেলে

রিয়াধ, ৭ মে : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দিন যে ফুরিয়ে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। নিয়মিত গোল করলেও আগের সেই ধার যে কমেছে তা, অতি বড় রোনাল্ডো সমর্থকও অস্বীকার করতে পারবেন না। তারপরও নিজের কাঁধে টেনে যাচ্ছেন জাতীয় দলকে। এরই মাঝে পর্তুগালের জাতীয় দলে প্রথমবার ডাক পেলেন রোনাল্ডোর বড় ছেলে- ক্রিশ্চিয়ানো ডস স্যান্টোস। ১৪ বছরের রোনাল্ডো জুনিয়ার খেলবেন পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৫ দলে। আর এই খবর সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছে পর্তুগাল জাতীয় দল। পর্তুগাল জার্সিতে সিনিয়ার ও জুনিয়ার রোনাল্ডোর ছবির সঙ্গে ক্যাপশনে লেখা, ‘পর্তুগালের ডিএনএ’।

জুনিয়ার রোনাল্ডো এই মুহূর্তে সৌদি আরবের আল নাসেরের অ্যাকাডেমিতে খেলছেন। সূচি অনুযায়ী পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় দল ক্রোয়েশিয়ায় ১৩-১৮ মে ভ্লাতকো মার্কোভিচ নামক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। পর্তুগাল ছাড়াও ওই প্রতিযোগিতায় নামবে আরও ৭ দেশ। গ্রুপ ‘বি’-তে পর্তুগালের সঙ্গে রয়েছে জাপান, গ্রিস এবং ইংল্যান্ড।

ছেলের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার খবর এই ছবি পোস্ট করে জানালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

সিনিয়ার রোনাল্ডো এর আগে যে সব ক্লাবে খেলেছেন জুনিয়ার রোনাল্ডোও সেই ক্লাবের অ্যাকাডেমিতে খেলেছেন। রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্তাস, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলে জুনিয়ার রোনাল্ডো এখন আল নাসেরের ছাত্র।

তিনটি নো বল করা অপরাধ : হার্দিক

জরিমানা পান্ডিয়ার, ডিমেরিট পয়েন্ট নেহেরাকে

মুম্বই, ৭ মে : মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইন্টার মিলান-বার্সেলোনা ম্যাচে গোলের বৃষ্টি নেমেছিল। সন্ধ্যায় আইপিএলে ক্যাচ মিসের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল গুজরাট টাইটান্স ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তবে ক্যাচ মিসের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনটি নো বল করাকে হারের কারণ মানছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া।

মঙ্গলবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বৃষ্টির জন্য খেলা বার দুয়েক বন্ধ থাকে। পরে ডাকওয়ার্থ-লুইস ও স্টার্ন নিয়মে জয়ের জন্য শেষ ওভারে গুজরাটের প্রয়োজন ছিল ১৫ রান। কিন্তু দীপক চাহার প্রথম তিন বলে চার ও ছক্কা সহ ১১ রান খেয়ে মুম্বইকে বিপদে ফেলে দেন। চাপের মুখে চতুর্থ বলটা নো করেন দীপক। সহজ হয়ে যাওয়া পরিস্থিতিতে রাহুল তেওয়াটিয়া ও আর্শাদ খান ম্যাচ বার করে নেন। তবে শেষ বলে হার্দিক রানআউট করতে পারলে ম্যাচ সুপার ওভারে যেত। এর আগে অষ্টম ওভার শেষ করতে হার্দিককে ১১টি বল করতে হয়। যার মধ্যে ছিল জোড়া নো বল। সেই ওভার থেকে গুজরাট নেয় ১৮ রান। এই নিয়ে আইপিএলে ১১ বলের ওভার পঞ্চমবার হল। উপরি হিসেবে ১২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে শুভমান গিলের ক্যাচ ফেলেন মুম্বইয়ের তিলক ভার্মা।

টানা ছয় ম্যাচ জয়ের পর হারের হতাশা নিয়ে হার্দিক বলেছেন, ‘ক্যাচ মিস আমাদের বেশি ক্ষতি করেনি। কিন্তু টি২০-তে তিনটি নো বল অপরাধের সমান। যার মধ্যে দুটি আমারই করা। ফলে দায় আমারও রয়েছে। তবে ছেলেরা ১২০ শতাংশ দিয়েছে। তাতে আমি খুশি।’

> এটা ১৭৫ রানের উইকেট ছিল। আমরা অন্তত ৩০ রান কম করেছি। মিডল অর্ডারের থেকে আরও ভালো ব্যাটিং আশা করেছিলাম। তবে বোলারদের কৃতিত্ব দিতে হবে। ওরা আমাদের ম্যাচে রেখেছিল শেষ ওভার পর্যন্ত।
>
> **হার্দিক পান্ডিয়া**

ওয়াংখেড়ের কালো মাটির মন্থর পিচে মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় মুম্বই ১৫৫/৮ স্কোরে থামে। হার্দিকও মেনে নিয়েছেন, আরও ২০-৩০ রান বেশি করা উচিত ছিল। বলেছেন, ‘এটা ১৭৫ রানের উইকেট ছিল। আমরা অন্তত ৩০ রান কম করেছি। মিডল অর্ডারের থেকে আরও ভালো ব্যাটিং আশা করেছিলাম। তবে বোলারদের কৃতিত্ব দিতে হবে। ওরা আমাদের ম্যাচে রেখেছিল শেষ ওভার পর্যন্ত।’

শেষ ওভার শুরু হওয়ার সময় ৩০ গজের বৃত্তের মধ্যে পাঁচের বদলে চারজন ফিল্ডার রাখতে পেরেছিল মুম্বই। যার জন্য হার্দিক অনেকটাই দায়ী। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, রাত ১২.২৫ মিনিটের মধ্যে খেলা শেষ করতে হত। কিন্তু মাঠ শুকিয়ে যাওয়ার পরেও হার্দিকরা খেলা শুরু করতে দেরি করেন। হার্দিক নিজেই সাজঘরে বসেছিলেন। হার্দিকরা মাঠে নামতে দেরি করায় ম্যাচের শেষ ওভার শুরু হয় ১২.৩০ মিনিটে। যার জন্য বৃত্তের মধ্যে একজন ফিল্ডার কম রাখতে পেরেছিল মুম্বই। মন্থর ওভাররেটের জন্য হার্দিকের ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে। মুম্বইয়ের বাকি ক্রিকেটারদের জরিমানার পরিমাণ ২৫ শতাংশ।

এদিকে, ম্যাচ জিতেও শাস্তি পেলেন গুজরাট টাইটান্সের কোচ আশিস নেহেরা। বৃষ্টি না পড়লেও কেন ম্যাচ শুরু করা হচ্ছে না তা নিয়ে আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্ক করেন তিনি। যার জন্য নেহেরার ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়। সঙ্গে ১ ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

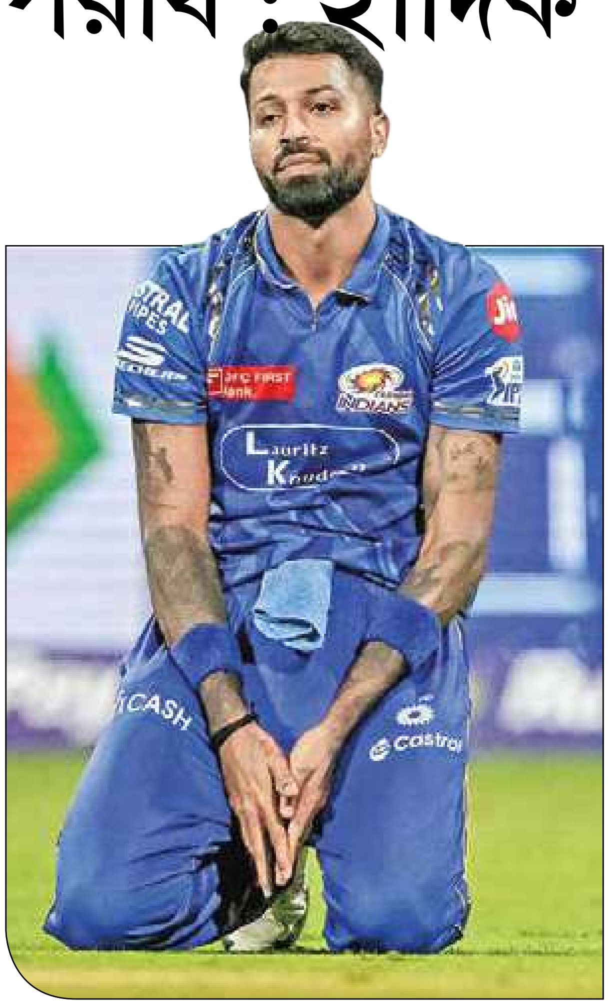
শেষ বলে রানআউট মিস করে ম্যাচ হারার পর হতাশ হার্দিক পান্ডিয়া।

শুভমানে মুগ্ধ পার্থিব

মুম্বই, ৭ মে : বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে জয় পেয়ে আইপিএলে লিগটেবিলের শীর্ষে গুজরাট। ম্যাচের নায়ক অধিনায়ক শুভমান গিল। তাঁর ৪৬ বলে ৪৩ রানের ইনিংসটি মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জয় এনে দেয় গুজরাটকে।

শুভমানের অধিনায়কোচিত ইনিংসে মুগ্ধ দলের সহকারী কোচ পার্থিব প্যাটেল। তিনি মনে করেন, শুধু ব্যাটিং নয় দুর্দান্ত অধিনায়কত্ব করছেন গুজরাট অধিনায়ক। পার্থিব বলেছেন, ‘শুভমান গোটা প্রতিযোগিতাজুড়ে অসাধারণ ব্যাটিং করেছে। সেইসঙ্গে দারুণ অধিনায়কত্ব করছে। দলের তরুণ খেলোয়াড়দের সবসময় মূল্যবান পরামর্শ দিচ্ছে শুভমান। মাঠে এবং ড্রেসিংরুমে ও একজন যোগ্য নেতার মতোই আচরণ করছে।’

যাকে নিয়ে এত প্রশংসা সেই শুভমান জানিয়েছেন, মুম্বই ম্যাচে বৃষ্টির জন্য টেস্টের মতো ব্যাট করতে হয়েছিল। গুজরাট অধিনায়ক বলেছেন, ‘বৃষ্টির জন্য পরিবেশ এমন হয়েছিল, প্রথম চার-পাঁচ ওভার টেস্ট ম্যাচের মতো মনে হচ্ছিল। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, পাওয়ার প্লে হয়ে গেলেও নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা আরও কয়েক ওভার পর্যন্ত খেলা। কিন্তু বৃষ্টির জন্য এই উইকেটে খেলা বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল আমাদের কাছে।’

মাহি-মঞ্চে দাপট নাইটদের

কলকাতা নাইট রাইডার্স- ১৭৯/৬
চেন্নাই সুপার কিংস-১৪০/৬
(১৫ ওভার পর্যন্ত)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৭ মে : দিনভর খবরের ঘনঘটা।

অধিকাংশ ভারতবাসীর ঘুম ভেঙেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর গর্বের স্ট্রাইকে। রাতে ভারতীয় ক্রিকেটে ইন্দ্রপতন। টেস্ট ক্রিকেটকে গুডবাই রোহিত শর্মার। রাতের ইডেন গার্ডেন্স অবশ্য প্রত্যাশামাফিক মাহি-আবেগের মৌতাতেই ভাসল। হলুদের সমারোহ। মাঠে এক মহেন্দ্র সিং ধোনি, গ্যালারিতে সাত নম্বর জার্সিতে হাজারো!

গ্যালারিতে সর্ষে খেতের চেনা ছবি। মাহি-আবেগে চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। হয়তো শেষবার ইডেনে বসে মাহিকে দেখার সুযোগ। কারও হাতে লেখা 'তুমি চিরকাল আমাদের অধিনায়ক থাকবে মাহি'। কেউ লিখেছে, 'তুমি হয়তো প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছো, কিন্তু আমাদের হৃদয় থেকে নয়।'

চার উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস নুর আহমদের। ৪৮ রানের ইনিংসের পথে আজিঙ্কা রাহানে। ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

টসের সময় ইডেন-আবেগ 'ক্যাপ্টেন কুলের' গলাতেও। বলেও দিলেন, এখানে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি। ইডেন তাঁর কাছে আরেকটা হোম। শুরুটা হয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতাকে সম্মান জানিয়ে জাতীয় সংগীত দিয়ে। হলুদ রঙে সেজে ওঠা নন্দনকাননে 'জনগণমন…'-র সুরমূর্ছনা।

বাইশ গজের দ্বৈরথে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে মেপে নেওয়ার টক্কর। টসে জিতে ব্যাটিং নেন আজিঙ্কা রাহানে। উইকেট নিয়ে গত কয়েক ম্যাচের ধাঁধায় থাকা রাহানে জানান, ভালো পিচ, ব্যাটিংয়ের জন্য ঠিকঠাক। একটাই পরিবর্তন-ভেঙ্কটেশ আইয়ারের বদলে মণীশ পান্ডে। তবে সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশের 'চোট' নিয়ে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকেই। চোট-নাটক হোক বা অন্যকিছু দলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হওয়ার মর্যাদা রাখতে ব্যর্থ ভেঙ্কটেশ। বাদ পড়াটা সময়ের অপেক্ষা ছিল। বিতর্ক সরিয়ে শুরুটাই খারাপ করেনি শাহরুখের নাইট সেনা। রহমানুল্লাহ গুরবাজের ছটফটানি (১১) দীর্ঘস্থায়ী না হলেও সুনীল নারায়ণ-রাহানে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে মাহিময় ইডেনে নাইটদের পতাকা ভালোই বইছিলেন।

সিএসকে, সিএসকে, ধোনি ধোনি আওয়াজের দাপটের মাঝে নাইট-সমর্থকদের অক্সিজেন পাওয়া ৫৮ রানের ঝোড়ো যে যুগলবন্দিতে। এদিন বাড়তি স্পিনার নিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেয় চেন্নাই সুপার কিংস। ফলস্বরূপ প্রথম এগারোয় প্রবেশ রবিচন্দ্রন অশ্বীনের। পাওয়ার প্লে-তে সিএসকে পেস ব্রিগেডের বিরুদ্ধে রানের গতি তরতরিয়ে বাড়ছিল। শেষপর্যন্ত ব্রেক লাগে ধোনির স্পিন স্ট্র্যাটেজিতে। নেতৃত্বে তরুণ আফগান স্পিনার নুর আহমদ (৩১/৪)।

অষ্টম ওভারে নুরের জোড়া স্ট্রাইক। সংগতে এমএসের মিদাস টাচ। চেনা ঝলক। এগিয়ে এসে মারতে গিয়ে বল মিস করেন নারায়ণ (২৬)। থাইয়ে লেগে বল পিছনের দিকে চলে যায়। সেই বল ধরে বিদ্যুৎ গতিতে উইকেট ভাঙেন মাহি। কয়েক বল বাদে অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর (১) বাইরের কানা লেগে বেড়িয়ে যাওয়া ক্যাচের ক্ষেত্রে ফের ধোনি-ম্যাজিক।

রাহানের ব্যাট থেকে এল অধিনায়কোচিত আরও একটা পারফরমেন্স। ভালো পিচ, বড় স্কোর করে চেন্নাইকে চাপে রাখার কথা বলেন টসের পর। হিসেব মেলানোর দায়িত্বটা নিজের কাঁধেই আবারও তুলে নেন। নিটফল, পাওয়ার প্লে-তে ৬৭/১। ১৫ রানে ক্যাচ জিতে জীবন পাওয়া রাহানের বাহারি শটের ফুলঝুরিতে চাপা পড়ছিল মাহি-ভক্তদের 'ভুভুজেলার' আওয়াজ। রবীন্দ্র জাদেজাকে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে থামেন রাহানে (৪৮)।

সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সিঁদুর'-এর দিনে উত্তাপ বাড়িয়ে নন্দনকাননকে ঘিরে বোমা আতঙ্ক। দুপুরে ই-মেল করে বোম মেরে ইডেনকে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। ফলে বাড়তি নিরাপত্তা। বোম স্কোয়াডের ব্যস্ততা। দর্শকদের মাঠে ঢোকার সময় নিরাপত্তার কড়াকড়ি। ক্রিকেট অবশ্য চলল নিজের গতিতেই। ছয় নম্বরে নেমে আন্দ্রে রাসেলের ছোট্ট ক্যামিও ইনিংস পারদ চড়াচ্ছিল। গত ম্যাচেই দ্রে রাস-ঝড় উঠেছিল গঙ্গাপাড়ের ইডেনে। আজ ২১ বলে ৩৮।

চারটি চার, তিনটি ছক্কা-রাসেল শো পূর্ণতা না পেলেও নাইট স্কোরকে ১৭৯/৬-এ পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম কারিগর। ভেঙ্কটেশের পরিবর্তে খেলতে নামা মণীশ (২৮ বলে অপরাজিত ৩৬) আরও কিছুটা তৎপরতা দেখাতে পারলে ১০-১২ রান বেশি হতে পারত। ব্যর্থতা কার্যত স্বীকারও করে নিলেন মণীশ। মানলেন, আরও কয়েকটা বিগহিট নিতে পারলে খুশি হতেন।

মণীশ অবশ্য দাবি করেন, ১৭৯ উইনিং স্কোর। পেসাররা ভালো ছন্দে রয়েছে। দলে একঝাঁক দক্ষ স্পিনার। স্পিন-পেসের যে ককটেলে ম্যাচ বের করে নিতে পারবে। মণীশের যে কথার রেশ ধরেই চেন্নাই ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই ধাক্কা বৈভব অরোরার। সিএসকে ওপেনার আয়ুষ মাত্রে (০) খাতা খোলার সুযোগ পাননি।

অপর ওপেনার ডেভন কনওয়ের (০) হালও এক। মইন আলির স্পিন মিস করে বোল্ড। উর্ভিল প্যাটেল আইপিএল অভিষেকে নিজের দ্বিতীয় বলটাতেই ছক্কা হাঁকান বৈভব অরোরাকে। ১১ বলে তাঁর ৩১ রানের ইনিংসে ছিল চারটি ওভার বাউন্ডারি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হর্ষিত রানার গতি পরিবর্তনে তিনি ঠকে যান। ২২ বলে অর্ধশতরান করে নাইট শিবিরে আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস (৫২)। ১১ নম্বর ওভারে বৈভবের বোলিংয়ে তিনটি করে ছক্কা ও বাউন্ডারিতে তিনি ৩০ রান নেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৫ ওভারে চেন্নাই ১৪০/৬। ক্রিজে শিবম দুবে (২৪) ও ধোনি (৩)।

জাতীয় সংগীতে ভারতীয় সেনাকে বাহবা ইডেনের

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের আগে ইডেন গার্ডেন্সে বাজানো হল জাতীয় সংগীত। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য ভারতীয় সেনাকে বাহবা জানাতে ইডেনে বুধবার সন্ধ্যায় জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। দুই দলের ক্রিকেটাররাই মাঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান। শুরুতে চেন্নাইয়ের দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিস সম্ভবত বুঝতেই পারেননি ভারতের জাতীয় সংগীত বাজানো হচ্ছে। দাঁড়িয়ে তিনি হাত ঘোরাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন দলের বাকিরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তাই দেখে ব্রেভিসও দুই পাশে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। ছবি : ডি মণ্ডল

ই-মেলে ইডেন ওড়ানোর হুমকি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মে : ঘটনার ঘনঘটা!

মধ্যরাতে ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুর। পাকিস্তানে হামলার পর যখন গোটা দেশে 'দিল মাঙ্গে মোর' ভাবনায় বুঁদ। সেই সময়ই ইডেন গার্ডেন্স উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি!

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ শুরুর অনেক আগে আজ দুপুরের দিকে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার ই-মেলে অচেনা একটি মেইল আইডি থেকে ই-মেল আসে। যেখানে হুমকি দেওয়া হয়, ইডেন উড়িয়ে দেওয়ার। শুধু তাই নয়, ক্রিকেটের নন্দনকাননে বোমা রয়েছে, এমন কথাও জানানো হয়েছিল সেই ই-মেলে।

আচমকা এমন হুমকির ই-মেল পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে সিএবি। সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় যোগাযোগ করেন কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারের সঙ্গে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে দ্রুত আসরে নামে কলকাতা পুলিশ। মাঠের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত, আইপিএল ম্যাচের সময় হাজার চারেক পুলিশ ইডেনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন। আজ সেই সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। রাতের ইডেনে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস বলছিলেন, 'দুপুরের দিকে ই-মেলে ইডেন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পাওয়ার পর আমরা দ্রুত পুলিশের দ্বারস্থ হই। কলকাতা পুলিশ আজ ইডেনের নিরাপত্তাও বাড়িয়ে দিয়েছে।'

টসে জিতে কেকেআরের ব্যাটিং নেওয়া, খেলা শুরুর আগে জাতীয় সংগীত গাওয়া-কোনও কিছুতেই হুমকি ই-মেলের প্রভাব পড়েনি। তার মধ্যেই সন্ধ্যায় খেলা শুরুর পর

সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত রোহিতের : সৌরভ

রোহিত শর্মার টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তও চমকে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলকে। রাতের ইডেনে রোহিতের টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে রোহিত। সম্প্রতি লাল বলের ক্রিকেটে ছন্দে ছিল না ও। একজন ক্রিকেটারই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে তার অবসরের সময়টা। তাই আমার মনে হয়, রোহিত সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে।'

হিটম্যানের টেস্ট থেকে অবসরের দিনই তাঁর প্রিয় ও পয়া মাঠ উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যের হয়ে থাকবে ভারতীয় ক্রিকেটে।

বোমা আতঙ্ক ভুলে ক্রিকেট উৎসবে মেতে থাকল ইডেন গার্ডেন্স। -ডি মণ্ডল

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে আশুতোষ রায়। ছবি : প্রতাপ ঝা

ফাইনালে সুপার স্টার

জামালদহ, ৭ মে : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সমলা ফার্মেসি ও উৎপল কুমার ঘোষ ট্রফি জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল জামালদহ সুপার স্টার। বুধবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে তারা ৭৯ রানে হারিয়েছে জামালদহ সুপার কিংসকে। টসে জিতে প্রথমে সুপার স্টার ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা আশুতোষ রায়ের অবদান ৪৫ রান। কল্লোল রায় ফেলে দেন ৩ উইকেট। জবাবে সুপার কিংস ১২.১ ওভারে ৫৮ রানে গুটিয়ে যায়। আশুতোষ ও রাজু ৩টি করে উইকেট নেন। রবিবার ফাইনালে সুপার স্টারের প্রতিপক্ষ সানরাইজ ইলেভেন।

সুপার লিগে কসবার ড্র

রায়গঞ্জ, ৭ মে : রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের সুপার লিগে বুধবার বেণুভারতী ফুটবল ক্লাব ও কসবা বয়েজ ক্লাবের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। টাউনের মাঠে বেণুভারতীর গোলস্কোরার শুভজিৎ নাগবংশী। প্রিয়াংশু ছেত্রী কসবার গোল করেন। বৃহস্পতিবার খেলবে কালিয়াগঞ্জ ফুটবল ক্লাব এবং কেএমএস ইটাহার।

চোটমুক্ত থাকাই চ্যালেঞ্জ শুভাশিসের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মে : শুধু খেলার জন্য খেলা নয়। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তেও যতটা সম্ভব ভালো পারফর্ম করার দিকেই চোখ শুভাশিস বসুদের।

গতবারও সুযোগটা এসেছিল। এএফসিতেও লড়াই করার মতোই দল গড়া হয়েছিল। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে ইরানে দল পাঠায়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তার জেরে বাদ পড়তে হয় টুর্নামেন্ট থেকে। এবার ফের আইএসএল শিল্ড জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে সবুজ-মেরুন। ম্যানেজমেন্ট দল গোছানো শুরু করে দিয়েছে। মোহনবাগানের দ্বিমুকুট জয়ী দলের অধিনায়ক শুভাশিস বলেছেন, 'এবারও এএফসি-র কথা মাথায় রেখেই দল গড়ছে ম্যানেজমেন্ট। আশা করছি লড়াই করার মতো দলই হবে। লক্ষ থাকবে যতটা সম্ভব ভালো পারফর্ম করা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে খেলতে পারা আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে।'

'চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আরও সমৃদ্ধ করবে'

> এবারও এএফসি-র কথা মাথায় রেখেই দল গড়ছে ম্যানেজমেন্ট। আশা করছি লড়াই করার মতো দলই হবে। লক্ষ থাকবে যতটা সম্ভব ভালো পারফর্ম করা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে খেলতে পারা আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে।
>
> **শুভাশিস বসু**

তবে আইএসএলের সঙ্গে সমানতালে এএফসি-তে খেলাটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবেও দেখছেন শুভাশিস। বলেছেন, 'একজন ফুটবলার হিসাবে আমি চাই যত বেশি সম্ভব ম্যাচ খেলতে। তবে আইএসএল এবং এএফসি একইসঙ্গে খেলতে হবে। সেখানে চোটমুক্ত থাকা আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি জাতীয় দলের ম্যাচও রয়েছে।' তবে ফুটবলাররা এতে করে যে আরও বেশি সুযোগ পাবেন সেকথাও উল্লেখ করেন বাগান অধিনায়ক। বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে বলতে শোনা গিয়েছে, এএফসি-র কথা মাথায় রেখে দল গড়া হয়েছিল। মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে খেলতে না পারায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক ফুটবলারকে বসিয়ে রাখতে হয়েছে। সেই সুর ধরেই শুভাশিস বলেছেন, 'এই মরশুমে অনেকেই কম সুযোগ পেয়েছে। তারা আগামী মরশুমে আরও বেশি ম্যাচ পাবে।'

সাফল্য ধরে রাখার ব্যাপারেও আশাবাদী শুভাশিস। তারজন্য সিংহভাগ কৃতিত্ব ম্যানেজমেন্টকেই দিচ্ছেন তিনি। বলেছেন, 'গত কয়েকবছর ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করছে মোটের ওপর একই দল ধরে রাখার। দুই থেকে তিনটি ফুটবলার পরিবর্তন হয়। আমাদের সাফল্যের নেপথ্যে এটাও বড় কারণ।'

আইএসএল লিগ-শিল্ড নিয়ে স্ত্রী কৌস্তরীর সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের শুভাশিস বসু।

উত্তরের খেলা

জয়ী অর্থনীতি, ডিএলএলই, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে বুধবার অর্থনীতি ৮ উইকেটে হারিয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৬ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৫ রান করে। আকৃতির অবদান ২০ রান। হীনা ২০ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে অর্থনীতি ৩.১ ওভারে ২ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। মামনি করেন ২৪ রান।

পরে ডিএলএলই ৬ উইকেটে জয় পায় ইংরেজির বিরুদ্ধে। প্রথমে ইংরেজি ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ৯২ রান করে। মুকেশ বর্মন রেখে এসেছেন ২২ রান। অভিষেক সিংহ পেয়েছেন ৪১ রানে ২ উইকেট। জবাবে ডিএলএলই ৮.৫ ওভারে ৪ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। জাহাঙ্গির ২৮ রান করেন। শাশ্বতর শিকার ৩৫ রানে ২ উইকেট।

দিনের শেষ ম্যাচে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৭ উইকেটে হারিয়েছে গণিতকে। প্রথমে গণিত ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৫৯ রান করে। প্রণয়ের অবদান ১৮ রান। দীপেন ১০ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৬০ রান তুলে নেয়। দীপেন ১৮ রান করেন। প্রণয় ৯ রানে নেন ১ উইকেট।

৫ উইকেট জীবনেশের

ফালাকাটা, ৭ মে : জটেশ্বর ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ক্রিকেটে বুধবার দ্য গ্ল্যাডিয়েটর্স ১৩২ রানে প্যানথেরা ওয়ারিয়র্সকে হারিয়েছে। টসে জিতে ওয়ারিয়র্স ২৯.৪ ওভারে ২৪৬ রানে অল আউট হয়। সুদীপন তরফদার ৬৭ ও প্রত্যয় দত্ত ৫৭ রান করেন। সঞ্জীব সরকার ৩৪ ও সুব্রত সরকার ৫২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে গ্ল্যাডিয়েটর্স ২২.৩ ওভারে ১১৪ রানে সব উইকেট হারায়। সুব্রত সরকার ২৪ ও বাপ্পাদিত্য সূত্রধর ২১ রান করেন। ম্যাচের সেরা জীবনেশ প্রামাণিক ৯ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন অনীক সরকারও (২৭/২)।

অন্য ম্যাচে দ্য ফ্যালকনস ৬ উইকেটে ডেয়ারিং ডেভিলসের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ডেভিলস ১০.৩ ওভারে ৪০ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা লুব্ধক সরকার ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ২ উইকেট নেন জোশুয়া মণ্ডল এবং শচীন কার্জি। জবাবে ফ্যালকনস ১০.২ ওভারে ৪ উইকেটে ৪১ রান তুলে নেয়। অংশুমান সরকার ১৭ রান করেন।

প্রয়াত এশিয়াডে সোনাজয়ী আফজল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মে : প্রয়াত হয়েছেন ১৯৬২ এশিয়ান গেমসের সোনাজয়ী ফুটবলার দোস্ত মহম্মদ খান আফজল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। হায়দরাবাদ থেকে ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে বহু প্রতিভাবান ফুটবলার উঠে এসেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম সেরা ছিলেন আফজল। ১৯৬২ সালের জাকার্তা এশিয়ান গেমসের সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি। চুনী গোস্বামী, পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীদাস বলরামের মতো তারকাদের মাঝে থেকেও নিজের জাত চিনিয়ে ছিলেন তিনি। এশিয়ান গেমসে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপপর্বের ম্যাচে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে অভিষেক হয় তাঁর।

১৯৬২ সালের এশিয়াডের সোনাজয়ী দলের সদস্য দোস্ত মহম্মদ খান আফজল।

ক্লাব ফুটবলেও দাপিয়ে খেলেছেন আফজল। অন্ধ্র পুলিশের হয়ে ডুরান্ড, রোভার্স কাপের মতো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশকে ১৯৬৫ সালে সন্তোষ ট্রফি জিতিয়েছেন তিনি। তার পরের বছরেই কলকাতায় পা রাখেন আফজল। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে কলকাতা ময়দান মাতিয়ে রেখেছিলেন তিনি। জিতেছেন কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড, রোভার্স, বরদলুই ট্রফির মতো প্রতিযোগিতা।

আফজলের মৃত্যু শোকপ্রকাশ করে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেছেন, 'আফজল নিজের সময়ে সেরা মিডফিল্ডার ছিলেন। ওর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।' শোকপ্রকাশ করা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকেও।

ফাইনালে জুনিয়ার, সিনিয়ার

গাজোল, ৭ মে : গাজোল প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল কলেজ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প জুনিয়ার এবং সিনিয়ার দল। ফাইনাল বৃহস্পতিবার। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে জুনিয়ার ২ উইকেটে ধীরাজ ইলেভেনকে হারিয়েছে। টসে হেরে ধীরাজ ইলেভেন ১৪০ রান তোলে। ড্যানিয়েল টুডু ৫০ ও সুজিত সরেন ৩২ রান করেন। সুরজিৎ দাস পেয়েছেন ৩ উইকেট। ফিরোজ হোসেন নেন ২ উইকেট। জবাবে জুনিয়ার ১৬.১ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ফিরোজ হোসেন ৪৫ ও আনমোল প্রসাদ ২৬ রান করেন। বনি সাহা পেয়েছেন ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সিনিয়ার ৯৬ রানে অগ্রগামী সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে সিনিয়ার ৮ উইকেটে ২১৩ রান তোলে। সাগর সিং রাজপুত ও ভূদেব রায় ৪৮ রান করেন। তুষারকান্তি সরকার নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে অগ্রগামী ১১৭ রানে সব উইকেট হারায়। শুভম আগরওয়াল ৩০ ও অমিত সরকার ২০ রান করেন। রাজা খান ৫ রানে নেন ২ উইকেট। ম্যাচের সেরা সাগরও ২ উইকেট নেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা পার্থজিৎ খাঁন - কে 24.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 77A 57184 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এখন অপরিসীম তৃপ্তি এবং আনন্দ পাচ্ছি কারণ আমি এক কোটি টাকা অকল্পনীয় ভাবে জিতেছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে আরও ভালো ভবিষ্যত এবং জীবনে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ব্যাডমিন্টনে জেলার ২ রুপো

জলপাইগুড়ি, ৭ মে : পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিন্টন সংস্থার পরিচালনায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হরিনাভিতে স্টার ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে শেষ হল সিনিয়ার রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। এই প্রতিযোগিতায় ২টি রুপো জিতলেন জলপাইগুড়ির শাটলাররা। মহিলাদের সিঙ্গলসে জলপাইগুড়ির শ্রেনাক্ষী মণ্ডল ফাইনালে পশ্চিম কলকাতার কনিষ্কা বিজর্নিয়ার কাছে ২১-২৩, ৮-২১ গেমে হেরে যান। মহিলাদের ডাবলসে কলকাতার সায়নী সরকার-সুতানভি সরকারের কাছে ২১-১১, ২১-১৯, ২২-২০ ব্যবধানে হেরেছেন সুকন্যা চৌধুরী। ফাইনালে তাঁর সঙ্গী ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুসকান চট্টোপাধ্যায়।

হরিনাভিতে সিনিয়ার রাজ্য ব্যাডমিন্টনে সফল খেলোয়াড়রা।

SILIGURI STAR HOSPITAL
MULTISPECIALTY HOSPITAL
অপারেশন মানেই দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তির দিন শেষ!
আধুনিক ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারিতে দ্রুত আরোগ্য ও কম জটিলতা।
ল্যাপারোস্কপি সার্জারি: অ্যাপেন্ডিক্স, গলব্লাডার স্টোন, হার্নিয়া
লেজার সার্জারি: পাইলস, ফিস্টুলা
ক্যান্সার সার্জারি: ব্রেস্ট ক্যান্সার, স্টমাক ক্যান্সার, কলোরেক্টাল ক্যান্সার
আজই যোগাযোগ করুন আমাদের জেনারেল, ল্যাপারোস্কোপিক এবং ক্যান্সার সার্জনের সাথে।

DR. VISHANT DEO
MBBS, MS GENERAL SURGERY
EX AIIMS, NEW DELHI
& EX TATA CANCER MUMBAI
CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060
starhospitalslg@gmail.com
www.starhospitalslg.com
Tinbatti More (Asian Highway-2), Siliguri - 734005